এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

।। উপন্যাস ।।

জর্ব চার্ণকের বিবি

পাহাড়ী সন্ধ্যা

শৃংখলিতা

।। নাটক ।।

শহরতলী

।। দুইটি সরস নাটক ।।

অম্লমধুর

প্রজাপতি

।। রূপক ।।

আজব দেশ

লেবেডেফের রঙ্গিনী

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

অর্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭
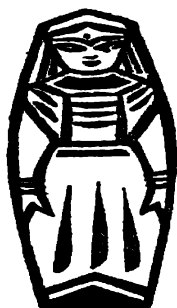
প্রকাশক :
ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র
অর্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
বাসুদেব চন্দ্র
অর্চনা প্রিন্টিং ওযার্কস্
৩৭এ, পার্বতী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক :
রিপ্রডাকসন সিণ্ডিকেট
কলিকাতা-৬

॥ চার টাকা ॥

সে ডোমতলা আর নেই। তার পঁচিশ নম্বর বাড়ীতে যে বেঙ্গলী থিয়েটার গড়ে উঠেছিল, তাও অনেক দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এখন সেখানে বড় বড় রাস্তা বেরিয়েছে, বড় বড় ইমারত উঠেছে। সেখানের ধূলিকণা এখনও কি সেই থিয়েটারের স্মৃতি বহন করে, যে জায়গায় প্রথম অভিনীত হল বাংলা ভাষার নাটক, অভিনয় করল বাঙ্গালী অভিনেতা আর অভিনেত্রীর দল ?

সে অনেক দিনের কথা। ১৭৯৫। তখন পালতোলা জাহাজ সাত সমুদ্র পার হয়ে শহব কলকাতার ঘাটে এসে লাগত। পথে পথে পালকি বেহারাব স্ববেলা হুহুঙ্কার ধ্বনিত হত। বগি—চেরিয়ট—ফিটন ঘোরাফেরা কবত। মোমবাতি আর রেড়ির তেলেব আলো জোনাকির দীপ্তিকে লজ্জা দিত। গঙ্গায় ভরা নৌকায় দাসদাসী বিক্রী হত। বাইজিদের গান আর নপুবনিক্কণ বাতাস মুখরিত করত। লাল-বাজারেব চৌমাথায় অপরাধীদের বেত মারা, তুড়ুং ঠোকা এমন কি ফাসা দেওয়া হত প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সম্মুখে। মেম সাহেবদের অভাবে সাহেবেরা ঘর বাঁধত এদেশী রমণীদে গ সঙ্গে।

শহর কলকাতায় তখন কোম্পানীর আমল, সেখানে পশ্চিমী হাওয়া বইতে স্বরু হয়েছিল অনেকদিন, নানান জাতের লোক—ইংরেজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার, ইটালিয়ান, আর্মানী, চীনা, কাফ্রি—ঘোরা ফেরা করত শহরের ধূলিধূসর অলিগলিতে। সাহেবেরা শিখছিল সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্তানী, ফার্সী ; লিখছিল দেশী ব্যাকরণ, আইন কানুন, ধর্ম্মগ্রন্থ ; স্থাপন করছিল কোর্ট, কাছারি, ডক, ছাপাখানা।

দেশীয়েরা পড়ছিল ইউরোপের ভাষা, পরছিল বিলাতি পোষাক-আশাক, গ্রহণ করছিল বিলতি সভ্যতা আর সংস্কৃতি।

সে এক অদ্ভুত আদান-প্রদানের যুগ—শুধু পণ্যের নয়, মনেরও।

এমনি এক আদান-প্রদানের ফল হল প্রথম বাংলা থিয়েটার, যার পরিকল্পনা এক অখ্যাত বাঙালী ভাষা-শিক্ষকের, যার প্রতিষ্ঠা এক স্বপ্নালু রুশিয় বাদ্যকরের প্রচেষ্টায়।

জোনাকির আলোর মত সে থিয়েটারের দীপ্তি জ্বলেই নিভে গেল। কিন্তু দাগ রেখে গেল ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায়।

কে সেই ভাষাশিক্ষক, কে সেই বাদ্যকর—ইতিহাস কিছু কিছু খবর বলে কিন্তু কারা সেই অভিনেতা, কারা সেই অভিনেত্রী, ইতিহাস মূক এ বিষয়ে। এরা ইতিহাসের উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতা।

হয়ত তারা এমন কয়েক জন যাদের কথা এখন বলা হচ্ছে।

গেরাসিম লেবেডেফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটির রূপ-বিচার করছিল। আজকে শ্রীযুত বাবু গোলোকনাথ দাস যে মেয়েটিকে হাজির করেছিল তাকে সহজে বাতিল করা যায় না, বেশ ছিমছাম চেহারা। গায়ের রং আখরোটের মত, জামদানি শাড়ীতে তা আরও পরিষ্কার লাগছিল; তার সরু নাকের উপর চুনির নাকছাবি, আয়ত চোখে কাজল, কপালে লালটিপ, গালে আলতার ছোপ, পাতল ওষ্ঠাধর পানসেবনে রঞ্জিত, কৃষ্ণ কবরীতে সূর্যমুখী, তার সমস্ত তনু ঘিরে যৌবনের উদগ্র আকর্ষণ! নৃত্যছন্দে একবার ঘুরে গেল মেয়েটি লেবেডেফের সামনে, স্বচ্ছ বসনের বাধা মানল না রঞ্জিত নিতম্বের দীপ্তি। হাতের কৌটা থেকে একটিপ সুগন্ধি জরদা মুখে পুরে মেয়েটি চোখের ঈষৎ ঠার মেরে বলল, কি গো সাহেব! চোখের পলক যে আর পড়ে না। আমায় পছন্দ হল না কি?

তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি অথচ উচ্চগ্রামে বাঁধা। মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু ঈষৎ খর্বকায়া।

গোলোক দাস ভর্ৎসনার সুরে বলল, কুসুম, বেয়াদবি করিস না।

মরণ আর কি! ঝঙ্কার দিল কুসুম। বেয়াদবি আবার কোথায় করলুম, গোলোক বাবু? শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, সাহেব আমায় হাঁ করে গিলে খাবে না কি?

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, মনে মনে ভাবল লেবেডেফ। ওর কণ্ঠে তীব্রতা আছে, বেশ খানিক দূর অবধি শোনা যাবে।

আ মরণ, আপন মনে বলল কুসুম। পছন্দ হল কি না বল বাপু। সাহেব হলে কি হবে, একটা ষণ্ডার সামনে শুধু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

এক মুহূর্তও চুপ করে দাঁড়ায় নি কুসুম। সে হরিণীর মত সচকিতা। লেবেডেফ তন্ময় হয়ে মেয়েটির রূপালোচনা করতে লাগল মনে মনে।

কুসুম গালে হাত দিয়ে বলল, ভাল আপদ! সাহেব দেখছ আমার রূপে বিভোর হয়ে গেছে!

আঃ, কুসুম, সাবধানী কণ্ঠে বলল গোলোক, চুপ কর্ বলছি।

একটা ধাড়ি মদ্দ চোখ দিয়ে আমায় গিলবে! আমি কিন্তু বাপু চুপ করে থাকতে পারব না।

কুসুম চপল ছন্দে এগিয়ে গেল লেবেডেফের কাছে। প্রশ্ন করল আব্দারের সুরে, বল না, সাহেব, আমায় পছন্দ কিনা।

লেবেডেফ এবার গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল। ঠাকুরানী গাহিতে জানে?

টুকটুকে জিভ কেটে কুসুম বলল। এই সেরেছে! সাহেব বাংলা জানে? ছি ছি ছি কি ঘেন্না! গোলোক বাবু আগে বল নি কেন? আমি তা হলে অত সব রসের কথা বলতুম না।

লেবেডেফ আবার গম্ভীর স্বরে বলল, ঠাকুরানী একটা গান কর।

কুসুম বলল, কি গাইব, ঠুংরি না টপ্পা?

লেবেডেফ বলল, ভারত চন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর গাও।

ইস্, কুসুম খিল খিল করে হেসে উঠল, সাহেব দেখি রস-সুন্দর। বিদ্যেসুন্দর না গাইলে মন উঠবে না। তবে তাই গাই।

কুসুম গান ধরল। লেবেডেফ সঙ্গে সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে সুরের অনুসরণ করল। কুসুম গাইল—

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জ্বর জ্বর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল।
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥

তার জড়তা বিহীন গলা, তীক্ষ্ণ অথচ মধুক্ষরা। গান শেষ হতে কুসুম রসিয়ে বলল, গান ত শুনলে, মুজরো দেবে না?

গোলোক বলল, ব্যস্ত হস নি মুজরোর জন্যে, সাহেব যদি একবার তোকে থিয়েটারে নামায় তবে কত বড় বড় ধনা বাবুরা তোকে মুজরোর জন্যে পায়ে ধরে সাধাসাধি করবে।

সত্যি। কুসুম উল্লসিত হয়ে বলল, তখন বদন মল্লিক যদি মুজরোর জন্যে আসে ত আমি ঝাঁটা মেরে তাকে তাড়াব। তার বিড়ালের বিয়েতে সিন্ধুবালাকে গাইতে ডাকল, আর আমায় খবর দেবার দরকার মনে করলে না। অথচ রেতের পর রেত আমার ঘরে সে মিনসে গান শুনে গেল। সাহেব, বল না গো, আমায় থিয়েটারের তবে পছন্দ কি না।

লেবেডেফ ছোট্ট করে বলল, না-পসন্দ।

এ্যাঁ। আমায় পছন্দ নয়! কুসুম সবার সামনে কেঁদে ফেলল। রোদন-ভরা কণ্ঠে বলল, গোলোক বাবু, এখনি একটা পালকি ডাক। এখনি আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও।

গোলোক দাস হতাশ হয়ে বলল, সাহেব, কুসুমকেও তোমার পছন্দ হল না? এত সুন্দরী!

কুসুম কান্নার মধ্যেই বলল, শুনলে না? না-পসন্দ! মরণ আর কি!

ঠাকুরানী, লেবেডেফ মৃদু হেসে বলল। সহসা গোঁসা করিও না। তুমি অপরূপ সুন্দরী, তুমি চঞ্চলা। কিন্তু তুমি মনোভাব দমন করিতে জান না। মনোভাবের উপর দখল না থাকিলে অভিনয়ে সাফল্য সম্ভবে না। তোমার অভিনয়ের মেজাজ নহে। তোমায় ভারত চন্দ্র রায়ের গানের জন্য পসন্দ করিলাম।

কুসুম আঁচল দিয়ে চোখ মুছল, একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল, শুধু গান?

লেবেডেফ এবার উৎসাহে বলল, শুধু গান নহে। তুমি গাহিবে, আমি ও আমার দলবল দেশি ও বেলাতি যন্ত্র বাজাইব। সারেঙ্গী বাঁশী বীন তানপুরার সহিত ভায়োলিন চেলো ক্লেরিওনেট ইত্যাদি বেলাতি যন্ত্র বাজিবে। সে ভারি সুখশ্রাব্য হইবে। ইণ্ডিয়ান সেরিনেড।

গোলোক বলল, হাঁ, কুসুম, সাহেব মস্ত বড় বাজন্দার। রাজা সুখময় রায়ের বাড়ী দুর্গাপূজার সময় বিলাতি সুরে দেশি গানের ব্যবস্থা হয়েছিল। আরে ছোঃ ছোঃ, একেবারে মাটি, একদম জমল না। সাহেবা কাগজে কত নিন্দে করল, কিন্তু সাহেবের বেহালা যেন তোর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা কইল। শুনলি না, কুসুম?

কুসুম আশ্বস্ত হয়ে বলল, তা ও কইল, কিন্তু কোথায় গাইব?

লেবেডেফ বলল, স্টেজের উপর।

কুসুম বুঝল না কথাটা, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

লেবেডেফ গোলোকনাথ দাসকে জিজ্ঞাসা করল, বাবু, স্টেজের বাঙ্গালা কি হইবে ?

স্টেজ, স্টেজ, ক্ষণিক চিন্তা করে গোলোক বলল, মঞ্চ—মাঁচা !

না, না, গোলোক বাবু, বিরক্ত হয়ে কুসুম বলল, বলিহারি শখ তোমাদের ! ঘরে বল, উঠানে বল, নাটমন্দিরে বল, আমি গাইতে পারি। আমায় কেটে ফেললেও আমি মাঁচার ওপর উঠে গাইতে পারব না। আমি কি গুড়ের নাগরি।

আরে বোকা, গোলোক বলল, এ সে মাঁচা নয়। মঞ্চ—রঙ্গমঞ্চ। ঠিক যেন বড়লোকের বাড়ার ঠাকুর দালান, তুই গাইবি সেই উঁচু দালান থেকে আর লোকেরা শুনবে যেন উঠানে বেদারা পেতে, পেছন দিকে বসবার জন্যে সিঁড়ির মত ধাপ, ওপরে বারান্দায় বাক্স, সাহেবী থিয়েটারে যেমন হয়, এ হবে বেঙ্গলী থিয়েটার।

কুসুম আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ভারি মজা হবে, আমি তবে ঐ ইস্টেজে উঠে মেমেদের মত গান গাইব ?

নিশ্চয় ঠাকুরানী, লেফেডেফ বলল, তোমার সঙ্গীতে ইণ্ডিয়ান সেরিনেড জমিয়া উঠিবে। আমি তোমায় ভারতচন্দ্র রায়ের গানের জন্য পসন্দ করিলাম।

আমার মুজরোটা কিন্তু বেশ ভাল করেই দিতে হবে।

অবশ্য। আমি তোমায় খুসি কর্‌ব্যেই দেব।

কুসুম গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

গোলোকনাথ দাস কুসুমের পরিচয় আগেই দিয়েছিল। কায়স্থের ঘরের বালবিধবা সে, আট বছর বয়সে তার গৌরীদান হল। কিন্তু যৌবনোদ্গমের পূর্বেই সে স্বামী-হারা। অত ছোট মেয়ে, তাই সমাজ-পতিরা সতী হতে দিল না। চিতায় না মরলেও কুসুম সমাজের কাছে মরে গেল। তার দেহভরা রূপ, মনভরা রস। সে বৈধব্যের বাঁধন সইবে কেন ? কুলে কলংক দিয়ে কুসুম একদিন দূর সম্পর্কের এক রসিক দেবরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। লোকটি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী।

কুসুম দেহদানের বিনিময়ে তার কাছ থেকে ঠুংরী, টপ্পা, কীর্তন আরও কত গান শিখল। তার রূপ গুণের কথা ছড়িয়ে পড়ল রসিক মহলে। তার চাহিদাও বেড়ে গেল। কুসুম সাথীকে ত্যাগ করে গা ভাসিয়ে দিল যৌবনের জোয়ারে। ঘাটে ঘাটে বাঁধা পড়ে দিনকতক, কিন্তু চিরকালের জন্যে নয়। চিৎপুরেই তার বাসা, গায়িকা-হিসাবে তার খ্যাতি ব্যাপক না হলেও গভীর। গোলোক দাস ঠিকই বলেছিল, কুসুমের সুর আছে। লেবেডেফ দেখল, কুসুমের চোখের মধ্যে আছে ভাষা। ওকে দিয়ে ইণ্ডিয়ান সেরিনেড জমে উঠবে। কুসুমকে পেয়ে লেবেডেফের একটি দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাংলা গানের জন্যে আর গায়িকা খুঁজে বেড়াতে হবে না।

লেবেডেফ নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসল। পাশাপাশি তিনটি ভাষার লেখা—ইংরেজী, রুশ এবং বাংলা। বেশ ছককেটে লেখা সাজান। তার নিজের হাতে লেখা, গোটা-গোটা।

কিন্তু নাটকটি তার নিজের নয়। ডোবেল সাহেবের লেখা ইংরেজি নাটক, দি ডিজগাইজ তার নাম। লেবেডেফ তাকে প্রধানত বাংলায় রূপান্তরিত করেছিল। ঠিক অনুবাদ নয়। তাতে ইংরেজী ও মুরভাষা কিছু কিছু রেখেছিল। ভারি জমাটি নাটক। তিনটি ক্রিয়ায় সমাপ্ত। মূল নাটকের ঘটনা ঘটেছিল স্পেনে, পাত্রপাত্রীদের ইউরোপীয় নাম, যেমন ডন পেড্রো, ক্লারা ইত্যাদি, লেবেডেফ নাম বদলে দিয়েছিল, ক্লারা হল সুখময়। পুরুষের ছদ্মবেশে ক্লারা প্রথম দৃশ্যেই হাজির। তখন থেকেই নাটকটি জমে যায়। যে সব ঘটনা ঘটেছিল মাদ্রিদে আর সেভিলে, সে সব ঘটবে কলকাতা আর লক্ষ্ণৌএ। কত কাছে চলে এল ঘটনাগুলি। যেন সবার জানা, সবার চেনা।

নাটকটি অনুবাদ করে লেবেডেফ পড়ে শুনিয়েছিল দেশি পণ্ডিতদের। তারা সুখ্যাতি করল, সংশোধন করল। লেবেডেফ এ দেশের লোক চরিত্র জানে। এরা তর্জা, খেউড়, ভাঁড়ামি পছন্দ করে। তাই

নাটকেও ছিল চোর ঘুনিয়া চৌকিদাবের ব্যবস্থা।

তার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস বলল, সাহেব, অভিনয় না করলে নাটকেব বস জমে না। নাটক ত হল, এখন অভিনয় কর।

লেবেডেফ বলছিল, কোথায থিয়েটার ? কোথায তোমার বাঙ্গালী অভিনেতা অভিনেত্রী ?

গোলোক দাস বলেছিল, তুমি থিয়েটারের ব্যবস্থা কব। আমি অভিনেতা অভিনেত্রী জোগাড করে দেব।

কথাটা মন্দ লাগল না লেবেডেফেব। বেঙ্গালী থিযেটার—লেবে-ডেফের বেঙ্গালী থিযেটার। বেশ একটা নতুন কিছু হবে।

বহুৎ আচ্ছা, বলল লেবেডেফ, তিন মাস, মাত্র তিন মাসেব মধ্যে আমি বেঙ্গালী থিয়েটাব খুলিব। তুমি বেঙ্গালী অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় কর।

কিন্তু দুজনেবই কাজ সহজ নয। তিন মাসেব মধ্যে থিয়েটাবেব ব্যবস্থা কবতে হবে। সে অনেক টাকাব খেলা। হোক অনেক টাকা লেবেডেফ ভাগ্যেব সঙ্গে জুযা খেলবে। রোজগাব কবে হোক, ধাব দেনা কবে হোক সে তিন মাসের মধ্যে এমন একটা থিযেটার গড়ে তুলবে যাব তুলনা শহর কলকাতাব দেশী বিদেশীবা কখনও পায় নি। থিয়েটারের জন্যে আবাব গভর্ণব জেনাবেলেব অনুমতি চাই। সাব জন শোব নিশ্চয খ্যাতনামা বাদ্যকরকে নিবাশ কববে না।

কিন্তু বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী। সে দায়িত্ব গোলোক দাসের। তাই গোলোক নটনটীব সন্ধান কবে চলেছিল। শহব কলকাতায় রামলীলা, কবিব লড়াই, কৃষ্ণ-যাত্রা লেগেই আছে। অভিনেতা জুটিযে নিল গোলোক দাস। হবসুন্দব, বিশ্বম্ভব, নীলাম্বব, আরও কতজন পরীক্ষা দিল লেবেডেফের সামনে। হবসুন্দর জাত-ব্যবসা তাঁত চালান ছেড়ে যাত্রাদলে নেমেছে। বিশ্বম্ভব ময়রার ছেলে নীলাম্বর ব্রাহ্মণ মুৎসুদ্দিব সন্তান। অবস্থা তাদের ভাল। কিন্তু নাটুকে দলে যোগ দেবাব লোভে সে বাপেব সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে

এসেছে। এদের সাহস আছে, আছে গলার জোর আর কিছুটা যাত্রা করার অভিজ্ঞতা। শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে এরা থিয়েটারের ঢংটা আয়ত্ত করে নিতে পারবে। মেয়ের পর মেয়ে দেখাল গোলোকনাথ—নর্তকী, গায়িকা, বারবনিতা। ছোট খাট নারীচরিত্রের জন্যে লেবেডেফ তাদের কয়েকজনকে পছন্দ করল। ছোট হীরামণি, আতর, সৌদামিনী প্রভৃতিকে থিয়েটারের কাজে বহাল করা হল। আতর নীচ জাতের মেয়ে বড়লোকের বাড়ী দাসী বৃত্তি করে। গলার জোর খুব। ঝগড়া করতে ওস্তাদ। আর ছোট হীরামণি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তার শ্রেষ্ঠ কুলীন—সেই কুলীন কন্যা। সে স্বামীর উনিশ সংখ্যক স্ত্রী। তার পরেও তার স্বামী বোধ হয় আরও ডুগণ্ডা বিয়ে করেছিল। বিয়ে দিতে হীরামণির বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হল, বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে স্বামী মাত্র একবার হীরামণির সঙ্গে বাস করতে এল, তাও আবার মোটা টাকা নিয়ে। দরিদ্র পিতা কন্যার সাধ মেটাতে বারবার টাকাই বা পায় কোথায়? হীরামণি তাই বেরিয়ে পড়ল যেখানে কুলের কদর নেই, আছে রূপযৌবনের। হীরামণির রূপ না থাক যৌবন ছিল। সে বেঁটে, মোটা, কিন্তু যুবতী। এরাই হল অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু ক্লারা অর্থাৎ সুখময়ের ভূমিকায় কে করে অভিনয়? লেবেডেফ চায় এমন বঙ্গ যুবতী যে হবে একটু পুরুষালি অথচ কমনীয়া, দীর্ঘাঙ্গিনী, জড়তাবিহীনা, আবার শুধু মাতৃভাষা নয়, ইংরেজী আর মুর ভাষায় পারদর্শিণী। এমন চৌকস বাঙ্গালী মেয়ে মেলে কোথায়?

লেবেডেফ বলল, বাবু, তিন মাসের মধ্যে নাটক আমাকে নামাতে হইবে। ক্লারা অর্থাৎ সুখময়ের ভূমিকায় অভিনেত্রী না জোগাড় করিলে থিয়েটার ত বন্ধ হয়্যে যাবে।

গোলোক দাস জানে বাঙালী অভিনেত্রী জোগাড় করা সহজ নয়।

এদেশী মেয়েরা নাচগানে পারদর্শিনী। কিন্তু অভিনয়কলা এদের অজ্ঞাত। বাংলাদেশের যাত্রায় পুরুষেরাই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে, রাধা, বৃন্দা, মালিনীমাসী বা সখী সাজে। বিলাতী কেতায় স্টেজের

উপর থিয়েটার করা শহর কলকাতায় সাহেবেরাই আমদানি করেছিল। দেশি সমাজে তা তখনও প্রচলিত হয় নি। সেই সাহেবি থিয়েটারেও কিছুকাল আগে পর্যন্ত সাহেবেরাই মেয়ের পার্ট নিত। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে গাউন পরে মেম সেজে হাসি মসকরা ছলা কলা দেখাত। কিন্তু ধনকুবের বিস্ট্রো সাহেবের মেম প্রথম পথ দেখালেন সখের অভিনয় করে। মেম নিজে অভিনয় করে মাত করে দিতেন, এমন কি পুরুষ সেজেও নেমে পড়তেন স্টেজের উপর। এর দেখা দেখি ক্যালকাটা থিয়েটারের জন্যে বাণ্ডেল সাহেব কয়েকজন অভিনেত্রী নিয়ে আসেন ইংলণ্ড থেকে। কলকাতার সাহেবীমহল আসল মেয়ের অভিনয় দেখতে পেশাদারী মঞ্চে ভিড় জমাল।

সার উইলিয়াম জোনস্ কালিদাসের শকুন্তলা অনুবাদ করলেন ইংরেজিতে। সেই নাটকও অভিনীত হল সাহেবদের ক্যালকাটা থিয়েটারে খুব সাফল্যের সঙ্গে। আর চেষ্টা করলে একটা ইংরেজি নাটক বাংলা করে অভিনয় করা যায় না? নিশ্চয় যায়। কিন্তু বিপদ হল বাঙালী অভিনেত্রী নিয়ে। লেবেডেফ পাণ্ডুলিপি নিয়ে যে নায়িকার ফরমাস দিল, তাকে খুঁজে বের করাই দায়!

খানিকক্ষণ চিন্তা করে গোলোক দাস বলল, একটি মেয়ের কথা মনে হচ্ছে। তার চেহারা অনেকটা তোমার বর্ণনার মত। সে বাংলা লিখতে পড়তে পারে। চলনসই যব-জবান বলতে পারে। সাহেবের বাড়ীতে কাজ করে ইংরেজিটাও মোটামুটি রপ্ত করেছে। ভারী বুদ্ধিমতী, ভারী ভাল মেয়ে, কিন্তু তার গায়ের রং তত ফর্সা নয়।

গায়ের রংএ কি আসিয়া যায়? বলল লেবেডেফ, সে যদি মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারে ত আমি তাহাকে তালিম দিয়ে নিব। কি নাম তার?

চম্পা, চম্পাবতী।

ভারি কাজের নাম কোথায় থাকে?

মলঙ্গায়।

আজই তাকে আনাব ব্যবস্থা কর তাব চেহারা দেখি, কথা-বার্তা শুনি, চলন বলন যাচাই করি।

আজ ত তাকে পাওযা যাবে না।

কেন?

একটু ইতস্তত করে গোলোক দাস বলল। সে এখন লাল-বাজাবেব জেলে।

জেলে? কেন, কেন?

চুবিব দাযে। বলল গোলোক দাস, আমি জানি সম্পূর্ণ মিথ্যা দায। সে কোনও অপবাধ কবেনি, সে সবৈব নির্দোষ।

তবু তাব জেল হইল?

ইংবেজদের বিচাবে কখনও কখনও মিথ্যাদাযে ফাঁসি পর্যন্ত হয়। শোননি অতবড শ্রদ্ধাভাজন মহাবাজা নন্দকুমাবকে জাল করাব মিথ্যা অপবাধে ফাঁসিকাঠে ঝুলিযে দিলে। বলব কাকে? ন্যায়ালয়ে অন্যাযেব বাসা! আমবা সেদিন ঘৃণায শহব কলকাতা ছেড়ে চলে গিযেছিলুম ভোর বেলায উঠে। গঙ্গাজলে ডুব দিযে শুদ্ধ হযেছিলুম। চম্পাবতীর শুধু জেল নয, আবও কি যে শাস্তি আছে কে জানে?

তাকে খালাস কবা যায কি কবিয়া?

তোমাব সঙ্গে ত জজ-ব্যাবিস্টাব-এটর্নীব জানাশোনা আছে সাহেব, দেখ না চেষ্টা ক[illegible]

নিশ্চয চেষ্টা কবিব, কিন্তু ঠাকরুনেব কি কবে দেখা পাওযা যায়?

তুমি চেষ্টা কবলে লালবা[illegible]বে নিশ্চয দেখা কবতে দেবে।

ভাল বলেছ তাই চল এই বেলা চেষ্টা করি।

লেবেডেফের বগিগাডী থেমে গেল। ঘোডা আর অগ্রসব হতে পাবল না। সামনে জনাবণ্য। [illegible]গুলি কালো মাথা, সাদা টুপি, হলদে পাগডি আব বাদামি শামলা দেখে ঘোডা থমকে দাঁডাল, বেশ একটু ছটফট করে পিছু হটতে চাইল, লাগাম টেনে চাবুক মেরে তাকে বাগে

আনা শুরু হল। নানান জাতের স্ত্রী পুরুষ হিন্দু মুর, ইংরেজ, পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গী, মগ, আরমানি আর চীনা বৌবাজারের কাঁচা রাস্তাটা ভরিয়ে ফেলেছিল।

ধূলো আর ধূলো নাকে মুখে চোখে ঢুকে যাচ্ছিল। পথে বারান্দায় ছাদে জানালায় লোক আর লোক। সকলেব চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

বগিগাড়ী পিছিয়ে নেবাবও উপায় ছিল না। এতক্ষণে ফিটন, চেরিয়াট, পালকি পিছনে এসে পথ আটকে দিল।

লেবেডেফ পাশের দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করল, মহাশএরা, আজি এস্থানে ঈদৃশ জন-সমাগম কেন?

জান না, আজকে খাঁচা রথ বের হবে? অনেক দিন বের হয়নি। কিছু আগে লালবাজাব থেকে পুলিসেব লোক ঢ্যাট্‌রা পিটিয়ে গেল। এই বলে লোকটি লালবাজার-অভিমুখী পথের দিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল।

উহা কিদৃশ রথ? আমি কভু ঈদৃশ রথ দেখি নাই। লেবেডেফ কৌতূহলী হয়ে বলল।

সঙ্গী গোলোক দাস জানাল, ও একটি কয়েদী গাড়ী। জগন্নাথের রথের চাকার মত দোতলা সমান উঁচু চাকা। মাঝের কাঠ থেকে ঝোলে একটি খাঁচা। সেই খাঁচায় থাকে কয়েদী।

একজন তারিফ করে বলল, আজকে শুধু কয়েদী নয়, মেয়ে কয়েদী! কোতোয়ালীর লোক ঢাক পিটিয়ে গেল। মেয়ে কয়েদী কিনা, তাই এত ভিড়!

আর একজন টিপ্পনী কাটল। ভিড় হবে না কেন? মেয়েটার বয়স কাঁচা কিন্তু শয়তানী বুদ্ধিতে পাকা! কি সাহস? মেমের গলার সোনার তুলসীদানা চুরি করল! ধরা পড়ে অনুতাপ নেই!

সাহেবেরা দেবে হাত দুটো কেটে। প্রথম জন বলল, ওদের শাস্তি ভীষণ কড়া।

লঘু পাপে গুরুদণ্ড! মালাজপা বন্ধ রেখে বলল এক বৃদ্ধ। কেউ

কখনও শুনেছে, জাল করার অজুহাতে ফাঁসি হয়! ওরা মহারাজ নন্দকুমারকে ঝুলিয়ে দিলে আলিপুরের মাঠে। মিথ্যে অভিযোগ! এর নাম বিচের! জানি নে, মেয়েটার অদৃষ্টে কি আছে!

দাদু, সাহেবদের নিন্দে কর না। সাবধান করল একজন তরুণ, তারপর লেবেডেফের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, দেখছ না, এখানেও লালমুখো।

কথাটা লেবেডেফের কানে গেল। সে রাগ করল না। ঈষৎ হেসে সে বলল, মহাশএরা আমি সে লালমুখ না আছি। আমি ইংলিশ-ম্যান নহি, আমি রুশ, রাশ্যায় আমার মুলুক।

সে আবার কোন দেশ? প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

একজন বলল, রাখ দাদা, আর দেশের খবর জাতের খবর নিও না। কত দেশের লোক যে এই শহর কলকাতায় জুটেছে মা কালীই জানে!

জনৈক হিন্দুস্তানী রসিকতা করল ছড়া কেটে, গাড়ী ঘোড়া লোনা পানি আউর বণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়, এস্ মে যো বঁচে মোসাফির মৌজ করে কলকাত্তা হ্যায়।

লেবেডেফ ছড়া শুনে উল্লসিত হয়ে গোলোককে জিজ্ঞাসা করল। গুরু মহাশএ, এই নতুন উপাদায় কাব্যের অর্থ কি?

গোলোক মুচকি হেসে বলল, সাহেব, এর অর্থ তোমার না জানাই বিধেয়।

ভাদ্র মাসের বিকাল। বর্ষা গুমোট। আকাশে শরতের মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। পথে লোকে গলদঘর্ম। তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল আজকের অসাধারণ তামাসা দেখার জন্য। ইংরেজ আমলে কয়েদীদের শুধু শাসন করা হয় না, লোক দেখিয়ে শাসন করা হয়। খড়মপেটা, তুড়ুংঠোকা, ফাঁসী দেওয়া সবই প্রকাশ্যে জনসমক্ষে নিষ্পন্ন হয়। লোকেরা ভিড় করে দেখতে আসে। অপরাধী শাস্তি পায়। তবু অপরাধ দূর হয় না। আজ অনেক দিন পরে আবার খাঁচা রথ

বার হবার কথা। তার উপরে তরুণী কয়েদী। পথে ঘাটে বাড়ীর ছাদে বারান্দায় তাই লোকের ভিড়। আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কে জানে।

একটু পরেই জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল। দূর থেকে ঢাক-ঢোল-সানাইএর ধ্বনি কানে এল। আওয়াজ ক্রমশঃ কাছে আসছিল। লোকের মাথার উপর দিয়ে চলমান লাল নিশান দুচারটি চোখে পড়ল।

জন দশেক সিপাহী লাঠি হাতে তাড়া করে পথের জনতাকে সরাবার চেষ্টা করছিল। হট যাও, এই উল্লু, হট যাও, তাদের চিৎকার কানে আসছিল। রাস্তা ছোড় দো। লোকেরা একটু পিছু হাঁটল। আবার এগিয়ে গেল। দুচার জন লাঠির ঘা খেল। ঢাকী-ঢুলি সানাইওয়াল নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছিল। কয়েদীকে নিয়ে যেন মহোৎসব পিছনে লাল-নিশানধারা লালকোর্তা ঘোড সওয়ারের দল। তেজী আরবী ঘোড়াগুলি ছটফট করছিল। এইবার লোকেরা ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। রাস্তা করে দিল।

ঐ খাঁচা রথ, ঐ খাঁচা রথ, উৎসুক জনতার মধ্যে কল গুঞ্জন।

গোলোক দাসের বর্ণনা ঠিক। প্রায় চৌদ্দ ফুট উঁচু বড ব. কাঠের চাকাগুলি লোকের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, মাঝে কাঠ থেকে ঝুলছিল পালকির মত একটি খাঁচা। জন দুয়েক কয়েদী সেখানে কোনক্রমে বসতে পারে। খাঁচার গায়ে অনেকগুলি ফোকর, হাওয়াও যায় আবার কয়েদীদের চোখে পড়ে। গাড়ীটাকে ঘিরে আছে একদল সিপাহী, হাতে হাতিয়ার, কয়েকটি সরকারি পিয়ন খাঁচারথটা মোটা কাছি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

ঢাক-ঢোলের বাদ্যে কান ঝালাফালা। নিশানধারী ঘোড়সওয়ারেরা গুরু গম্ভীর। সিপাহীদের চলনে শৃঙ্খলা। এদিকে কারুর তেমন দৃষ্টি নেই। সকলে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল খাঁচার ফোকরের মধ্যে। কেমন সেই মেয়ে কয়েদী যার শাস্তির জন্যে এত আড়ম্বর।

ঐ ত দেখা যায় ফোকরের মধ্য দিয়ে, বলল এক দর্শক।

আরেক জন বলল, আহা কাঁচা বয়েস। দেখেছিস কেমন চাঁদ-পানা মুখ!

এমন মেয়ে চুরি করতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। বলল জনৈক পথচারী।

আমারও বিশ্বাস হয় না, বলল লেবেডেফ।

খাঁচার মধ্যে পশুর মত যে তরুণীকে আটকে রাখা হয়েছিল তার দীর্ঘ সুঠাম দেহ। গায়ের রং ঘসা তামার মত কিন্তু অযত্নে কিঞ্চিৎ লিন। সৌম্য কমনীয় মুখলালিমা। রুক্ষ-কেশ তৈলাভাবে রুক্ষ, পরণে ছিন্ন গোলাপী শাড়ী কোনও ক্রমে শালীনতা বজায় রেখেছিল। তার উজ্জ্বল চোখে কোমল দৃষ্টি, তাতে ছিল নিরুদ্ধ অভিমান। তার যৌবনের স্নিগ্ধ সুষমা মনের উপর ছাপ রাখে।

গোলোকদাস মাথা নত করে বলল, সাহেব, ঐ চম্পা—চম্পাবতী।

লেবেডেফ বলল, সত্য। আমি ঐরূপ একটি ঠাকুরানীকে ক্লারা অর্থাৎ সুখময়ের ভূমিকায় দেখিতে চাহি। উহাকে অচিরে মুক্ত করিতে হইবে।

সত্যি, চুরি করতে পারে না, গোলোক বলল, তুমি যেমন করে পার ওকে খালাস করাও।

তুমি চিন্তা না করে গৃহে গমন কর। লেবেডেফ আশ্বাস দিয়ে দিয়ে বলল, আমি এর্টনী ডন্ ম্যাকনারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিছ। সে এ বিষয়ে সম্ভব ব্যবস্থা করিবে।

লেবেডেফ ডন ম্যাকনারের খোঁজে হারমোনিক ট্যাভার্ণে এসে হাজির হল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। শহর কলকাতার সেরা সরাইখানা। এখানে সাহেব-সুবোদের নাচ গান খানাপিনা হয়। লালবাজারে একটা সুদৃশ্য অট্টালিকায় এই ট্যাভার্ণ। এখানকার উদ্বৃত্ত বা উচ্ছিষ্ট খাদ্য রাস্তাপারের জেলখানায় চলে যায় গরীব কয়েদীদের ভোজনের জন্যে।

এর মধ্যেই হারমোনিক ট্যাভার্ন জমে উঠেছিল। দরজার কাছে বগি, ফিটন, চ্যারিয়ট দাঁড়িয়েছিল, দুচারখানি মূল্যবান পালকিও। ভৃত্যের দল আশে পাশে মজলিস জমিয়েছিল, গাঁজা চরসের গন্ধ নাকে আসছিল তাদের কলকে থেকে। পালকি বেহারাগুলি গুলতানি করছিল। বাইরে ঈষৎ অন্ধকার। কিন্তু ট্যাভার্নের ভিতর ঝাড় লণ্ঠনের সমারোহ। মশালচী দৌড় ঝাঁপ করছিল, পাংখাপুলার পাংখার দড়ি টানতে টানতে ঝিমচ্ছিল। ভিতর থেকে মাতালের চিৎকার, বিলাতী বাদ্যের ঝংকার মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

লেবেডেফকে ট্যাভার্নের খিদমদগারেরা চেনে। একটি খিদমদগারের কাছে বগি গাড়ী জিম্মা দিয়ে সে ট্যাভার্নে প্রবেশ করল। এক ভোজপুরী দরওয়ান তাকে সেলাম ঠুকল।

ট্যাভার্নে একদিকে তাসখেলার অনেকগুলি টেবল। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় শহর কলকাতার শ্বেতবাসিন্দারা জুয়া খেলছিল, হুইস্ট, পাঁচ তাসের লু অনেক টাকার লেনদেন হয়। কোম্পানীর অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও জুয়া খেলে থাকে। মেমেরাও বাদ যায় না। আর একটি ঘরে খানা শুরু হয়েছিল। সান্ধ্য পার্টি-সাপার। পাঁঠার রোস্ট, ঠাণ্ডা মাছের ডিস, চেরি ব্র্যাণ্ডি, লাল শরাব আরও কত কি! বাবুর্চিরা দৌড়ঝাঁপ করছিল।

ডন ম্যাকনার তাসের আড্ডায় নেই, ভোজন গৃহেও নয়। বিলিয়ার্ড-রুমে ঢুকল লেবেডেফ। সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভরপুর। অনেকে বিলিয়ার্ড খেলছিল, মাঝে মাঝে হুঁকাবরদারের হাতে ধরা হুঁকা থেকে নল লাগিয়ে তামাকে টান দিচ্ছিল। সেখানে ম্যাকনারকে পাওয়া গেল। গোলগাল মুখ, বর্তুল চেহারা, পোষাক টা মেদের চাপে যেন ফেটে পড়বে যে কোনও মুহূর্তে। হাতে বিলিয়ার্ডের কিউটা নিয়ে ম্যাকনার জিজ্ঞাসা করল, হালো গেরাসিম, হাউ গোস্ ইওর ব্লাডি বেঙ্গলী থিয়েটার?

লেবেডেফ মনে মনে চটে উঠল। বলল, ব্লাডি কোনটি, বেঙ্গালি,

না থিয়েটার ?

ম্যাকনাব বলল, বাই জোভ্, ছুটোই। চন্দ্রালোকের পিছনে দৌড ঝাঁপ কর না। ডাইনে বাঁয়ে ধার করছ শুনলুম। শেষে বিপদে পড়বে।

বিপদে পড়লে তুমি বাঁচাবে, মিস্টার ম্যাকনাব, বলল লেবেডেফ। আমি তখন তোমার মক্কেল হয়ে আসব।

আমরা হলাম ভাড়াটে গুণ্ডা, ম্যাকনাব বলল, যে আগে ফি দেবে, তার হয়ে আমরা লড়ব।

লেবেডেফ বলল, খৃষ্ট বলেন কেউ যদি নালিশ করে তোমার কোটের জন্য, তাকে ক্লোকটাও দিয়ে দিও, নইলে আইনজীবী এসে তোমায় উলঙ্গ করে দেবে গায়ের শার্টটিও কেড়ে নিয়ে।

ম্যাকনাব চটে উঠল, বলল, তুমি না ক্রীশ্চান ? ডোণ্ট্ ব্ল্যাসফেম্।

লেবেডেফ চটপট জবাব দিল, আমি আগে মানুষ, তারপর ক্রীশ্চান।

এর মধ্যে কাছে হাজির হল টমাস বোওয়ার্থ। সে একজন নিলামদার। ক্যালকাটা থিয়েটার একটু কমজোর হয়ে পড়ায় বোওয়ার্থ সেটা নতুন ভাবে চালু করার মতলব করেছিল। লেবেডেফকে সে একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী বলে মনে করত। বোওয়ার্থ ব্যঙ্গ করে বলল, কি মিস্টার লেবেডেফ, এখনও তোমার মাথায় বেঙ্গালী থিয়েটারের পোকা ঘুরছে ? পোকায় মাথা কুরে খাবে, তবু বেঙ্গালী থিয়েটার হবে না।

কেন ?

আমাদের ক্যালকাটা থিযেটার তোমায় কিছুতেই ভাড়া দেব না। জান আমি এখন সেই থিযেটারের পরিচালক ?

আমি মোটা টাকা দিব।

সে টাকায় আমরা লাথি মারব।

আমি নতুন থিয়েটার বসাব।

হিজ এক্সেলেন্সি গভর্ণর জেনারেল কিছুতেই তোমায় অনুমতি

দেবেন না নতুন থিয়েটার বসাবার।

আমি তাঁর কাছে দরখাস্ত করেছি, অনুমতি পাবই পাব।

আমরা বাধা দেব। তুমি একজন বাজিয়ে, বাজনা নিয়েই থাক। বাজে কাজে মাথা গলিও না। তুমি থিয়েটারের কি বোঝ?

ডন ম্যাকনাব টিপ্পনী কাটল, তার উপরে ব্লাডি বেঙ্গলী থিয়েটার!

আমার পরামর্শ শোন, মিষ্টার লেবেডেফ, বলল রোওয়ার্থ, ও সব থিয়েটার বসাবার কুমতলব ছেড়ে দাও। তুমি রাশিয়া থেকে এসেছ, আমরা—ইংরেজরা তোমায় দয়া করে বাজনা বাজিয়ে রোজগার করতে দিয়েছি, এই যথেষ্ট!

ম্যাকনাব বলল, ইংলিশ হলেও বা কথা ছিল। নিজে রুশ আবার বসাতে চায় ব্লাডি বেঙ্গলী থিয়েটার!

ম্যাকনাব ও রোওয়ার্থ বিলিয়ার্ড খেলায় মন দিল!

লেবেডেফ দ্বিমুখী আক্রমণে একটু যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সে চিন্তা করতে লাগল ক্লারেটের পাত্র হাতে নিয়ে, মধ্যে মধ্যে লাল শরাব পান করতে করতে।

গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ। জন্ম তার রাশিয়ার ইউক্রাইন। তাতে হয়েছে কি? এই শহর কলকাতায় কত জাতের, কত দেশের, কত ধর্মের লোক আছে। কাজ কারবার করে খাচ্ছে, ভাগ্য ফিরিয়ে নিচ্ছে কিম্বা ভাগ্য-বিড়ম্বিত হচ্ছে। লেবেডেফ যদি একটা থিয়েটার বসায়, তাতে ইংরেজ থিয়েটার-ওয়ালারা এত ভীত কেন?

ভয় পাবারই কথা। মনে মনে আত্মপ্রসাদ বোধ করল লেবেডেফ। ভয় পাবারই কথা, কেন না একজন নামকরা বাদক গেরাসিম লেবেডেফ। যাজকের বংশে তার জন্ম, কিন্তু বৃত্তি তার বাদকের। পিতার অত্যাচারে সে দেশ ছেড়ে পালাল। লেখাপড়া বেশিদূর হয়নি কিন্তু সুদূর-প্রসারী তার জ্ঞানস্পৃহা। নতুনকে জানবার, নতুন কিছু করবার তার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। পিছনে নেই প্রভাব-সম্পন্ন

বংশের সুপারিশ, নেই স্বদেশের স্বজাতির পৃষ্ঠপোষকতা। তবু গেরাসিম লেবেডেফ শহর কলকাতায় সুপরিচিত ব্যক্তি। দিনের পর দিন সংবাদপত্রে তার প্রশংসা বের হয়। শুধু শহর কলকাতায় কেন, মাদ্রাজেও তার প্রসিদ্ধি। ১৫ই আগষ্ট ১৭৮৫। রোদিনা জাহাজ মাদ্রাজের দরিয়ায় নোঙর ফেলতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে লেবেডেফের গীতখ্যাতি পৌঁছে গেল মাদ্রাজে। নোঙর ফেলার আগেই শহরের টাউন-মেজর নৌকা পাঠিয়ে দিল তাকে শহরে অভ্যর্থনা করে আনতে। দুবছর সে রইল মাদ্রাজে, দেশবিদেশের গান বাজনা শোনাল, ভায়োলিন-চেলো বাজাল। অর্কেস্ট্রা পার্টি তৈরী করল। মাতিয়ে দিল মাদ্রাজের ইংরেজ মহলকে। খাওয়া পরার কোনও অভাব ছিল না সেখানে, অভাব ছিল নতুনত্বের। নতুনের পিয়াসী গেরাসিম লেবেডেফ মাদ্রাজের ছোট্ট সাহেবী সমাজে বাঁধা পড়ে থাকতে চাইল না। সে শুধু গান বাজনা শোনাল না, শিখল মালাবারী ভাষা। শিখতে চেয়েছিল দেবভাষা সংস্কৃত, যাতে লেখা আছে ব্রাহ্মণদের ধর্মদর্শনের বিষয়। দক্ষিণী পণ্ডিতেরা জানে না রুশ ভাষা, ইংরেজীতে নেই তাদের দখল। তাই মাদ্রাজ ছেড়ে সে চলে এল কলকাতায় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে।

শহর কলকাতা ভারি অদ্ভুত! নোংরা, অস্বাস্থ্যকর। নালা নর্দমায় আবর্জনা। পাণ্ডুজ্বর আর অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব। চুরি ডাকাতি রাহাজানি প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। পথে ঘাটে মৃতদেহ পচে গলে ফুলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তবু সে শহরের আছে প্রাণ, আছে নতুনের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জজ উইলিয়াম জোনস প্রতিষ্ঠিত করেন এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্যপাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়ের জন্যে। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রে হ্যালহেড সাহেব মুদ্রিত করান বাংলা ব্যাকরণ। সে শহরে সাহেবেরা শেখে সংস্কৃত বাংলা ফার্সি আর পণ্ডিতেরা শেখে ইংরেজী। তাই লেবেডেফ এল শহর কলকাতায় নতুন কিছু জানবার, নতুন কিছু শিখবার, নতুন কিছু করবার উদগ্র বাসনায়। আবও অর্থ হয়ত সে এখানে উপার্জন করতে পারবে, এই ইচ্ছাও ছিল তার।

চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ লাগল। জাহাজটির নাম স্নো। পনের দিন লাগল মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় পৌছতে। ছোট বড় মাঝারি নৌকা ঘিরে ধরল মাদ্রাজের জাহাজ। হুগলী নদীর উপর পানসি পিনেস বজরার ভিড। তিন থাক উঁচু পাল তুলে নৌকা মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিল। পড়ন্ত রোদে ফোর্টের বাড়ীগুলি নদীতীরে ঝক ঝক করছিল। গঙ্গার বুক থেকে উঠে গিয়েছিল কেল্লার লাল পাথরের প্রাকার। নতুন শহর, অজানা দেশ, অচেনা আগন্তুক, শুধু সম্বল তার সঙ্গীতের দক্ষতা।

একটা নৌকার উপর বাক্স পেঁটরা তোলা হল। বাদ্যযন্ত্রগুলি সামলান শক্ত, বিশেষ করে ভায়োলিন-চেলোর বিরাট বাক্সটি। সব সামলে নিয়ে ঘাটে নামল লেবেডেফ। তাকে ঘিরে ধরল বাসা বাড়ীর দালাল আর ট্যাভার্নের লোকেরা। ভিড করল পালকি বেহারা আর ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানেরা। আরও কারা কারা এসেছিল, খালিগায়ে কৃষ্ণকায় বঙ্গবাসী, ওদের কথা বোঝা গেল না। হঠাৎ কোথা থেকে গোরা সান্ত্রী এসে হাজির, সে বেছে বেছে বেত মারতে লাগল স্বল্পবেশ জনতাকে, লাগাল বুটের প্রচণ্ড ঠোক্কর। কারণটা বুঝল না লেবেডেফ, সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটি গাড়োয়ান অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাক্স পেটরা ফিটনে তুলে ফেলল। এমন সময় সাদা ধুতি ফিতে-বাঁধা জামা পরণে আর প্যান-কেকের মত চাকা শামলা টুপি মাথায়, পাকানো চাদর বুকে বেঁধে একটি প্রৌঢ় দেশীয় ভদ্রলোক চলনসই ইংরেজিতে প্রশ্ন করল। ডু ইউ ওয়াণ্ট দোভাষ, স্যার? আই স্পিক্ ইংলিশ, বেঙ্গালী, মুর—

তার ঈষৎ ভারিক্কি চেহারা, রং ময়লা, চোখের বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। সে ইংরেজিতে আবৃত্তি করল।

উচ্চারণ তার শুদ্ধ নয়, তবু তার কথা থেকে বুঝে নেওয়া যায় সে শেক্স্‌পীয়রের পংক্তি আউড়ে গেল। লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল, ডু ইউ স্পিক রাশিয়ান?
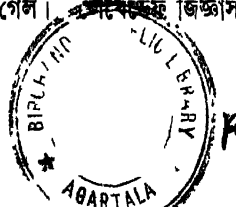
রাশিয়ান ! লোকটি থতমত খেয়ে বলল, সে আবার কোন্ ভাষা ? কত ভাষাই না আছে জগতে ! তারপর ভরসা করে সে বলল, নো সার, আই স্পীক সানস্কৃট, লিটিল, লিটিল, থোড়া থোড়া।

সানস্ক্রিত্ ? লেবেডেফ উল্লাসে বলল, ইউ স্পীক্ সানস্ক্রিত্, স্পিক ইংলিশ ? ইউ উইল বি মাই লিংগুইস্ট্। হোয়াত্স্ ইওর নেম ?

শ্রীযুত বাবু গোলোকনাথ দাস, টিচার এণ্ড লিংগুইস্ট্।

সেই প্রথম গোলোক দাসের সঙ্গে লেবেডেফের পরিচয়। আর সেই পরিচয় অল্প দিনেই পাকা হয়ে গেল, কেন না গোলোক দাসও নতুনের পূজারী।

একটি ছোট পাঠশালা আছে গোলোকের। সেখানে সে ছেলেদের লেখা পড়া শেখায়। তাতে তার মন ভরে না। অবসর সময়ে সে সাহেবসুবোর ভাষাশিক্ষকের কাজ করে। এতে রোজগার আছে, আবার নতুনের আস্বাদ আছে। তবু গোলোক হিন্দুধর্মনিষ্ঠ। ফিরিঙ্গীদের সংস্পর্শে যে পাপ দেয় প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নানে সেটার খণ্ডন হয়। সঙ্গীতের প্রতি গোলোকের বরাবরের ঝোঁক। ধ্রুপদ, খেয়াল, তরজা ও হাফ আখড়াই তার অল্প বিস্তর আসে। ভাল ব্যবস্থা হল, লেবেডেফ গোলোকের কাছে দেশি ভাষা শিখবে আর গোলোক শিখবে বিলাতি গান বাজনা।

লেবেডেফ গোলোককে ফিটনে তুলে নিল, ৪৭ নম্বর টিরেটি বাজারে এসে উঠল। এক ফরাসি না ভিনিসীয়, মিস্টার টিরেটি লালবাজারের কাছে বিরাট বাজার বসিয়েছিল, চাল ডাল তরিতরকারির আড়ত। শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। লেবেডেফের বাসাবাড়ী গোলোক দাসই পছন্দ করে দিল।

সে গোলোকের কাছে জানতে চাইল, আচ্ছা, বাবু, মেট্রি র, তোমাদের দেশের লোকদের হঠাৎ মারল কেন ?

গোলোক বলল, চাঁদপাল ঘাটে লাট সাহেব হাওয়া খেতে আসে।

এখানে কোনও কালা আদমির খালি গায়ে, খালি পায়ে আসা নিষেধ, সান্ত্রীরা পাহারায় বহাল থাকে আর ওদের দেখলেই মারধর করে তাড়িয়ে দেয়।

লেবেডেফ একটু লজ্জিত হয়ে বলল, আমি ইংলিশ নই, রুশ দেশের অধিবাসী।

গোলোক বলল, আমি পর্তুগীজ ডাচ্ দিনেমার দেখেছি। ফরাসী ইটালিয়ান দেখেছি কিন্তু শহরে রুশদেশবাসী দেখিনি।

এই রুশ, শুধু আসা নয়, অল্পদিনের মধ্যে শহর কলকাতা জয় করে নিল। বন্দুক কামানের জোরে নয়, সঙ্গীতের রসমাধুর্যে! হরেক রকম গান বাজনা জানে সে। তার নিজের গলাটিও মধুর। সে ভাল বাজায় ভায়োলিন-চেলো, একটি অর্কেস্ট্রার দল করেছে সে। নিজে তার দলপতি। তার দলে আছে ইংরেজ, আর্মানী, ইস্ট্-ইণ্ডিয়ান, কাফ্রি বাদ্যকরেরা। লেবেডেফ নানান জাতের লোকদের তালিম দিয়ে এই অর্কেস্ট্রা দলটি গড়ে তুলেছে। ওল্ড কোর্ট হাউস আর নানান জায়গায় লেবেডেফের সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। দলে দলে লোক তার বাজনা শুনতে যেত, ক্যালকাটা গেজেট তার গান বাজনার সুখ্যাতি ছাপার অক্ষরে বার করতে লাগল। পূর্ব সুনাম অনেক গুণ বেড়ে গেল। টিকিটের দাম বারো টাকা, তাতেও লোকে পিছপাও নয়। সাহেবসুবো অকৃপণ হস্তে তার পৃষ্ঠপোষকতা করল। এ হেন সঙ্গীতশিল্পী যদি নিজেই থিয়েটার খোলে তাতে রোওয়ার্থের মত ইংরেজ থিয়েটারওয়ালারা হিংসা করবেই।

জাহান্নমে যাক ক্যালকাটা থিয়েটার! আপন মনে বলে উঠল লেবেডেফ। অন্যমনস্ক ভাবে সে বোধ হয় একটু জোরেই বলেছিল কথাটা।

কথাটা রোওয়ার্থের কানে যেতেই সে বিলিয়ার্ড খেলা বন্ধ রেখে এসে দাঁড়াল লেবেডেফের সামনে, একেবারে মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা

করল, কি বললে ?

লেবেডেফ অপ্রস্তুত হল না, সে এবার স্বেচ্ছায় বলল, জাহান্নমে যাক ক্যালকাটা থিয়েটার। সেটার ত লালবাতি জ্বালবার অবস্থা ! এইবার নিলামে বিক্রী করে দাও। আমি সেটা কিনে নেব।

কৎসিৎ গালাগালি দিয়ে রোওয়ার্থ গর্জে উঠল, তুই একটা বিদেশী, তোর সাহস ত কম নয় ?

তুমি কি এদেশী ? প্রশ্ন করল লেবেডেফ।

শাট আপ কুত্তার বাচ্ছা, ভুলে যাস না আমরা শহর কলকাতা গড়েছি, আমরা সেটেলমেণ্টের প্রভু। আমরা যা খুসি তাই বলতে পারি। জজ, ব্যারিস্টার, এটর্নী, পুলিশ সব আমাদের। তুই একটা ঘৃণ্য পোকা।

তুমি দেখছি গলাফলো মোরগের মত আরশোলা গিলে গৌরব পেতে চাও।

আবার কথার উপর কথা ! রোওয়ার্থ বিলিয়ার্ডের কিউটা দিয়ে লেবেডেফকে মেরেই বসত যদি না ডন ম্যাকনাব ঠিক সময়ে বাধা দিত।

ম্যাকনাব বলল, গেরাসিম, ভদ্র ব্যবহার করতে শেখ। হতে পার তুমি ভাল বাদ্যকর, হতে পার তুমি শ্বেতকায়, তবু ভুলে যেও না তুমি রুশ।

রোওয়ার্থ গর্জাতে লাগল, ডন, আমি আজই চেষ্টা করব যাতে আগামী ইউরোপ জাহাজে ঐ শ্বেত ভালুকটাকে বরফের দেশে পাচার করা হয়।

সে রাগে গট মট করে বেরিয়ে গেল।

ম্যাকনাব বলল, গেরাসিম, তুমি অযথা নিজের বিপদ ডেকে আনছ। রোওয়ার্থ তোখড় লোক। ওর মুরুব্বির জোর আছে। নিলামের ভাল ভাল মাল জজ সাহেবদের বিবিরা ওর কাছে থেকে সস্তা দামে পায়। ওকে চটিয়ে ভাল করলে না।

আমার কি দোষ ? বলল লেবেডেফ। আমি ত ঝগড়া করতে

চাহি নি। ওই ত গায়ে পড়ে মাবতে এল।

যাক গে বাজে কথা, ম্যাকনাব বলল। থিয়েটার ত তুমি খুলতে যাচ্ছ, বেঙ্গালী থিয়েটাব! অভিনয়ের জন্যে সুন্দবী মিষ্টি বেঙ্গলী ছুঁড়ি জুটিয়েছ না কি? ভাল মাল হলে আমায় পাঠিয়ে দাও না। একবাব বজবজেব বাগানবাড়ীতে গিয়ে দুচার দিন ফুর্তি করে আসা যাক

তোমার আর ছুঁড়িব অভাব কি? বলল লেবেডেফ। শুনি ত হরেক রকম মেযে নিয়ে তুমি ঘর কর।

দুচার দিন বাদে সবাই যেন কেমন বাসি হয়ে যায়, বলল ম্যাকনাব। আমি এমন জিনিষ চাই যা আস্বাদ করলে সারা শরীরে শিহরণ জাগে।

অর্থাৎ জলেব মত দেখতে কিন্তু ভড্‌কার মত জোবাল।

ঠিক বলেছ, বলল ম্যাকনাব কৌতূহলেব সঙ্গে, পেযেছ না কি এমন মাল?

লেবেডেফ বলল, মিস্টার ম্যাকনাব, আমি একজন শিল্পী আমি মেয়েছেলের দালাল নই। তোমার বেনিয়ানকে খবব দিলে সে অনেক মেয়ে জোগাড় করে দিবে। কিন্তু আপাতত একটি মেয়েকে পাবার জন্যে আমি তোমার সাহায্য চাই।

বল কি? ম্যাকনাব বলল উৎসাহ ভরে। কে সেই ভাগ্যবতী? কত বয়েস? কেমন দেখতে? কি জাত?

অত খবরে দরকার কি? বলল লেবেডেফ, আমি তোমায দালাল হিসাবে লাগাতে চাহি না। এটর্নী হিসাবে চাহি।

কারুর বৌকে ঘবের বার করে আনতে হবে? বলল ম্যাকনাব, যেমন কবেছিল হেস্টিংস মিসেস ইমহোফকে?

আমার অতদূব সাহস নাই, লেবেডেফ বলল, একটি মেয়েকে জেলের বার কবে আনবার জন্যে তোমায় নিযুক্ত করছি।

এটা বড জটিল বিষয়। বলল ম্যাকনাব, ঘরের বৌকে বার করা সহজ কিন্তু জেলের কয়েদীকে মোটেই নয়। চেষ্টা করতে পারি যদি

মোটা ফি দাও।

কত ফি ?

বিশ মোহর। অর্ধেক আগাম। বলল ম্যাকনাব।

লেবেডেফ পকেট থেকে দশ মোহর বার করে দিল। ম্যাকনাব গুণে পকেটে পুরে বলল, কে সেই আসামী যার জন্যে এক কথায় এতগুলি সোনার মোহর ঝনাৎ করে ফেলে দিলে ?

সে আমার বেঙ্গালী থিয়েটারের নায়িকা।

একটা মেয়ে কয়েদী! সমালোচনা করে ম্যাকনাব বলল, এত নীচে গেছ তোমার পছন্দ ?

তার চেহারাটা আমার ক্লারা অর্থাৎ সুখময় চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী। লেবেডেফ বলল, মেয়েটিকে আমার চাই।

কিন্তু কয়েদী মেয়ের কথা শুনলে লোকে তোমার থিয়েটারে বেড়াল ডাক ডাকবে।

জানবে কেন কয়েদী বলে, লেবেডেফ বলল, অবশ্য তুমি যদি গোপন কথা ফাঁস করে না দাও। আমি ওর নাম বদলে দিব। চম্পা হবে গোলাপ। গোলাপের মত ওর শিল্পী-জীবন ফুটে উঠবে। দেখ তুমি যেন ফাঁস করে দিও না।

মক্কেলের গোপন কথা চেপে রাখাই আমাদের শিক্ষা। চল যাই জেল-খানায়। আগে খবরটা নিয়ে আসি কি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে, কি শাস্তি। লালবাজারের জেল রাস্তার ওপারে। এখনি পৌঁছে তোমার বিরহ যন্ত্রণা লাঘব করবার চেষ্টা করি।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। জেলখানার কাছেই পাপের আড্ডা। লালবাজারের আশপাশে ছড়ানো সস্তা হোটেল, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজেরা তাদের মালিক। অনতিদূরে বারাঙ্গনা পল্লী। যত রাজ্যের গোরা নাবিক সস্তা আরক মদ খেয়ে সেখানে যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করতে যায়। পথে জলকাদা, নালা গর্ত বাঁচিয়ে অন্ধকার রাতে রাস্তা

পার হওয়াই দুষ্কর। তবু লেবেডেফের আগ্রহ কোনও বাধা মানতে চাইল না।

জেলে খবর নিয়ে চম্পার সন্ধান করা শক্ত হল না। আজই সে খাঁচারথে শহর ঘুরে এসেছে, তার খবর পাওয়া গেল সহজেই। কিন্তু অসম্ভব হল তার মুক্তি।

মেয়েটি মিস্টার রবার্ট মরিসনের বাড়ীতে দাইয়ের কাজ করত। মরিসন চাঁদনীর কাছে একটা ছোট মদের দোকান চালায়। দোকানের মালিকানাস্বত্ব তার মেমের। মেমের গলার তুলসীদানা চুরির দায়। চম্পা অপরাধ অস্বীকার করেছিল।

পুলিস জানতে চাইল, কিন্তু তুলসীদানা কোথা থেকে তোমার ছেলের গলায় এল?

বলেছিল আসামী, তুলসীদানা আমার, আমায় দিয়েছে

কে দিয়েছে?

আসামী নিরুত্তর।

কে দিয়েছে, শীঘ্র বল।

আসামী শুধু বলেছিল, তুলসীদানা আমার, আমার, আমার।

বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হল, হবারই কথা। হোপলেস কেস। শাস্তি খাঁচারথ আর দশ ঘা বেত।

ম্যাকনার মন্তব্য করল, নেহাৎ সুন্দরী তরুণী, তাই বিচারক গলে গিয়ে নরম শাস্তি দিয়েছিলেন। ঐ অপরাধ কোন পুরুষ করলে নিশ্চয় তার হাত কেটে ফেলার হুকুম হত।

প্রথম শাস্তিটা ভোগ হয়েছে। দ্বিতীয়টা বাকি। খোঁজ নিয়ে ম্যাকনার জানল আগামী কাল সকালে লালবাজারের চৌমাথায় মেয়েটিকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হবে।

আপীল চলে না? লেবেডেফ জানতে চাইল।

সময় পেরিয়ে গেছে।

জাস্টিস হাইডকে ধরব? লেবেডেফ বলল, জজ সাহেবের তরুণী

স্ত্রী খুব গানবাজনার ভক্ত। আমার বাজনা তাঁর ভারি পছন্দ। বিবিকে ধরলে জজ সাহেব নিশ্চয় একটা সুব্যবস্থা করে দেবে।

কি করবেন তিনি? ম্যাকনাব বলল, তাঁর হুকুম আসতে আসতে কাল সকালেই বেত মারা হয়ে যাবে। চৌমাথার উপর হাজার লোকের চোখের সামনে তোমার প্রেয়সীকে বেত মারা হবে। দুঃখ কর না, ওর উচিত শিক্ষা হবে, পিঠের চামড়াটা শক্ত হবে। যাতে পরের দফায় বেতগুলি সহজে সইতে পারে। আমার বাকি ফি?

তুমি একটা আস্ত জানোয়ার, বলল লেবেডেফ। তবু তোমার ফি টা কাল পাঠিয়ে দিব। আজ অত টাকা সঙ্গে নাই।

ফি পেলে তোমার অহেতুক গালাগাল হজম করব, বলল ম্যাকনাব। নইলে আদালতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

সকাল থেকে লালবাজারের পথের ধারে যেন মেলা বসে গিয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে অপরাধীদের শাস্তি শুরু হয়ে গেল। প্রকাশ্য শাস্তি। তাই দেখার জন্যে দলে দলে নানান জাতের স্ত্রী পুরুষ এসেছিল। কয়েকজন অপরাধী পিলো রে আটকে ছিল। ডুডুং ঠোকা, হাঁড়ি কাঠে যেমন পাঁঠার গলা আটকে রাখে সেই রকম করে অপরাধীর গলা আর দুটো হাত আটকে রাখা হয়েছিল। সারাদিন ভর রোদ্দুরে ঐ রকম আটকে থাকতে হবে। দূর থেকে একদল দুষ্টু ছেলে পাঁক আর কাদার তাল ছুঁড়ে মারছিল কয়েদীদের মুখে গায়ে। কেউ বাধা দেবার নেই, দুএকজন কয়েদী বিরক্ত হয়ে অকথ্য গালাগাল দিয়ে গায়ের জ্বালা মিটাতে চাচ্ছে। পরক্ষণেই আসছিল প্রহরীর রুলের গুঁতো। চোখ মুখ বুজিয়ে অপমান সয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

লেবেডেফ এসেছিল ভোর হতে না হতে। সারারাত তার ভাল করে ঘুম হয়নি। মেয়ে কয়েদী চম্পার কথা তার বার বার মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল চম্পা যদি স্টেজের উপর সেজে গুজে

দাঁড়ায় কেমন সুন্দর মানাবে তাকে, সামনে তেলের আলোয় তার দীর্ঘ সুঠাম দেহ, ঢলঢলে মুখে নিশ্চয় দর্শকের চিত্ত জয় করবে' লেবেডেফ সকালেই লালবাজারের চৌমাথায় এসে হাজির হয়েছিল।

আর হাজির হয়েছিল গোলোকনাথ দাস। তার মুখে আজ হাসি নেই। কেমন যেন মন মরা ভাব। সে শুনেছিল চম্পাকে মুক্ত কর সম্ভব হয়নি।

লেবেডেফ চেয়েছিল ডন ম্যাকনাবকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। সে সিধে বলে দিয়েছে একশ মোহর দিলেও সে বেলা আটটার আগে বিছানা ছাড়বে না।

উঁচু পাটাতনের উপর অপরাধীদের আনা হচ্ছিল একের পর এক প্রহরী চীৎকার করে বলছিল অপরাধীর নাম আর অপরাধ। তারপর শাস্তি। কারুর পাঁচ ঘা, কারুর দশ ঘা, কারুর পনের ঘা বেত বেতের ঘায়ে অপরাধীরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠছিল, দর্শকদের অনেকে উল্লাসে হাততালি দিচ্ছিল, চিৎকার করছিল।

এইবার প্রহরী চিৎকার করল, চম্পাবতী, মিস্টার রবার্ট মরিসনের দাই, মিসেস মরিসনের গলার তুলসাদানা চুরির দায়। খাঁচারথ আর দশ ঘা বেত।

সান্ত্রীরা পাটাতনের উপর তুলল চম্পাকে। তার চোখে বিদ্রোহিনীর দীপ্তি। কোনও ভয় নেই যেন। ছিন্ন গোলাপী বস্ত্র তার তাম্র কান্তিকে উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে ক্ষণিক স্তব্ধতা।

চম্পার হাত পিছনে বাঁধা। দীর্ঘ সুঠাম দেহ আর উন্নত বক্ষ নীলাকাশের পট-ভূমিকায় অতি স্পষ্ট। তার পায়ে বেড়ি। পালাবার উপায় নেই।

সান্ত্রীরা কঠিন হস্তে পাটাতনের উপর চম্পাকে বসিয়ে দিল হাঁটু গেড়ে। পিছনে যমদূতের মত একটা লোক বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রস্তুত। লোকটা চম্পার পিঠে কাপড় টেনে নামিয়ে দিল তার

উর্ধবাস খসে পড়ল। দর্শকদের মধ্যে চাপা চাঞ্চল্য। কে একজন শিস দিয়ে উঠল।

যমদূতের মত লোকটা শপাং করে বেত মারল চম্পার পিঠে। তার দেহটা একটু নড়ে উঠল কিন্তু মুখে সেই কাঠিন্য। কোনও চিৎকার করল না সে!

আবার—আবার—আবার—

কে এক মেম-সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করল, আউর জোরসে, আউর জোরসে।

লেবেডেফ চীৎকার করল, থাম, থাম।

দর্শকের অনেকেই তখন চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল, কেউ উল্লাসে, কেউ ক্ষোভে। তাদের সমবেত চিৎকারে লেবেডেফের একক চিৎকার ডুবে গেল। শুধু গোলোক দাসের চোখ বেয়ে ঝরছিল অবিরাম অশ্রু। আট ঘা বেত্রাঘাতের পর লুটিয়ে পড়ল চম্পাবতীর দেহ। সান্ত্রীরা পায়ে করে নেড়ে দেখল সেই দেহ। তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছিল মেয়েটা। মেয়েদের ছলের অন্ত নেই, হুকুম নড়বে না। লাগাও বেত। দশ ঘা পুরো চাই।

পুরো শাস্তির পর চম্পার বেহুঁস দেহটাকে সান্ত্রীরা হেলায় টেনে নিয়ে গেল পতাতনের পাশে, সেখানে থেকে গড়িয়ে ফেলে দিল পাশের ধূলোমাটির উপর। হাতের বাঁধন আর পায়ের বেড়ি ওরা খুলে নিয়েছিল।

ভিড় ঠেলে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলল গোলোক দাস যেখানে পড়ে আছে চম্পার জ্ঞানহীন দেহ। লেবেডেফও তার পিছু নিল। গোলোক দাস ছুটে গিয়ে নিজের কোলে তুলে নিল চম্পার মাথা। তার চোখের জলে ভেসে গেল তার মুখ।

গোলোক লেবেডেফকে বলল, সাহেব, তুমি একে বাঁচাও, একে বাঁচাও। এ আমার নাতনি। আমার নাতনি।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল গোলোক দাস জ্ঞানহীনার বুকের উপর।

॥ দুই ॥

লেবেডেফের গৃহে চম্পা আশ্রয় পেল তখনকার মত।

ডাক্তার এসেছিল। সাহেব ডাক্তার। লেবেডেফ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার জ্যাকসনকে আনা হল। কিন্তু সে যা নিদান দিল, যে কোন হকিমবদ্যি তা পারে। মেয়েটির পিঠে বেতের আঘাতে কালশিরে পড়ে গেছে। কয়েক জায়গায় ক্ষত চিহ্ন। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। ডাক্তার এসে রক্তমোক্ষণ করাল, শরীরে বল আনবার জন্যে লাল শরাব পান করার নির্দেশ দিল। চম্পা শরাব পান করল না। সে অনেকটা সুস্থ হল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের বাসায় যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু লেবেডেফ তখন তাকে যেতে দিল না।

পাশের ঘরে লেবেডেফ গোলোক দাসের সঙ্গে আলাপ সুরু করল চম্পাকে নিয়ে।

বাবু, তোমার যে নাতনি আছে, একথা আগে শুনি নাই। তার উপরে এমন সুন্দরী নাতনি !

গোলোক বলল, সাহেব, ও নিজের নাতনী নয়। আমার পালিত নাতনি। সে যেন এক গল্পকথা।

গোলোক পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করল।

মাঘের ভোর। চিৎপুরের ঘাটে গোলোক দাস নিয়মিত গঙ্গাস্নানে নেমেছিল। শীতের কনকনে ঠাণ্ডাজল। বেশি লোকের ভিড় নেই। ভোরের কুয়াসায় খানিক দূরের বেশি দৃষ্টি যায় না। একটু পরেই একটি বিরাট নৌকা ভেসে গেল। এ নৌকা গোলোক দাস চেনে। এর নাম 'ভরা। এটি দাস-ব্যবসায়ীদের নৌকা ছোটছোট-ছেলেমেয়ে-ঠাসা। দুতিনটি বিশালকায় কাফ্রি নৌকাটা পাহারা দিচ্ছিল।

কুয়াসার মধ্যেও তাদের কষ্টিপাথরের মত দেহ স্পষ্ট চোখে প[illegible]। দাসব্যবসায়ীরা ছেলেমেয়ে ধরে আনে। আকাল পড়লে [illegible] বাপমা ছেলেমেয়েদের বেচে দেয়। দাসব্যবসায়ীদের আড়কাঠি ওদের কিনে নেয়, নৌকা বোঝাই করে কলকাতায় আনে। গঙ্গার ঘাটে ওদের বিক্রী করা হয় গরু ভেড়া ছাগলের মত। দামেও সস্তা।

নৌকাটি কুয়াসার মধ্যে মিলিয়ে যেতে না যেতেই হঠাৎ ঝপাং করে হালকা একটা শব্দ হল। কি যেন জলে পড়ে গেল। তারপর কর্কশকণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল। পাকড়ো, পাকড়ো, পালায় পালায়। লেড়কি ভাগ্ গয়া। সঙ্গে সঙ্গে ভারি ভারি লোক জলে লাফিয়ে পড়ার শব্দ কানে গেল। কাঁহা গয়া রে? সাঁতারের আওয়াজ। কারা যেন সমস্ত গঙ্গা তোলপাড় করে খুঁজছিল। একজন গঙ্গাবক্ষ থেকে চিৎকার করল, রাম রাম, এক শালা মূদা! আরে ছোঃ। গঙ্গায় শবদেহ ভেসে যায়। পলাতকা মনে করে বোধহয় একটি গলিত শবকে আলিঙ্গন করেছিল অনুসন্ধানকারী।

মুহূর্তের মধ্যে গোলোকের সামনে ভেসে উঠল একটি ফুটফুটে সুন্দর মুখ, আট ন বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে, ঢলঢলে রূপ, ঘসা তামার মত রং, মাথার কালো চুল জলে ভিজে মুখে লেপটে আছে। চোখে আতংক। মেয়েটি নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁক পাঁক করে আবার জলে তলিয়ে যেতে গেল, কিন্তু পারল না। গোলোক দাস তার আগেই তাকে ধরে ফেলেছিল।

হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়েটি অস্ফুট কণ্ঠে বলল। মরতে দাও। আমায় ডুবে মরতে দাও। ঐ দাকাতগুলোর হাত থেকে আমায় বাঁচতে দাও।

গোলোক দাস তাকে বাঁচাল

ভিজে কাপড়ের আচল ঢাকা দিয়ে তাকে নিয়ে কুয়াসার মধ্যে সোজা গলিপথে বাড়ী চলে এল।

সেই মেয়েটিই চম্পা। আট ন বছরের সেই রোগা মেয়েটি এখন

সুঠাম সুন্দরী তরুণী।

গোলোক দাস তাকে পরমাত্মীয়ের মত পালন করল, লেখাপড়া শেখাল। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ত সে মেয়েদের লেখাপড়া চালু নয়। গোলোক তাকে গান শেখাল।

তার মিষ্টি গলায় ভজন খুব ভালই আসত। বেড়ে উঠেছিল মেয়েটি চন্দ্রকলার মত

কিন্তু গোলোক তাকে রাখতে পারল না। গোলোক দুএক বছর তাকে সাবধানে রেখেছিল, পথে ঘাটে সহজে বের হতে দিত না। দাসব্যবসায়ীরা ভারি হিংস্র তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে তার দিগ্বিদিক হারিয়ে ফেলে। তাদের চর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। তার উপর শহর কলকাতায় বিলাতি আইন তাদের সহায়।

চম্পার দক্ষিণ ভ্রূর পাশের তিলটি তাকে ধরিয়ে দিল এক বৈষ্ণবীর কাছে যে ছিল ঐ দাসব্যবসায়ীদের চর। থানা থেকে সিপাহী এসে সমস্ত পাড়ার লোকের সামনে ধরে নিয়ে গেল চম্পাকে। গোলোক রাজশক্তির সঙ্গে কি লড়াই করবে? দুএকজন পরিচিত সাহেব-ছাত্রকে সে সুপারিশ ধরল চম্পার মুক্তির জন্যে তারা বলল, বাবু, আমরা আইনের দাস। পয়সা থাকে কিনে নাও।

কোথায় গোলোকের পয়সা! সামান্য শিক্ষকতা করে কি আর এমন আয় হয় যে শহর কলকাতায় সুন্দরী ষোড়শী ক্রীতদাসী ক্রয় করে? তাকে কিনল খোজা ওফিয়ান, টিরেটি বাজারের এক নামকরা ব্যবসায়ী। সে সব চেয়ে চড়া দাম দিল। লোকটার বয়স হয়েছিল। আর পাঁচজন মনিবের মত নয়। আদরযত্ন করত চম্পাকে। চম্পাও তাকে বাপের মত মানত, সেবা করত, গান শোনাত। হঠাৎ লোকটা মারা গেল কলকাতার পাকা জ্বরে। একটা উইল করে গিয়েছিল। উইলে কিছু টাকা দিয়েছিল চম্পাকে, আর দিয়েছিল দাসত্ব থেকে মুক্তি।

লেবেডেফ জানতে চাইল তবে কেন মেয়েটিকে ঘরে ফিরিয়ে নিল না

গোলোক দাস।

সমাজ। কড়া সমাজব্যবস্থা। দাসব্যবসায়ীরা যাকে ধরে নিয়ে গেছে, আর্মানী ফিরিঙ্গীর ঘরে যে রাত্রিবাস করেছে, নিজের নাতনি হলেও গোলোক দাস তাকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারত না। কোন হিন্দুর ঘরে ওর ঠাঁই হবে না। তাই চম্পা ফিরিঙ্গীর ঘরে দাসী-বৃত্তি শুরু করল।

কোন ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বিয়ে দিলে না কেন? জিজ্ঞাসা করল লেবেডেফ।

চেয়েছিলুম, বলল গোলোক দাস, ও বড় জেদী মেয়ে, সাহেব। ও বললে আমি জীবনে বিয়ে সাদি করব না।

বল কি! প্রশ্ন করল লেবেডেফ, এত ডাগর হইযাছে এখনও কুমারী? তবে যে লালবাজারে শুনলাম উহার ছেলে আছে।

সাহেব, রুদ্ধকণ্ঠে গোলোক বলল, সে দুঃখের কথা তোমার না শোনাই ভাল।

বাবু তুমি কষ্ট পাও ত বলিও না, লেবেডেফ সহানুভূতির সঙ্গে বলল।

সাহেব, তুমি ওকে তোমার থিযেটারে কাজ দেবে। ওর স্বভাব-চরিত্র তোমার জানাই ভাল।

পরবর্তী কাহিনী গোলোক দাস শুনিয়ে গেল।

মলঙ্গা এলেকার পাঁচ মিশেলি অঞ্চলে একটা বাসা ভাড়া করে রইল চম্পা। উঠতি বয়েস, সুন্দরী যুবতী। পাড়ার ছেলেদের নজর থেকে তাকে সামলে রাখাই দায়। তবু সময় পেলেই গোলোক দাস ওকে পাহারা দিয়ে আসত। একটি পরিচিতা বৃদ্ধা ওর সঙ্গে রাত্রিবাস করত। দাসীবৃত্তিতেও বিপদ। মনিবদের লোভ। একটার পর একটা চাকরি ছেড়ে দিল চম্পা, শেষে বেছে বেছে রবার্ট মরিসন সাহেবের বাড়ী চাকরি নিল। বৈঠকখানায় সাহেবের বাংলো। বাড়ীতে লোক কম, সাহেব আর মেম, মেম রুগ্ন কিন্তু

ভারি কড়া মেজাজের। সাহেবের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। মেমের সেবার জন্যে চম্পা দাইএর কাজ পেল। কড়া মেম, সাহেবের হাত থেকে চম্পা নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু তা হল না।

সেই পুরাতন গল্প, বলল লেবেডেফ।

গল্পটা পুরানো কিন্তু ঘটনায় কিছু নতুনত্ব আছে, বলল গোলোক দাস। মরিসন মদের ব্যবসা করে। ব্যবসা বড় নয়, চৌরঙ্গীর কাছে দোকান। বয়স পঁয়ত্রিশ হবে, ওর মেম কিন্তু ওর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। মদের দোকানটা মেম সাহেবের প্রথম পক্ষের স্বামীর ছিল। সেই স্বামী মারা যেতে মেম মালিক। মরিসন ঐ দোকানে কাজ করত, চাকরিটা পাকা করার জন্য মালিকানীকে বিয়ে করে বসল। নইলে কে সেই রুগ্না খিটখিটে ফ্যাকাসে বিগতযৌবনাকে বিয়ে করে? বারাঙ্গনা-পল্লাতে মরিসনের গতিবিধি। নতুন দাই চম্পার উপর তার নজর পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু চম্পা নিজেকে সামলে নিয়ে চলত, যতটা সম্ভব সে সাহেবের সংস্পর্শ এড়িয়ে মেমেব কাছাকাছি থাকত। সাহেবের প্রলোভন ভাতি কিছুতেই চম্পা বিচলিত হয়নি। চম্পা ঠিকাদাসীর কাজ করত, সাহেবের বাড়ীতে সে রাত্রি বাস করতে চায় নি। ওই বৈঠকখানা অঞ্চলে ডাকাতের ভারি উপদ্রব। পাড়ার সাহেবসুবো ডাকাতদের ভয় ধরাবার জন্যে সন্ধ্যে থেকে সারারাত্রি ধরে পালাক্রমে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। তাই চম্পা রোজ অন্ধকার হবার আগেই মলঙ্গার বাসায় ফিরে আসত। যে দিন মেম সাহেবের শরীর বিশেষ খারাপ হত, মালিকানী জোর করে চম্পাকে আটকে রাখত নিজের ঘরে।

একদিন সাহেবদের নাচগানের মজলিস ছিল কোন বন্ধুবাড়ীতে সন্ধ্যায়। সাধারণত মেম এসব মজলিসে যায় না। কিন্তু সেদিন শরীর ভাল থাকায় সে স্ফূর্তি করতে রাজি হল। সেখানে মুখোস পরে নাচ হবে। যে যার নিজের পছন্দ মত পোষাক পরবে। চিনতে পারলে মজা মাটি। সাহেবী দোকানে পোষাক ভাড়া পাওয়া যায়

নাচের জন্যে ছদ্মবেশ ধরবার। মেম চম্পাকে বলল, আমাদের ফিরতে রাত হবে। আজ রাতটা তুমি থেকে যাও। সেই থাকাই হল তার কাল।

সন্ধ্যের একটু পরেই মেম একা ফিরল। সাহেব আসেনি, মেম সোজা শোবার ঘরে চলে গেল যেখানে চম্পা ঘরের কাজ করছিল, ঘরে আলোর জোর বেশি ছিল না। কোনও কথা না বলে মেম ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল পোষাক ছাড়বে বলে, চম্পা এগিয়ে এল মেমের পোষাক ছাড়াবার জন্যে। সেই পোষাক থেকে বের হল মেম নয় মরিসন সাহেব স্বয়ং। মেমের ছদ্মবেশে সে নাচে যোগ দিয়েছিল, নাচ শেষ হবার আগেই স্ত্রীকে ফেলে রেখে ছদ্মবেশ ধরে বাড়ী ফিরে এল কুমতলব নিয়ে।

সেই আসন্ন রাত্রিই হল চম্পার কুমারী জীবনের কালরাত্রি।

ঐ নরপশুটার বিরুদ্ধে নালিশ হইল না? জিজ্ঞাসা করল লেবেডেফ।

দাসীর উপর বল-প্রয়োগ। এতে হামেশাই হয়। কে নালিশ নেয়? নিলে কি হত জানি না। কিন্তু মেয়েদের মন। বোঝা ভার। চম্পা নালিশ ত করলই না বরং এরপর থেকে সে মনিবকে প্রশ্রয় দিল। মলঙ্গার বাসায় মরিসন সাহেব ঘন ঘন আসাযাওয়া শুরু করে দিল।

ঠাকরুন নিশ্চয় মিস্টার মরিসনকে ভালবাসে, বলল লেবেডেফ।

জানি না, বলল গোলোক, ওর বয়সটাও কাঁচা। মরিসনও দর্শন-ধারী, সে ওর জীবনে প্রথম পুরুষ।

কাহিনী আর শোনা গেল না।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল চম্পা। গোলোক দাসের শাদা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে সে লজ্জা নিবারণ করছিল। শুভ্র নিরাভরণ সাজে তার নিজস্ব সুষমার গভীরতা যেন ফুটে উঠেছিল।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলল, দাদু, বাড়ী যাব। তুমি একটা পালকি ডাক।

গোলোক সস্নেহে বলল, সে কি নাতনি এখনও তোর শরীর কাঁপছে। এর মধ্যে বাড়ী যাবি? মিস্টার লেবেডেফ তোকে আশ্রয় দিয়েছেন।

মিস্টার লেবেডেফকে ধন্যবাদ। চম্পা আত্মমর্যাদার সঙ্গে বলল, তিনি আজ আমার অনেক উপকার করেছেন। কিন্তু আমাকে বাড়ী যেতেই হবে।

ঠাকরুন, লেবেডেফ আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ হন অনায়াসে এখানে থাকিতে পারেন।

তা হয় না, সাহেব, অনুনয় করল চম্পা। আমাকে এখনি যেতে হবে। জানি না এ কদিনে আমার বাছার কি হল!

নাতনি তার বাছার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। গোলোক বলল, আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি বুড়িদিদি তার যত্ন করছে। খোকা ভালই আছে।

তাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। চম্পা বলল, তুমি এখনি একটা পালকি ডাক দাদু।

কেন ঠাকরুন, লেবেডেফ বলল। আমি বগি গাড়ী করে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। মলঙ্গা এলাকা বেশি দূর নয়।

না সাহেব, বলল চম্পা, একে চোর মেয়েছেলে নিয়ে বাড়ীতে তুলেছেন। তাকে নিয়ে আবার গাড়ী করে ঘুরলে শহর কলকাতায় আপনার নিন্দার অবধি থাকবে না। আমি এখন সুস্থ হয়েছি। পালকি করে নিজেই যেতে পারব। যাও দাদু, পালকি ডাক।

গোলোক পালকি ডাকতে গেল।

কিন্তু ঠাকরুন তুমি ত চোর নহ, বলল লেবেডেফ।

আপনি কি করে জানলেন?

এমন যাহার কথা, সে কেমন করে চোর হইতে পারে?

মেম বলল, সাক্ষী বলল, সেপাই বলল, ম্যাজিস্ট্রেট বলল, তুমি চোর, তুমি চোর। শহর কলকাতা জানল আমি চোর। তবু আপনি বলবেন আমি চোর হতে পারি না?

ঠাকরুন, তুমি ত বলনি তুলসীদানা কে তোমারে দিয়েছিল।

আপনি কি করে জানলেন সে কথা? আপনি কি বিচারের সময় হাজির ছিলেন?

সে কথা পরে। এখন বল কে সেই তুলসীদানা তোমারে দিয়েছিল? কেন তুমি তার নাম বলিলে না?

চম্পা ক্ষণিকের জন্য চুপ করে রইল। তারপর মাথা নিচু করে নিরুদ্ধ ক্ষোভের সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, সেই আমার বড় লজ্জা! কেন তার কাছে নিলুম ঐ হার? কেন তাকে দিলুম আমার সর্বস্ব?

এ যেন চম্পার স্বগত অনুশোচনা!

বুঝেছি সে কে? মিস্টার রবার্ট মরিসন। বলল লেবেডেফ।

ক্ষোভ ফেটে পড়ল ক্রোধে। চম্পা কঠিন হয়ে বলল, সে মিথ্যুক, সে ঠক, সে জুয়াচোর। আমার গলায় সেই হার পরিয়ে দিল। বলল হিন্দুর বিয়ের মত তোমার গলায় এই হার পরিয়ে দিচ্ছি, সোনার হার, নিজের পয়সায় কেনা। পরে জানলুম সেই হার সে চুরি করে এনেছিল তার স্ত্রীর গহনার বাক্স থেকে। সে হার এক হিন্দু কারবারী তাদের বিয়ের সময় মেমকে উপহার দিয়েছিল।

ঠাকরুন, এ কথা আদালতে বলিলে না কেন? জিজ্ঞাসা করল লেবেডেফ।

চম্পা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, চোর অপবাদে সাহেব মান খোয়াবে এ আমি সইতে পারতুম না। কিন্তু আমার উচিত ছিল সব কথা জজের কাছে খুলে বলা। পারলুম না।

ঠাকরুন, তুমি তাহাকে ভালবাস?

জানি না। বলে চম্পা মাথা নিচু করে রাখল।

তুমি কি তার কাছে ফিরে যাবে?

দূর করে দেব তাকে, সে আমার বাড়ী ঢুকতে এলে। চম্পার এই কথাটা আন্তরিক কি না বুঝতে পারল না লেবেডেফ। সে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, যদি তুমি কিছু মনে না কর, তোমার

চলিবে কি করিয়া শুনি। খোরপোষের মামলা করিতে চাও ত সাহায্য করিতে পারি।

চম্পা ঘৃণামিশ্রিত অভিমানে বলল। না, না, ওসবের দরকার নেই। তার পয়সায় আমার শিশুসন্তানকে খাওয়াতে মন চায় না। আবাব একটা চাকরি করব। কিন্তু চোরকে কে দেবে চাকরি ?

আমি দিব। লেবেডেফ সঙ্গে সঙ্গে বলল।

সন্দিগ্ধ হল চম্পা। যেন পুরুষমানুষের উপর তার বিশ্বাস নেই। বলল, না না, আপনার কাছে নয়। আপনি আমাব দাদুর বন্ধু, ছাত্র।

লেবেডেফ বুঝল মেয়েটির ইঙ্গিত। সে আশ্বাস দিয়ে বলল, আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমায় সম্মানের কাজ দিতে চাহি। আমি একটা থিয়েটার খুলছি, বেঙ্গালী থিয়েটাব। তুমি হইবে আমাব থিয়েটারের অভিনেত্রী।

থিয়েটার। চম্পা অবাক হল। ও ত শুনেছি মেমসাহেবেরা করে। আমি কি পাবব ?

নিশ্চয় পারিবে, লেবেডেফ বলল, তুমি বাংলা জান, হিন্দি জান, এতদিন সাহেবেব ঘর করেছ, ইংবেজিও অল্প বিস্তর জান। শুনিলাম কিছু কিছু গাহিতেও পার। সবচেয়ে বড কথা, তোমার সাহস আছে। তুমিই হইবে আমাব বেঙ্গালী থিয়েটাবেব নায়িকা।

চম্পা তখনও যেন প্রস্তাবে বিশ্বাস করতে পারছিল না, সে বলল, আমায় শিখিযে পডিয়ে নেবেন ত ?

নিশ্চয় নিশ্চয়। আশ্বাস দিল লেবেডেফ।

চম্পাব চোখে যেন এক নতুন আলো ফুটে বের হল। কিন্তু একটু পরেই সেখানে সন্দেহের ছায়া নেমে এল। সে বলল, কিন্তু সাহেব, আমাব চোর বদনাম। লোকে আপনার থিয়েটারের দুর্ণাম রটাবে। আমায় মাপ কববেন। আমি আপনার থিয়েটারে যোগ দিতে পারব না।

সে বদনাম মিথ্যা, মিথ্যা। তবু লেবেডেফ একটু চিন্তিত হল, ম্যাকনাব কাল এই কথাই তুলেছিল, একটা চোর মেয়েছেলে হবে তোমার থিয়েটারের নায়িকা। তারপর সে নিজেকে সামলে নিল। বলল চিন্তা করনা ঠাককন, আমি তোমারে একেবারে নতুন রমণী করে্য দিব, কেউ তোমারে চিনিতে পারিবে না। তোমার পুরাতন মুছে যাবে। তুমি নতুন নামে, নতুন রূপে, নতুন সাজে থিয়েটারে অভিনয় করিবে।

॥ তিন ॥

গভর্ণর জেনারেল সার জন শোর [illegible] দিয়েছেন বেঙ্গল থিয়েটার খোলার। লেবেডেফ নিজের খরচে [illegible] গড়বে চারশো লোকের বসবার মত।

একটুও অবকাশ নেই লেবেডেফের। [illegible] সময় কম, শীতের মরশুমে থিয়েটার শুরু করতে হবে। এর মধ্যে বাড়ী তোলা, স্টেজ বাঁধা, সীন আঁকা, গান বাজনার ব্যবস্থা [illegible] মহলা দেওয়া—কত কাজ, কত কাজ।

টাউন মেজর আলেকজাণ্ডার বিড [illegible]। জগন্নাথ গাঙ্গুলি মুনাফার মওকা বুঝে ভার নিয়েছে থিয়েটারের বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে। নক্সাটার কত রদবদল হল। শেষ পর্যন্ত বাড়ীর কাজ শুরু করা গেল। টাকা চাই, টাকা। কিছু জমিয়েছিল লেবেডেফ, তার অনেকটা এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে। ধার করলে [illegible] বাজিয়ে হিসাবে নাম আছে তার, ধার সহজেই পাওয়া যায়। বেনিয়ানের সাহায্যে টাকার জন্যে বিশেষ আটকায় না। কিন্তু মুসকিল হল সীন আঁকানর ব্যাপারে। অভিজ্ঞ চিত্রকর পাওয়াই দায়। টমাস বোওয়ার্থের থিয়েটারে কাজ করে জোসেফ ব্যাট্‌ল্। লোকটার আঁকার হাত ভাল, কাঠ কাপড়ে রং তুলির খেলায় লোকটা এমন দৃশ্যপট ফুটিয়ে তোলে যার তুলনা

মেলে না। ব্যাট্‌লকে যদি ভাঙিয়ে আনা যেত, ভারি সুবিধা হত। কিন্তু রোওয়ার্থ মোটা মাহিনা দেয় তাকে। তাব সম্মানে ক্যালকাটা থিয়েটারে একটা বিশেষ অভিনয় রজনী হয়েছিল, তার লাভের টাকা ব্যাট্‌লই পায়। ব্যাট্‌ল্ লেবেডেফেব প্রস্তাবে আমলই দিল না। অগত্যা অপটু চিত্রশিল্পীদেব দিয়েই দৃশ্যপট আঁকাতে হল। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল লেবেডেফের।

গান বাজনার দিকটা বেশ জোরালো। গোলোক দাস উত্তম বাংলা গান জোগাড় কবে দিয়েছিল। সুরতানের ঠমক ছিল। গোলোক দাস নিজে ভায়োলিন বাজনা শিখেছিল। লেবেডেফের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পাবত। বাংলা গানেব সঙ্গে বিলাতি যন্ত্রেব সমন্বয় বেশ ভালই দাঁড়িয়েছিল। লেবেডেফ স্বয়ং সঙ্গীতের তত্ত্বাবধান করত।

কিন্তু বিপদ হল নাটকের ভাষা নিয়ে। সমস্ত নাটকটা বাংলায় রূপান্তরিত করেছিল লেবেডেফ। তবু শুধু বাংলাভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করতে সাহস হচ্ছিল না তাব। শহর কলকাতার দর্শক হল পাঁচ মিশেলি। ইংবেজ, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মুর—কত জাতের বাস এই কলকাতায়। শুধু বাংলা ভাষায় থিয়েটাব খুললে যদি দর্শক না জোটে ত সব টাকা বরবাদ! তাই নতুন এক ফন্দী এঁটেছিল লেবেডেফ। নাটকেব প্রথম ক্রিয়া পুরোপুরি বাংলা ভাষায়। দ্বিতীয় ক্রিয়ার তিনটি দৃশ্য—প্রথম দৃশ্যটি হবে মুরদের ভাষায, দ্বিতীয়টি বাংলায় আর তৃতীয়টি ইংরেজিতে। আবাব শেষ ক্রিয়াটি হবে পুরোপুরি বাংলায়

গোলোক দাস বলেছিল, এ ত খিচুড়ি!

লেবেডেফ জবাব দিল, খিচুড়ি তোমরা ভোজন কর না! তোমবা যাত্রা গান শোন বাংলায়, ইউরোপীয়েরা থিয়েটার দেখে ইংরেজীতে। কিন্তু আমাব খিচুড়ি এক নতুন উপাদায় কাব্য হাজির করিবে।

গোলোক বলল, কিন্তু এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ কি রসিক লোকে পছন্দ করবে?

এই ত আমার পরীক্ষা, বলল লেবেডেফ। এই বেঙ্গালী থিয়েটারটাই ত সংমিশ্রণ বাবু। তোমাদের যাত্রা গান উঠানে হয়, মঞ্চে নয়। তোমাদের যাত্রা গানে বিচিত্র পর্দা থাকে না। এসব বেলাতি জিনিষ আমি দেব বাঙ্গালী থিয়েটারে। উত্তম বাঙ্গালী গানের সঙ্গে বাজবে বেলাতি বাজনা। আর নাটকের জবানেতে যদি থাকে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী আর ইংলিশ—কত মজা হবে। লোকে হাসবে। কমেডি।

কিন্তু—, গোলোক দাস কি বলতে চায়।

কিন্তু নয় বাবু, গেরাসিম লেবেডেফ কিন্তু জানে না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল লেবেডেফ। ঐ যে তোমাদের মজার খিচুড়ি গান শোনা যায় "ও শ্যাম গোইং মথুরায় গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়। বলে ইওর অক্রুর আংকেল ইজ এ গ্রেট রাসকেল।" তোমাদের দেশের লোক চায় মজা, চায় আমোদ, গোপাল ভাঁড়, রামলীলার সং, কবির লড়াই, খেউড়, তরজা। আমিও এক নতুন ছাঁদায় কাব্য হাজির করিব।

ভাষার তর্ক যদিও বা মিটল, তবু বিশেষ মুসকিল হল চম্পাকে নিয়ে। এখন আর তার নাম চম্পা নেই। লেবেডেফ তার নাম দিয়েছে, গোলাপ। গোলাপের মত সুন্দরী। লেবেডেফ তাকে ক্লারার ভূমিকা দিয়েছে। প্রথম ক্রিয়াতে বাজনার পর ক্লারা আসবে ডন পেড্রোর ছদ্মবেশে। বাংলা নাটকে ক্লারার নাম হয়েছে সুখময়। অর্থাৎ চম্পা সুখময়ের ভূমিকায় শুরুতে হাজির হবে পুরুষের বেশে। সে বাজিয়েদের এসে বলবে, "মহাশয়েরা এই ভাল ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া। আর উনি বলেন আমারদিগকে যাইতে—শুভ হউক।"

চম্পা অভিনয়ের অংশ মুখস্থ করেছিল ভাল কিন্তু মহলার সময় ঠিক বলতে পারছিল না। যেন পাঠশালার পড়া দেওয়া হচ্ছিল।

লেবেডেফ স্বয়ং মহলা নিচ্ছিল আর প্রয়োজনমত নির্দেশ দিচ্ছিল।

আবার বল, ঠাকরুন, হুকুম করল লেবেডেফ।

চম্পা বলল, মহাশয়েরা, ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া—

হল না হল না। বাধা দিয়ে লেবেডেফ বলে উঠল, তোমার কথার মধ্যে তুষ্ট ভাবটা ফুটিল না। অত রুষ্ট কেন? বাজিয়েরা আবার বাজাও। গোলাপ আবার বলবে।

বাজিয়েব দল আবার বাজাল।

চম্পা পুনর্বাব দ্রুত বলল, মহাশযেরা ঠাকুবানি তুষ্ট হইযাছেন শুনিয়া আব উনি বলেন আমাদিগকে—

লাফিয়ে উঠল লেবেডেফ, যেন আববী ঘোডা চার পা তুলে ছুটে গেল। অত তাডাতাডি কিসেব! শুনিয়ার পর একটু থাম—পজ —এক দুই—আব উনি বলেন—। ফের বাজাও।

কিঞ্চিত বিবক্তিব সঙ্গে বাজিযেরা আবাব বাজনা শুরু কবল।

চম্পা আবাব বলল ধীবে ধীবে, মহাশযেরা, ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন—

চেয়ে দেখল সে লেবেডেফেব দিকে, তাব ভ্রূ কুঞ্চিত। চম্পা সভয়ে জিজ্ঞাসা কবল, এবাবেও হল না?

লেবেডেফ বলল, না, তুমি ক্লাবাব চরিত্র ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, ঠাকুরুণ। ক্লাবা পুরুষের বেশে হাজিব, সে উচ্ছল, প্রাণবন্ত, মনের আনন্দ তাব উপচে পডিছে—

আমি পারব না, আমি পারব না অভিনয় কবতে, চম্পা রোদন গোপন করবাব জন্যে পাশেব ঘবে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওঃ, এত ভাবপ্রবণ এই বাঙ্গালী ঠাকরুন। লেবেডেফ হতাশ হয়ে বলল।

গোলোক দাস এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল। চম্পার অসাফল্যে সেও হতাশ হল। একটু ত্রস্ত কণ্ঠে সে বলল, গোলাপ সুন্দরী যখন পার্ট বলতে পাবছে না, তবে অন্য কোন মেয়েকে দেখা যাক।

ছোট হীরামণি পানের ডিবে হাতে, গালে একমুঠো পান পুরে

এগিয়ে এসে বলল, ও মাগির ওপর সাহেবের যত নেকনজর। কেন আমি কি ও একটো করতে পারি না? মন্দ সেজে কত মিনসের সঙ্গে ঢং করেছি আর থিয়েটারে মন্দ সাজতে পারব না? সে পানের পিক ফেলল একটা পিকদানিতে।

কুসুম মুখ নাড়া দিয়ে বলল, আমিই বা কম কিসের হীরে? আমিই বা কেন ঐ বড় পার্ট পাব না। আমার এত রূপ তবু আমায় কি না শুধু গান গেয়েই চলে আসতে হবে?

না না, ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল লেবেডেফ। ও পারবে, ও পারবে ওর মধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। ওকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেবই. অন্য মহলা চলুক।

লেবেডেফ পাশের ঘরে গেল। চম্পা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, মুখ লুকিয়ে। জুতার শব্দ শুনেও সে মুখ তুলল না।

লেবেডেফ ডাকল. ঠাকুরানী।

চম্পা সাড়া দিল না।

লেবেডেফ আবার ডাকল, গোলাপ ঠাকুরানী।

চম্পা এবার রোদনসিক্ত মুখ তুলে চাইল।

লেবেডেফ একটু কারবারী কণ্ঠে বলল, গোলাপ ঠাকরুন। তোমায় কান্নার ভূমিকা দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে হাসির ভূমিকা। চোখ মোছ।

চম্পা আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

লেবেডেফ শিক্ষকের মত বলল, আমি আবার বলছি তুমি ক্লারার চরিত্র ঠিক বুঝে উঠতে পার নি। ক্লারা পুরুষের বেশে হাজির। সে উচ্ছল, সে প্রাণবন্ত, সে আনন্দে উপচে পড়িছে।

আমি পারব না সাহেব। হতাশ হয়ে চম্পা বলল। আমায় ছুটি দাও।

তুমি না পারিলে কে পারিবে, গোলাপ ঠাকুরানী? লেবেডেফ

বলল, তুমি বাংলা, হিন্দুস্থান ইংরাজী জবান জান। তোমার গলা বেশ চড়া অথচ মিষ্টি। আমার সময় অল্প, কে করে ক্লারার পার্ট? তোমাকে পারিতেই হবে। তুমি পারিবে, পারিবে, পারিবে।

চম্পা উঠে বসল। সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন করল, আমি কি পারব? সত্যি?

নিশ্চয় পারিবে, বলল লেবেডেফ, তোমার মধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।

চম্পা চিন্তিত হয়ে মাথা নিচু করল।

লেবেডেফ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার মরিসন তোমার বাসায় আসে?

চম্পা ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে বলল, দুতিন দিন এসেছিল। আমি দেখা করি নি।

ওটা একটা হারামজাদা! লেবেডেফ বলল, কিন্তু ওকে আসতে দিও, ওকে আসতে দিও।

মহলা শেষ হতে বেশ বেলা হয়ে গেল, শহর কলকাতায় সকাল আর বিকালে কাজ কর্ম্ম হয়। দুপুরটা বিশ্রাম। প্রচণ্ড ঘর্মসিক্ত গরমে দরজা জানালা বন্ধ করে পাংখার তলায় দিবানিদ্রা। কিন্তু লেবেডেফের বিশ্রাম নেই। যখন মধ্যাহ্নে সারা শহর ঝিমুতে থাকে, সে তখন তার ধর্মদর্শন ভাষাতত্ত্বের চর্চা নিয়ে বসে। প্রয়োজনমত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আসে। কিছু পারিশ্রমিকের বদলে প্রবাসী রুশের সঙ্গে ভারততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে। আট বছরে অনেক কিছু আয়ত্ত করেছে সে। সংস্কৃত ভাষা মোটামুটি শিখেছে, শিখেছে বাংলা ও ওড়িয়া। অদ্ভুত এক সাদৃশ্য পেয়েছে সে সংস্কৃত আর রুশ ভাষার মধ্যে। সারা দুপুর দুরূহ তত্ত্বের গবেষণা করে মনটা ভার হয়ে উঠল। লেবেডেফ বগি-গাড়ী হাঁকিয়ে হাওয়া খেতে বেরল। আজ আর ডোমতলায় থিয়েটার বাড়ী দেখতে যাবার ইচ্ছা নেই তার। জগন্নাথ

গাঙ্গুলি কঞ্জুস হলে কি হবে, হুঁশিয়ার। সে ও দিকটা নজর রেখেছে, আজকে ওদিকে আর মাথা না ঘামানই ভাল। গঙ্গার ধারে কোর্সে যাবার ইচ্ছা করল না। সেখানে এখন ইউরোপীয়ানদের ভিড়, সাহেব মেমের দল গাড়ী হাঁকিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। অনেক চেনা পরিচয় বেরিয়ে পড়বে। ভদ্রতা করতে গিয়ে নাকাল হতে হবে। তা ছাড়া সেখানে হাওয়া খাওয়া নয় ত ধুলো গেলা।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদনীচক পরিক্রমা সেরে সে মলঙ্গা অঞ্চলে এসে পড়ল। হঠাৎ মনে হল চম্পার বাড়ী গেলে হয়। মেয়েটি সকালবেলা মহলা দিতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, ওকে একটু উৎসাহ দেওয়া চাই, আর চম্পার বাড়ী আগে কখনও সে যায় নি।

মলঙ্গা এলাকা পাঁচামিশেলি। কবে মলঙ্গীরা নুন তৈরী করত এই অঞ্চলে তার ঠিকানা নেই। এখন নানান জাতের লোকজন এখানে বসবাস করে। হিন্দু, মুর, চীনা, মুগ, ফিরিঙ্গি পাশাপাশি থাকে। জাতি-বর্ণ-চমের ভেদাভেদ থাকলেও শহরে কর্মের প্রয়োজনে ওরা বাধ্য হত কাছাকাছি থাকতে। কলহ-বিবাদ যে বাঁধত না, তা নয়। দুর্গাপূজা মহরমকে উপলক্ষ্য করে দাঙ্গা হাঙ্গামাও হয়ে গেল বছর কয়েক আগে তবু এরা পাশাপাশি থাকতে বাধ্য।

গলিটা সরু। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তায় খেলা করছিল। ওদের ধুলোকাদার ভয় নেই। বাড়ীর ছাদে অনেকে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। ঘুড়ির প্যাঁচ খেলতে মহা উৎসাহ, একটা ঘুড়ি কেটে গেলে হৈ হৈ করে উঠল ছেলেরা। কাটা ঘুড়ি ধরবার জন্যে গাছের শুকনো ডালপাতা বাঁধা সরু বাঁশ নিয়ে ছেলেরা ঘুড়ির পিছনে দৌড়ল।

পথের ধারে নালা। আবর্জনার স্তূপ। বদ্ধ পচা জল। শহর কোতোয়ালের অধীনে প্রত্যেক থানায় ময়লা-ফেলা গাড়ী ছিল, কর্মচারী ছিল, কিন্তু সময়ে ময়লা সাফ হত না।

বগি গাড়ীর পিছু পিছু ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দৌড়ে এল।

কেউ কেউ গাড়ীর পিছনে উঠতে গেল। লেবেডেফ বারণ করল।

চম্পার বাড়ী খুঁজে বার করতে বেশি অসুবিধা হল না। ছোট দোতলা বাড়ী, জরাজীর্ণ, অনেক দিন মেরামত হয়নি। দেয়ালগুলো সেঁত্সেতে। দরজা খুললেই উঠোন। পাশে একটা সরু ইটের সিঁড়ি সোজা উপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির পাশে একটা কুয়ো। একতলায় একঘর কালো পর্তুগীজ পরিবার থাকে। চম্পা থাকে দোতলায়।

অপ্রত্যাশিত আগন্তুককে দেখে চম্পা যারপরনাই আশ্চর্য হল। তাকে কোথায় বসাবে, কি ভাবে আপ্যায়ন করবে তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। শেষে একটা কুশি পেতে দিল বসতে।

দুপুরে ঘুমের পর তার চোখ দুটো ফুলোফুলো, মাথায় এলোকেশ। তার শ্রী যেন অনেকটা বেড়ে গেছে।

দুটি ঘর আর একটি বারন্দা। ফুলের টবে মরশুমী ফুল ফুটে আছে। দাঁড়ে কাকাতুয়া দুলছে, বলছে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাসা। ঘরে একটা দোলনা ঝুলছিল। তাতে শয্যার স্তূপের মধ্যে একটি শিশু। ধবধবে রং, রূপোলি চুল, চম্পার সঙ্গিনী বুড়িমা দোলনার পাশে বসেছিল। নতুন সাহেবকে দেখে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল।

লেবেডেফ শিশুটিকে আদর করল। শিশুটি কেঁদে উঠল। চম্পা অসীম আদরে তাকে কোলে তুলে নিল, নাচাতে নাচাতে বলল, ধন আমার, মাণিক আমার। না না আর কেঁদ না, আর কেঁদ না। শিশুটি কান্না থামাতে চম্পা তাকে আবার শুইয়ে দিল।

লেবেডেফ ঈষৎ হেসে বলল তোমার পুত্রকে ঠিক ইউরোপীয়ের মত দেখাচ্ছে।

চম্পা বলল, সেইটাই ত কাল হল। মরিসনের মেম জেদ ধরল, তোমার ছেলেকে দেখব। আমি তাকে নতুন পোষাকে সাজিয়ে তুলসীদানা গলায় পরিয়ে মনিববাড়ী নিয়ে গেলুম। আমার ছেলেকে

দেখেই মেম খেপে উঠল। সাহেবকে ডেকে আমার ছেলের পাশে দাঁড় করাল, দেখল একবার আমার ছেলের দিকে, একবার সাহেবের দিকে। দুজনের মাথার চুল রূপোলি! আর যায় কোথায়! অকথ্য গালিগালাজ! তারপর মেমের চোখ পড়ল তুলসীদানার উপর। মেম দৌড়ে গিয়ে সিন্দুক খুলে গহনার বাক্স দেখল। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল থানায় খবর দিতে।

আর মরিসন কি করল?

সে বলল, আসর গরম, বাড়ী পালাও। আমি বললুম, থানা পুলিশ কে সামলাবে? সে বলল, কয়েক ঘা বেত ত? সয়ে যাবে। আমি এখন ট্যাভার্ণে যাই। এই বলে সে স্ফূর্তি করতে গেল। আমি দুরু দুরু বুকে বাসায় ফিরতে না ফিরতেই পুলিশ এসে আমায় থানায় ধরে নিয়ে গেল।

যাকগে, ও সব কথা। বলল লেবেডেফ। তুমি থিয়েটার দেখেছ?

না। কেমন করে দেখব? সাহেবি থিয়েটার! শুনেছি টিকিটের দাম অনেক। আমরা গরীব মানুষ, থিয়েটারের পয়সা পাব কোথায়? তবে যাত্রা গান শুনেছি, বিদ্যেসুন্দর পালা। আপনার নাটকের মত তাতেও ছদ্মবেশ। পুরুষ মানুষ, বিদ্যে সেজেছে, মাগো! কি ভাব! কি ঢং! কি ছেনালি! নাকি সুরে গাইছে—

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ ক'হব কাহারে॥

চম্পা নকল করেই আপন মনে খিলখিল শব্দে হেসে উঠল।

লেবেডেফ মনে মনে খুসি হয়ে উঠল। এই রকম উচ্ছলতা চাই ক্লারার ভূমিকায়। সে বলল, তুমি থিয়েটার দেখিবে?

আমি?

হাঁ। তুমি থিয়েটার করিবে। আর থিয়েটার দেখিবে না?

দেখালেই দেখব, কবে?

আজই। চল ক্যালকাটা থিয়েটারে আজ পালা আছে 'নেক অর নাথিং'। প্রহসন। ভারি মজার!

কিন্তু আজই যাব?

কেন তোমার কোন কাজ আছে?

আমার আবার কি কাজ? আপনার মহলা না থাকলে আমি বেকার। ভেবেছিলুম আপনারই কাজের ক্ষতি হবে।

তোমায় থিয়েটার দেখানও আমার একটা কাজ, একটা থিয়েটার দেখিলে তুমি যাহা শিখিতে পারিবে আমি বার বার বলিলেও তা পারিবে না।

তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট করে কাপড়টা বদলে আসি।

বেশ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হিন্দুদের বাড়ী শাঁখ বাজছে। বুড়ি একটা তেলের আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। দেওয়ালে একটা দুর্গা পটের উপর আলোটা পড়ল। সেদিকে লেবেডেফের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অদ্ভুত এই দেবী পরিকল্পনা। ঐশী শক্তির প্রতীক মুকুটধারিণী দুর্গা। যেন ভার্জিনের মত বিরাজ করছে, বিশ্বজগতের সমস্ত শক্তির আধারে এই দশভুজা দুর্গা।

চম্পার ছেলে কেঁদে উঠল। বুড়ি শিশুকে নিয়ে গেল।

লেবেডেফ দুর্গামূর্তি অনেকবার দেখেছে কিন্তু এমন শান্ত পরিবেশে দেখবার সুযোগ হয় নি। লেবেডেফ আপন মনে দুর্গাতত্ত্ব আলোচনা করতে লাগল।

ঘরের মধ্যে চোরের মত ঢুকল একটি শ্বেত যুবক, খালি পায়ে ঢুকেছে বলে লেবেডেফ তার পদ শব্দ শুনতে পায় নি। যুবকটি সুদর্শন, মাথার চুল রূপালি।

কোথায় চম্পা? রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করল সে।

আপনি মিস্টার মরিসন?

আমি শয়তানের চেলা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল মরিসন। সে চেয়ে দেখল একবার শয্যার দিকে। বিস্রস্ত শয্যা। দিবানিদ্রার পর সেটা ঠিক করবার সময় হয়নি। সন্দিগ্ধ চোখে মরিসন দেখল লেবেডেফের দিকে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলল, এখন বুঝেছি, কোন্ সাহসে মাগীটা আমায় বাড়ী ঢুকতে দেয় না।

এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল চম্পা। সে সাজসজ্জা করে এসেছিল। সুন্দর বাজ-করা একটি হালকা হলদে শাড়ী পরেছিল, কপালে লাল টিপ, কালো খোঁপায় মরশুমী ফুল। সাজে আতিশয্য নেই অথচ মনোলোভা।

তাকে দেখেই মরিসন গর্জে উঠল, ব্লাডি হোর। তোর সাহস ত কম নয়। তুই আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লাভার এনেছিস!

ছি ছি, কি বলছ তুমি, বব সাহেব? চম্পা জিভ কেটে বলল। মিস্টার লেবেডেফ। আমার নতুন মনিব। আমি ওঁর থিয়েটারে কাজ নিয়েছি।

তুই সেই শয়তান ভালুক! চালচুলোহীন বেহালা বাজিয়ে? গর্জে উঠল মরিসন। শুনেছি ইংলিশ থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেটা বাঙ্গালা থিয়েটার খুলতে চায়! দু দিনে লালবাতি জ্বালবে!

এবার চটে উঠল লেবেডেফ কিন্তু গম্ভীর সংযত কণ্ঠে বলল, মিস্টার মরিসন অনধিকার চর্চা করবেন না।

মরিসন চটপট জবাব দিল, তুমিও এ ঘরে অনধিকার প্রবেশ করনি?

চম্পা বলল, বব সাহেব, কেন অপমান করছ আমার মনিবকে?

মরিসন বলল, ওরে মাগি, তোর মনিব আমি—ছিলুম, আছি ও থাকব। এই ঘরে কোন ব্লাডি হোয়াইট নেয়ারকে ঢুকতে দেব না।

চম্পা বলল, এ ঘর আমার। আমার ঘরে আমি যাকে খুসি আসতে দেব। বেরিয়ে যাও তুমি, বব সাহেব।

মাগি, এত বড় সাহস তোর? চিৎকার করে বলল মরিসন। সে

ঝাঁপিয়ে পড়ল চম্পার উপর, তার এক থাপ্পড়ে লুটিয়ে পড়ল চম্পা মেঝের উপর।

এইবার লেবেডেফের হাত চলল আচমকা, ঘুসির পর ঘুসি মারতে মারতে সে মরিসনকে ঘরের বার করে দিল। মরিসন বাধা দিতে এসেছিল কিন্তু লেবেডেফের ভারি বুটের আঘাতে বারান্দায় ঠিকরে পড়ল। লেবেডেফ নির্মম ভাবে লাথি মারতে মারতে তাকে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিল।

মরিসন অন্ধকারে গড়াতে গড়াতে নিচের উঠোনে গিয়ে পড়ল।

হতভাগাটাকে শাস্তি দিয়ে বেশ খুসি হল লেবেডেফ। কিন্তু চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। মরিসনের চিৎকারে ভয় পেয়ে শিশুটিও কান্না জুড়ে দিল। চম্পার বুড়ি-মাও কিচিরমিচির লাগাল। চম্পা এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল। তার বেশভূষা বিস্রস্ত, ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

মরিসন নিচের অন্ধকার থেকে আস্ফালন করছিল, শয়তানী মা[illegible] ক'শ গুণ্ডা দিয়ে আমায় তাড়িয়ে দেওয়া! আমিও শিক্ষা দেব, আ[illegible]র ছেলেকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাব তোর কাছ থেকে।

মরিসন উঠোন দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ অঞ্চলে মারপিট [illegible] থাকে। তাই সোরগোল অল্পেই ঠাণ্ডা হল।

চম্পা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

লেবেডেফ এগিয়ে এল। বলল, ভয় পেয়েছ নাকি [illegible] শাসানিতে?

চম্পার গলা কেঁপে উঠল, নিজের জন্যে ভয় পাইনি, কিন্তু ওই [illegible] বলল ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাব!

বললেই হল, লেবেডেফ আশ্বাস দিল, এদেশে কি সরকার নেই?

সরকার ওদের, ভয়ে ভয়ে বলল চম্পা। ও মদের কারবার করে, ওর হাতে অনেক ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডা আছে। আমি কখন কাজে বেরিয়ে যাব, সেই ফাঁকে বুড়িমাকে মেরে ধরে ও ছেলে কেড়ে নিয়ে যাবে

এবার সত্যি সত্যি চিন্তিত হল লেবেডেফ। শহর কলকাতায় চুরি ডাকাতি বাহাজান লেগেই আছে এই ত সেদিন ডাকাতেরা চৌরঙ্গীর মত জায়গা থেকে মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালাল।

তাইত, ভাবনায় ফেললে দেখছি, বলল লেবেডেফ। কাল হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আজকের রাতটায় কোন ভয় আছে নাকি?

না, সাহসের সঙ্গে বলল চম্পা। আজকের রাতটার জন্যে কোনও ভয় করি না। আমার ঘরে রাম দা আছে, আমি সারারাত জেগে পাহারা দেব। আমায় না মেরে কেউ আমার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

চম্পা ঘরের ভিতর থেকে রাম দা বার করল। অনেক ভাব নারিকেল কাটার দরুণ সেটা শাণিত আছে। লণ্ঠনের আলোয় সেটা চক চক করতে লাগল।

লেবেডেফ একবার চম্পার দিকে, আর একবার দশভুজার পটের দিকে দেখল।

শুভ হউক, বলে লেবেডেফ বিদায় নিল। যেতে যেতে চিন্তা করতে লাগল কোথায় শিশুসহ চম্পার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

॥ চার ॥

কিন্তু চম্পার কথা সকালে ভুলে গেল লেবেডেফ। তার কারণ ছিল। ভোর না হতেই শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ গাঙ্গুলি এসে হাজির গঙ্গার ঘাটে নৌকা-বোঝাই ইট আসছিল থিয়েটারের বাড়ী তৈরীর জন্যে। পুলিসের লোক নৌকা আটক করে রেখেছে। জগন্নাথ খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছিল, নৌকা খালাস করা গেল না। কোনও

কারণ নেই পুলিসের সাফ জবাব, হুকুম নেই। অথচ ইট না এলে থিয়েটারের বাড়ী হবে কি করে?

নিশ্চয় রোওয়ার্থ সাহেবের কারসাজি, বলল জগন্নাথ।

তা হতে পারে, চিন্তিত কণ্ঠে লেবেডেফ স্বীকার করল। কিন্তু এখন কি করা যায়?

কিছু ঘুস দিলে মাল খালাস হয়। বিজ্ঞভাবে জগন্নাথ বলল।

ঘুস আমি দেব না, লেবেডেফ বলল।

তবে কবে যে মাল খালাস হবে জানি না।

বরং টাউন-মেজর কর্নেল আলেকজাণ্ডার কিডের কাছে যাই, লেবেডেফ বলল। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তায় ভ্রুকুঞ্চিত করল। টাউন-মেজর বেশ রসিক লোক। লেবেডেফের কাছে দফে দফে প্রায় দু-হাজার টাকা ধার করেছে। শোধ দেবার নাম নেই। আবার দেখা পেলেই টাকা চেয়ে বসবে। ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের রকমই আলাদা। টাকা পেলে তারা কথা কয়। কিন্তু এখন টাকা চাইলে টাউন মেজরকে খুসি করা শক্ত লেবেডেফের নিজেরই অনেক ধার হয়ে গেছে।

জগন্নাথ বাবু, আপনার কাছে পাঁচ ছশ টাকা হবে? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

আমিই ত আপনার কাছে টাকা চাইব ভাবছিলুম, জগন্নাথ বলল। আপনার বাড়ী ভাড়া চার মাস বাকী পড়েছে। চুনাবের দামটা দিয়েছিলুম, সেটা আপনার কাছ থেকে ফেরৎ পাইনি।

ডোমটোলা বাজারের বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল লেবেডেফ। সেখানটা বড় ভিড়। লোকজন দোকানী পসারীর চিৎকার। সেখানে সংগীত সাধনার বিঘ্ন হয়। কাছেই তিন নম্বর ওয়েস্টন লেন। বাড়ীটার মালিক জগন্নাথ গাঙ্গুলি লেবেডেফ ভাড়াটে। ওয়েস্টন সাহেবের বাগান বাড়ী ছোট ছোট জমিতে ভাগ করে ছোট ছোট বাড়ী তোলা হয়েছিল। তারই একটি বাড়ী তিন নম্বর। দোতলা বাড়ী ক বছরের মধ্যেই লোনা ধরে গেছে। মোটা মোটা দেওয়াল, গরম কালে বেশ

ঠাণ্ডা। সামনে এক টুকরো বাগান। একটি বহির্বাটিও আছে। সেটা দোতলা। বাড়ীটি ভাড়া নেবার সময় জগন্নাথ মেরামত করে দেয় নি। লেবেডেফ মোটা টাকা খরচা করে মেরামত করে নিয়েছিল। মিস্টার গেরাসিম লেবেডেফ শহর কলকাতায় সেরা বাদ্যকর। তার বাড়ীতে কিছু চাকচিক্য চাই বই কি। সেই টাকা এখনও জগন্নাথের সঙ্গে বোঝাপড়া করা হয় নি।

লেবেডেফ বলল, ভাড়া বাকি পড়েছে সত্য কিন্তু আমিও ত আপনার কাছে বাড়ী মেরামত বাবদ অনেকগুলি টাকা পাইব।

জগন্নাথ ঢোঁক গিলে বলল, তার আর কি? ওসব কথা পরে হবে। এখন ইঁটের নৌকা খালাস করতে চলুন।

বগিগাড়ী নিয়ে লেবেডেফ একাই বেরিয়ে পড়ল টাউন-মেজরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কসাইটোলার কাদা মাটির রাস্তা ধরে কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে চ্যানেল ক্রীক পেরিয়ে গাড়াটা এসপ্লানেডে এসে পড়ল। তারপর ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা ভাগীরথীর ধার বেয়ে গার্ডেনরীচ চলে গেছে। সেইটা ধরে সে এগোতে লাগল।

কীড সাহেবের বাগান বাড়ী গার্ডেনরীচে। শহরের অনেক নাম করা ধনী সাহেব ওখানেই থাকেন। কীড সাহেবের ঘরনী একটি দেশীয় মহিলা। দুটি ছেলে নিয়ে ওরা সুখেই ঘরকন্না করছেন।

বেশ অনেকটা সময় গেল কীড সাহেবের বাড়ী পৌঁছতে। চড়া রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম। সাহেব সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনি হুক্কা নিয়ে মশগুল হয়েছিলেন। এমন সময় সেই সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের ধুম্রজাল ভেদ করে হাজির হল লেবেডেফ খিদ-মদগারের সঙ্গে।

কর্নেল খুসি মনে তাকে সুপ্রভাত জানাল। পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর বিনিময়ের শেষে লেবেডেফ ইটের নৌকার কথা পাড়ল। কীড মোটেই আশ্চর্য হল না। বলল, বাবু জগন্নাথ গাঙ্গোলী ঠিকই বলেছে, এসব ঐ রোওয়ার্থের শয়তানী। ও লোকটা গোড়া থেকেই

কে যান .বঙ্গালী থিয়েটারের পিছনে লেগেছে। গভর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে থিয়েটারের লাইসেন্স বার করার ব্যাপারটা লোকটা প্রায় বানচাল করে দিয়েছিল, যদি না মিস্টার জাস্টিস হাইড আর আমি চেষ্টা করতুম। তোমায় বেশ একটু সাবধানে চলা ফেলা করতে হবে, গেরাসিম।

একটু খোসামোদ করে লেবেডেফ বলল, টাউন-মেজর যার আশ্রয়, তার আর ভয় কি?

না না, বলল কীড। লোকটা ভারী চতুর। ঘুস দিয়ে, স্ত্রীলোক দিয়ে লোকটা অনেককে হাতে রেখেছে। ও করতে পারে না, এমন কাজ নেই। যাই হোক তোমার ইটের নৌকা খালাস হয়ে যাবে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি কোতোয়ালীতে।

খিদমদগার দোয়াত আর পালকের কলম এনে দিল। কীড সাহেব সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিলেন। লেবেডেফ ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সময় কীড একটু কিন্তু হয়ে বলল, হ্যাঁ দেখ, আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পার? বুঝতেই পারছ টাকার বড় টানাটানি

কত টাকা?

বেশি নয়, শ চারেক হলে চলবে। তোমার আগের টাকার সঙ্গে এটাও শোধ করে দেব।

আমার কাছে তিনশ টাকা আছে।

আচ্ছা তাই দাও।

লেবেডেফ তিনশ টাকা দিয়ে চিঠি নিয়ে শহর কলকাতায় ফিরে এল। ধার করে শোধ হবে কে জানে?

সারাদিন ভর ইটের নৌকা খালাস করতেই কেটে গেল। গলদঘর্ম হয়ে লেবেডেফ যখন বাড়ী ফিরল তখন অপরাহ্ন। আজ সারাদিন আহার নেই। নৌকা খালাস না হলে থিয়েটারের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

কসাইটোলার কাছেই ডোমতলা। তার পঁচিশ নম্বর জমিটা

ভাড়া নিয়ে লেবেডেফ থিয়েটার তুলছে। ক্যালকাটা থিয়েটার ত ভাড়া পাওয়া যাবে না রোওয়ার্থ স্পষ্টই বলে দিয়েছে। ওল্ড কোর্ট হাউসে নাচ গান বাজনা চলত, সেটাও কবছর হল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। নতুন থিয়েটার তোলা ছাড়া উপায় নেই। ডোমতলা জায়গাটা সাহেব পাড়ার কাছাকাছি। ক্যালকাটা থিয়েটারও বেশি দূর নয়। চিৎপুর কাছেই। প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাতে হবে থিয়েটারটিকে। নতুন থিয়েটার। নতুন তার শিল্প-চাতুর্য। স্টেজটিকে বাঙ্গালী কেতায় সাজাতে হবে, যেমন দুর্গোৎসবের পূজামণ্ডপ সাজান হয়।

লেবেডেফ নিজেই তদ্বির করে ইটবোঝাই গরুর গাড়ী পঁচিশ নম্বরে পৌঁছে দিয়ে এল। নক্সা অনুসারে বাড়ীটা অনেক দূর উঠেছে। স্টেজ, বক্স, পিট গাঁথা হয়েছে। চানা মিস্ত্রিরা গ্যালারির কাঠ চাঁচতে শুরু করেছে। পঁচিশ নম্বরে যেন কর্মযজ্ঞ। দেশি ঠিকাদার লেবেডেফের নির্দেশে রাজমজুর দিয়ে বাড়ী তুলছে। জগন্নাথ গাঙ্গুলিও দেখাশোনা করছে। জোসেফ ব্যাটলের অভাবে অন্য চিত্রকরকে দিয়ে যে দৃশ্যপট আঁকান হচ্ছিল তা লেবেডেফের পছন্দ হল না। সে নিজেই রং তুলি দিয়ে আঁকতে শুরু করেছিল পথের দৃশ্য, সরাইখানা, সুসজ্জিত ঘর ইত্যাদি। সে মস্কোর রঙ্গালয়ে বন্ধু ফিওডের ভলকভকে দৃশ্যপট আঁকতে দেখেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে লেবেডেফ কাজে লাগাতে চাইল। আহার-বিশ্রাম ভুলে সারাটা দিন লেবেডেফ কোথা দিয়ে কাটিয়ে দিল, কোন হুঁস ছিল না তার।

বাড়ী ফেরার পথে খেয়াল হল, আজও অপরাহ্নে মহলার আয়োজন করা হয়েছে। ভাবী দেরী হয়ে গেল, অভিনেতা অভিনেত্রীর দল, বাজিয়েরা নিশ্চয় তার জন্যে বসে থাকবে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে খুসিতে ভরে উঠল মন। বাবু গোলোক নাথ দাস এর মধ্যেই মহলা সুরু করিয়ে দিয়েছে। একতলার হলে নাটকের মহলা চলছে। পাশের ঘরে স্কিনার বাজনার মহলা দিচ্ছে। স্কিনার একজন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান যুবক। লেবেডেফের দলে ক্ল্যারিওনেট বাজায়।

বেশ চালাক চতুর ছেলে। ভারি প্রিয় মনিবের।

গোলোক দাস বলল, মহলার জন্যে ভাবনা নেই। যাও সাহেব গোসল করে একটু জিরিয়ে এস।

সেই ভাল কথা।

ভিস্তি চামড়ার থলি করে ঠাণ্ডা জল কুয়ে থেকে তুলে এনে গোসলখানার বিরাট স্নান পাত্রে দিয়ে গেল। ঘর্মাক্ত বেশবাস ছেড়ে স্নান পাত্রে গলা অবধি নগ্ন দেহ ডুবিয়ে দিতে মনটা স্নিগ্ধতায় ভরে গেল নিচের তলা থেকে বাজনার আওয়াজ আসছে। ঐত কুসুমের সুকণ্ঠ! বিদ্যাসুন্দরের গান।

চমৎকার লিখেছিল ঐ বাঙ্গালী বাবু। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে জানত। কে বলে ভারতের লোক শুধু ধর্ম নিয়ে থাকে? জীবনকে ওরা পুরোপুরি উপভোগ করতে জানে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি অনুবাদ করতে হবে। জানুক ইউরোপের লোক ভারতের জীবন-প্রেম।

হাসি! বাজনা ছাপিয়ে হাসির হররা কানে এল। অভিনয়ের মহলা দিতে গিয়ে নাটকের মজার ঘটনায় ওরা হেসে উঠেছে। না, না, ওরা হাসাবে, হাসবে না। মহলা দিতে দিতে ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষবেশী নারী—চম্পা—তাই ত, মেয়েটির একটি ব্যবস্থা করা হল না সারাদিনের মধ্যে! ফুরসৎ কই।

আজই গোলোক বাবুকে বলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করাতে হবে। মেয়েটির মনে নির্ভয় স্ফূর্তি না থাকলে সুখময়ের ভূমিকা জমে উঠবে না। অত সাধের নাটক মার খেয়ে যাবে।

হঠাৎ বাস্তব বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আনকোরা নতুন নটনটী নিয়ে প্রথম দিনেই পুরো নাটক মঞ্চস্থ করা বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে না। যদি প্রথম দিনেই বিফল হয় পুরো নাটক, তবে থিয়েটার জমানো শক্ত হবে, তাছাড়া গোলোকবাবুও নাটকের খিচুড়ি ভাষা পছন্দ করছে না। এক কাজ করলে হয়। নাটকটি কেটে ছেঁটে সংক্ষেপ করবে

লেবেডেফ। প্রথম রাত্রি সেই সংক্ষিপ্ত নাটকটির অভিনয় হবে একাংকিকার আকারে পুরোপুরি বাংলা জবানে। প্রথম রাতে সে চম্পাকে দিয়ে নাটক শুরু করাবে না, করাবে সহচরী ভাগ্যবতীকে দিয়ে। ভেবে দেখা দরকার এই বিশেষ পরিবর্তনটির বিষয়।

হঠাৎ কানে এল শিশুকণ্ঠের কান্না। নিচের তলা থেকেই আসছে না! মা যেন তাকে ভোলাতে যাচ্ছে! এখানে আবার শিশু এল কে?

গোসল সেরে নিচে নেমে এল লেবেডেফ। সিঁড়ির পাশে চম্পা, তার কোলে শিশু। ঐ শিশুর কান্নাই লেবেডেফের কানে এসেছিল। এখন আর কান্না নেই। বুকের কাপড় সরিয়ে চম্পা শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিল। অধীর আগ্রহে শিশু পান করছিল মাতৃ দুগ্ধ। ভারি ভাল লাগল এই ম্যাডোনার রূপ।

লেবেডেফকে দেখে চম্পা লজ্জা পেল না। স্তন্যপান করাতে করাতেই বলল, একে সঙ্গে নিয়েই এলুম। ছেড়ে আসতে ভরসা হল না। অনেকক্ষণ ওর সৌদামিনী মাসীর কোলে ছিল। খিদে পেতেই দুষ্টু ছেলে তারস্বরে চিৎকার লাগিয়েছে।

মিস্টার মরিসন আর কোনও গোলোযোগ করে নি? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

দুপুর অবধি ত নয়, বলল চম্পা। জানি না রাত্রে আবার কি মূর্তি নিয়ে আসে। কাল সরারাত ঘুমাইনি।

রোজ রোজ রাত জাগলে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়বে। একবার পাকাজ্বরে ধরলে আর রক্ষা নেই। তুমি এক কাজ কর।

কি?

আমি বলি কি, যতদিন না সুবিধামত ঘর পাওয়া যায়, তুমি ততদিন আমার এই বাড়ীতেই থাক। এখানে মরিসন হামলা করতে সাহস করবে না।

না না! চম্পা সলজ্জ প্রতিবাদ করল। সে কেমন করে হয়?

কিছু অসুবিধা হইবে না, লেবেডেফ বলল। আমার ঐ আউট

হাউসের দোতলার ঘরটা খালি আছে। ঐখানেই তুমি থাক, দেরি করো লাভ কি আজ রাত থেকেই।

আজ রাত থেকে?

সেই ভাল, লেবেডেফ বলল, তোমার জিনিষ পত্র পরে নিয়ে এলেই হবে। গোলোক বাবুকে বলে দিচ্ছি তিনিই সব ব্যবস্থা করো দিবেন।

কিছুতেই রাজী হল না চম্পা। বলল সে হয় না, মিস্টার লেবেডেফ। আপনার সামনে এখন মস্ত বড় কাজ। এর মধ্যে আপনার বাড়ীতে আপদ হওয়া উচিত হবে না।

কিন্তু মিস্টার মরিসন যদি গোলোযোগ বাঁধায়?

সে যা হোক সামলে নেওয়া যাবে, বলল চম্পা।

শিশু ততক্ষণে তৃপ্ত হয়েছে, মাতৃস্তন্য ছেড়ে দিয়েছে, চম্পা বুকের কাপড় টেনে দিয়ে শিশুকে নকল তিরস্কার করে বলল, দুষ্টু ছেলে, আর খাই খাই করে কান্না জুড়ে দিস না। পেট ভরে যা খেলি এতে রাত্রি অবধি মুখ বুজে থাকবি, যতক্ষণ না আমার মহলা শেষ হয়।

লেবেডেফের সঙ্গে সঙ্গে চম্পা শিশুক্রোড়ে হল ঘরে ঢুকল যেখানে মহলা চলছিল।

গোলোকনাথ দাস সামনে মহলা দেওয়াচ্ছিল। খুনিয়া, চৌকিদার, গোমস্তা এরা পুরোদমে নিজেদের বক্তব্য বলে চলেছিল। দাসী ভাগ্যবতীর ভূমিকায় আতরের ভালই হচ্ছিল। লেবেডেফ ঢুকতেও ওরা মহলা বন্ধ করল না। গোলোকনাথ দাসের শৃংখলার শিক্ষা কড়া। ভালই হল, গোলোক বাবু নিজে মহলার ভার নিয়েছে। লেবেডেফ একটা কেদারা টেনে বসে পড়ল। চম্পার ভূমিকা দেখতে হবে, কেমন উৎরায় সে।

একটু পরেই চম্পার ভূমিকা সুরু হল। তার শিশুপুত্র সৌদামিনীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। চম্পা ছদ্মবেশী সুখময়ের কথাগুলি বলতে শুরু করল।

আজকে যেন আর এক চম্পা। কোথায় গেল তার গত দিনের

জড়িমা? বেশ সাবলীল কণ্ঠে সে নিজের কথাগুলি বলে চলল। এখনও দুএক জায়গায় ভুল জোর পড়ছিল, কিন্তু গোলোক দাস সংশোধন করে দিতেই সে সেটা শুধরে নিল।

রত্নমণির ভূমিকায় সৌদামিনী। বেশ মর্যাদাবোধ আছে তার। বেশ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন আকৃতি। গোলোক দাস পছন্দ করেছে ভাল। সৌদামিনী চম্পার শিশুকে ছোট হীরামণির ক্রোড়ে চাপিয়ে দিতে গেল। কিন্তু হীরামণি নাক সিঁটকে বলে উঠল, ইস কি ঘেন্না, আমি তো বাপু ঝিয়ের কাজ করব নি। ওসব ছোট ছেলে কোলে নিতে আমার ঘেন্না করে। গা দিয়ে কেমন পচা দুধের গন্ধ। দরকার নেই বাপু মা-মাগির কোলে গা ছুঁয়ে।

হীরামণি থাকলি বেশ ভাবেই বলে চলল। বলে যেতেই চম্পা শিশুকে টেনে নিল সৌদামিনীর কোল থেকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি নাইয়ের কাজই করব হীরাদি। এত লোকের সঙ্গে ঘর করেও তোমার ত একটা হল না। তুমি ছেলের মর্ম কি বুঝবে?

ফেটে পড়ল হীরামণি। বলল, আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! চালুনি বলে ছুঁচ তোর পিছনে কেন ছ্যাঁদা! তোমার ত একটা হল না। ওরে চোখখাকি, আমি যদি চাইতুম ত গণ্ডা গণ্ডা ছেলে পাড়তুম।

মহলার তাল কেটে গেল। গোলোক দাস ধমক দিয়ে উঠল, আঃ মেয়েরা ওসব বাজে কথা এখানে বল না। সাহেব এখনই দূর করে দেবে।

তাই দিক, হীরামণি কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল। ঐ [illegible] মাগিটাকে দূর করে দিক। আমার ছেলে হল না ত তোর কি? মরুক ওর ছেলে ওলাউঠো হয়ে মরুক।

চম্পা কোন জবাব দিল না। শুধু ছেলেকে জড়িয়ে ধরল অসীম স্নেহভরে।

হীরামণি আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল।

ক্ষণিক ঝটিকার পর আবার মহলা চলতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে কুসুম ছুটে এল। তার সুন্দর মুখ রক্তিম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। সে রাগত কণ্ঠে বলল, সাহেব, এখানে কি আমি অপমান হতে এসেছি?

কেন কি হয়েছে? চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল লেবেডেফ।

তোমার ঐ মেটে ফিরিঙ্গি আমার হাত ধরে টানাটানি করছে।

মিস্টার স্কিনার!

হাঁ, ওই কাঠের ভেঁপু-বাজিয়ে। ঠোঁট উলটে বলল কুসুম ফিরিঙ্গিটা বলে কি না আমি কেষ্ট, তুমি রাধা। চল সাহেব সায়েস্তা করবে চল।

কুসুম লেবেডেফের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল পাশের ঘরে।

বাজিয়ে দলের মধ্যে একটা চাপা খুসির আমেজ রয়েছে ভাল লাগল লেবেডেফের। নিজের মনে আনন্দ না থাকলে এরা অপরকে আনন্দ দেবে কি করে?

কুসুম ঠোঁট ফুলিয়ে নালিশ করল, জিজ্ঞেস কর না, সাহেব ঐ মেটে ফিরিঙ্গিটা আমার হাত ধরে টানাটানি করে নি?

স্কিনার, লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে, বিবির অভিযোগ সত্য?

হ্যাঁ স্যার।

কেন তুমি এরূপ করিলে?

মিস আমার গালে চড় মারল।

কেন?

কুসুম অনুযোগ করল, ও কেন বলল তুমি রাধার মত সুন্দরী আর আমি কেস্টর মত কালো?

স্কিনার বলল, মিস আমাকে মেটে ফিরিঙ্গি বলেছে। মাটির মত আমার রং, ওদের কেস্টও ত কালো।

কুসুম ঝংকার দিল, বেশ করেছি মেটে ফিরিঙ্গি বলেছি।

আবার বলব, একটা কাঠের-ভেঁপু-বাজিয়ে, ও বলে কিনা আমি বেসুরো গেয়েছি।

সত্যি স্যার, স্কিনার বলল, মিস্ বেসুরো গেয়েছিল, আমি ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলুম। তাই মিস্ আমাকে যা তা বলল।

লেবেডেফ গম্ভীর হয়ে রায় দিল। তোমরা দুজনেই অপরাধ করেছ। এর একমাত্র শাস্তি হল তোমরা পরস্পরকে চুমু দিবে।

বাজিয়ের দল হো হো করে হেসে উঠল, স্কিনার শাস্তি নেবার জন্যে এগিয়ে এল। কুসুম মুখ ঘুরিয়ে ঝংকার দিল, ইস্ সবার সামনে একটা মেটে ফিরিঙ্গিকে চুমু খেতে হবে! ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি! এ কি অবিচার!

স্কিনার বলল, স্যার আদালত অবমাননা। মিসকে গ্রেপ্তার করুন।

হঠাৎ কুসুম লেবেডেফের গলা জড়িয়ে বলল, আমি ত গ্রেপ্তার হতে চাইছি, কিন্তু সাহেব ত শুধু গোলাপসুন্দরীকেই নেকনজরে দেখছে।

আবার হো হো করে হেসে উঠল বাজিয়ের দল। লেবেডেফ যেন একটু অপ্রস্তুত হল।

কুসুমের হাত গলদেশ থেকে সরিয়ে দিয়ে লেবেডেফ বলল, আমি থিয়েটারের অধিকারী। আমার কাছে সব সুন্দরীই সমান, যদি নিজের নিজের কাজগুলি তারা করে।

এই একটি কথায় বাজিয়ে দলের যেন সম্বিত ফিরে এল। স্কিনার ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলল, মিস্, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এস আমরা বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় গানটার মহলা দিই।

কুসুম গান ধরল।

গোলোক দাস পরামর্শ করতে এল। নাটকের দ্বিতীয় অংকের শেষ দৃশ্যে সবটাই ইংরেজী জবান। কাদের দিয়ে তা বলান যায়? গোলোক বিশেষ করে সুপারিশ করল নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।

নীলাম্বর সাহেব হতে চায়। সে নিজের নামটাও সাহেবী ধাঁচে

করে নিয়েছে। নীলুমবুর ব্যাণ্ডো। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সে লাল পানি আর গোমাংস গ্রহণ করেছে। পাদ্রিদের কাছে গতায়াত করে তার কিছুটা ইংরেজীও রপ্ত হয়েছে। তার দু-চার জোড়া কোট প্যান্টলুন ও শার্ট আছে। সাহেবী দোকানের শু আর স্টকিংও ফ্যাশন-মাফিক, তাই পরে সে অধিকাংশ সময় কাটায়। ঢেঁকির ইংরেজি বলতে হলে সে বলে না, 'টু মেন ধাপুস ধুপুস, ওয়ান মেন সেঁকে দেয়।" সে ঢেঁকির প্রতিশব্দ জানে। নীলাম্বরই পারবে ইংরেজী বলতে।

নীলাম্বর সমস্ত বাক্য মুখস্ত করে ফেলেছে। ইংরেজি উচ্চারণ তাব শুদ্ধ নয়। তবু শুনতে মন্দ লাগে না। স্কিনার উচ্চারণ ঘসে মেজে দেবে। হাজার হোক, হাসির নাটক, কিছু ভুল উচ্চারণ থাকলে ইংরেজ দর্শকেরা মজা পাবে।

আজ রাত্রের মত মহলা শেষ হয়ে গেল। অভিনেতা অভিনেত্রী বাজিয়ের দল যে যাব গৃহে ফিবে গেল। শুধু গোলোক দাস এখনও যায়নি। নিরিবিলিতে লেবেডেফ গোলোকের কাছে নতুন প্রস্তাব পাড়ল।

দেখ গুরু মহাশয়, আমি বড় নাটকটি ছোট করে দিই। প্রথম বাত্রে এত বড় নাটক নামান হয়ও শক্ত হইবে। যদি ছোট নাটক জমে তবে পুরো নাটক করা যাইবে।

গোলোক একটু হতাশ হযে বলল, কেন, সাহেবের বুঝি ভরসা হচ্ছে না?

ঠিক তাই।

তবে কি বড় নাটকের মহলা বন্ধ থাকবে?

না, না, মহলা চলুক। অত জনকে শিখাতে সময় লাগিবে একটি কথা গুরু মহাশয়, এবারের মত তোমার উপদেশ মেনে নিলাম। প্রথম একাংকিকার সবটাই বাংলা জবানেই হইবে। কেমন, খুসি ত?

মন্দের ভাল, গোলোক কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে বলল।

হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ল, লেবেডেফ বলল, জান, কাল রাত্রে মিস্টার মরিসন তোমার নাতনির বাড়ীতে হামলা করেছিল।

চম্পা আমায় বলেছে সব ঘটনা।

মরিসন শাসিয়ে গেছে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাইবে।

শুনেছি।

একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আমি তোমার নাতনিকে বলেছিলুম ঐ আউট হাউসে থাকিতে, সে রাজি হইল না।

জানি।

এর মধ্যেই সে তোমায় খবর দিয়েছে ?

চম্পা আমার কাছে কিছু গোপন করে না।

ও। ওদের রক্ষার কি ব্যবস্থা করিলে ?

স্কিনার ওর বাড়ীর কাছে থাকে। সেই দেখা শুনা করবে বলেছে।

ও।

একটা অব্যক্ত অস্বাচ্ছন্দ্য লেবেডেফের মনে খোঁচা মারতে লাগল। চম্পা তার আশ্রয়ে আসতে চাইল না। অথচ তারই কর্মচারী স্কিনারের খবরদারী স্বীকার করে নিল। গোলোক দাস বোধহয় লেবেডেফের মনের আলোড়নের আভাস পেল। সে নিজের থেকেই বলল, নাতনি খুব বুঝদার মেয়ে। সে বললে সাহেবের বাড়ীতে এসে উঠলে লোকে অনেক কুকথা কইবে। তাতে সাহেবের কাজের ক্ষতি হবে।

তোমার নাতনি বড় ভাল, বড় ভাল। লেবেডেফ অস্ফুটস্বরে বলল। তবু তার মনে একটা খোঁচা রয়ে গেল। ঐ ইস্ট ইণ্ডিয়ান করবে চম্পার খবরদারী !

টাকার সমস্যাটাই লেবেডেফের কাছে প্রবল হয়ে উঠল। শোনা যায় ক্যালকাটা থিয়েটার তৈরী করতে প্রায় লক্ষ টাকা লেগেছিল। টাকাটা উঠেছিল সাহেবদের চাঁদায়। এমন কি গভর্ণর জেনারেল পর্যন্ত চাঁদা দিয়েছিলেন। কিন্তু লেবেডেফ বেঙ্গলি থিয়েটার গড়ে

তুলছে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে। এর জন্যে দুশ্চিন্তা কম নয়। তবু তার যেন জেদ চেপে গেছে।

ক্যালকাটা থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য—পিট আর বক্সের জন্য এক সোনার মোহর অর্থাৎ ষোল টাকা আর গ্যালারির জন্যে আট টাকা। লেবেডেফ নিজের থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য অর্দ্ধেক করে দেবে। এত কম দর্শনীতে ভাল আমোদ শহর কলকাতায় মেলা দুষ্কর। ক্যালকাটা থিয়েটারের মত বেঙ্গালী থিয়েটারেও লেবেডেফ ঝাড় লণ্ঠনে ভরিয়ে দেবে। ক্যালকাটা থিয়েটারে প্রহসনের সঙ্গে সঙ্গে গীতানুষ্ঠান রাখে, ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ, বাইচ খেলার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি দেখিয়ে দর্শকদের তাজ্জব বনে দেয়। লেবেডেফও হাসির নাটক ছাড়াও ইণ্ডিয়ান সেরিনেড শোনাবে, ক্রিয়ার মাঝে মাঝে ভোজবাজি দেখাবে। লেবেডেফ কিছুতেই হার মানবে না ক্যালকাটা থিয়েটারের কাছে। কিন্তু এক জায়গায় সে মার খেয়ে যাবে। তা হল দৃশ্যপট অঙ্কনের ব্যাপারে। এই ব্যাপারটি কিছুতেই লেবেডেফের মনোমত হচ্ছিল না। জোসেফ ব্যাট্‌লকে ভাঙিয়ে আনতে না পারলে খুবই মুসকিল। ব্যাট্‌লের মত পটশিল্পী সেটেলমেণ্টে বিরল। লেবেডেফ ব্যাট্‌লের কাছে আবার লোক পাঠিয়েছিল। এমন কি বেঙ্গালী থিয়েটারের অংশীদার করে নিতে চাইল কিন্তু ব্যাট্‌ল এখনও গলল না।

ব্যাট্‌লকে দলে টানার একটা দুষ্ট বুদ্ধি এল লেবেডেফের মাথায়। জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ী দুর্গোৎসব। বাড়া ভাড়া আর ঠিকাদারি কাজে জগন্নাথ বেশ দু পয়সা কামিয়েছিল। উঠতি বড়লোক। এবার দুর্গোৎসবে তাই খুব ধূমধাম লাগিয়েছিল। অবশ্য কোথায় লাগে সে উৎসব দেব-বাড়ী, মল্লিক-বাড়ীর দুর্গোৎসবের কাছে। তবু জগন্নাথের দুর্গোৎসবে ঘটা হল বেশ। পূজার দালান, উঠান, বারান্দা ঝাড় লণ্ঠনে দিনের মত লাগছিল। আম্রপল্লব, কলাগাছ, নারিকেল, ধূপধুনা—কোনও উপচারই বাদ যায় নি। ঢাকি ঢুলি সানাই কাঁসি মহা সোরগোল তুলেছিল। লোকারণ্য। জগন্নাথ এবার সাহেব সুবোদের নিমন্ত্রণ

করেছিল। তাদের জন্য লোভনীয় খাদ্য-পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা। বাই নাচের আয়োজন ছিল। খুব নাম করা বাইদের মুজরো দেবার ক্ষমতা জগন্নাথের ছিল না। পূজা পার্বণে তারা বাঁধা থাকত দেববাবু মল্লিকবাবুদের বাড়ী। জগন্নাথ অন্য বাইদের সঙ্গে ডাকল কুসুমকে। সে বিদ্যাসুন্দর গাইবে আর বৌ-নাচ নাচবে। এটাও একটা নতুনত্ব। জগন্নাথ লেবেডেফকে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করেছিল। নিমন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল অনেক পরিচিত সাহেব মেম। এটর্নী ডন ম্যাকনাব, বারিস্টার জন শ আর তার হিন্দুস্তানী রক্ষিতা, মিস্টার আর মিসেস মরিসন—এরাও এসেছিল। আর এসেছিল জোসেফ ব্যাটল্ আর টমাস্ রোওয়ার্থ। জগন্নাথ বলেছিল এদের নিমন্ত্রণ করার একটা মতলব আছে। পান পাত্রের প্রভাবে এরা যদি লেবেডেফের সঙ্গে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেয়, তবে খুবই ভাল হয়। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলেনা। ইংরেজরা সেটেলমেন্টের প্রভু। লেবেডেফ রুশ দেশের লোক। প্রভুব জাতির সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় পারা শক্ত। তার চেয়ে একটা রফা-ফয়সালা ভাল। নেশার মৌজ আর বাইয়ের মায়া সেটা সহজ করে দেবে। কিন্তু সহজ হল না মোটেই।

ব্যাপারটা হল এই। সন্ধ্যারতির পর জগন্নাথের হল ঘরে সাহেব মেমরা জড় হল। সেখানে ঝাড় লণ্ঠনের দ্যুতি, মেজের উপর রকমারি দেশি বিলাতি খাদ্য—ইলিশ, তপসে, ভেটকি, মাংসের রোস্ট, ক্যারি পোলাও, পাউরুটি. খাস লণ্ডনের পুরাতন মদিরা, ব্রাউন এণ্ড হুইট-ফোর্ডের তৈরী ক্লারেট, পুরাতন লাল পোর্ট ও শেরি—সব কিছুর হিসাব দেওয়া অসম্ভব। প্রথমে সুরাপান, ভোজন আর খোসগল্প অফুরন্ত, বিচিত্র। জগন্নাথ অনুষ্ঠানের ত্রুটি করে নি। এর মাঝে মাঝে হুকা-বরদারগণ ভিলসা আলিয়াবাদী সুগন্ধ তামাক দিয়ে যাচ্ছিল।

মিসেস লুসি মরিসন রুগ্ন ফ্যাকাশে স্ত্রীলোক কিন্তু কয়েক পাত্র মদ খেয়ে বেশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। নেশায় ঢুলু ঢুলু নয়ন।

লেবেডেফের সঙ্গে পরিচয় হতেই মিসেস মরিসন বলল, ক্রাইস্ট! তুমিই মিস্টার লেবেডেফ!

হাঁ, আমিই সেই বিদেশী বাদ্যকর, ম্যাডাম, লেবেডেফ হুকার মুখনল নামিয়ে বলল।

তুমি সুইট ডার্লিং! শুনেছি তুমিই সেই ব্ল্যাক দাইটাকে মরিসনের ঘাড় থেকে নামিয়েছ।

তারপর লেবেডেফের হুক্কার মুখনল নিজের হাতে টেনে নিয়ে মরিসন গৃহিণী বলল, দাও, তোমার নিজের হুক্কায় কয়েক টান দি। তুমি আমার ভারি প্রিয়।

মহিলার পক্ষে পরপুরুষের হুক্কা থেকে তামাক খাওয়া শহর কলকাতার ইংরেজ সমাজে বিশেষ আপ্যায়নের ব্যাপার।

লেবেডেফ বলল, ম্যাডাম, আমি ত বাড়তি মুখনল আনিনি।

তাতে কি হয়েছে? মিসেস মরিসন বলল, তোমার ঐ মুখনলে তামাক টানতে আমার ভারি ভাল লাগবে। লুসি মরিসন দুচারটি সুখটান দিল।

কেমন লাগছে তামাক? জিজ্ঞাসা করল লেবেডেফ।

ভাল, বলল মিসেস মরিসন। তবে খুব চড়া।

আমি একটু চড়া তামাক খেতে ভালবাসি। খাঁটি ভিলসা তামাক, সত্তর টাকা মণ, মেসার্স লী এণ্ড কেনেডির দোকান থেকে কেনা।

ম্যাকনাবের চোখ মদের ঘোরে রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে বলল, হ্যালো, গেরাসিম, তোমার সেই চোর-নায়িকা কেমনতর শয্যাসঙ্গিনী? আমি তার সঙ্গে এক রাত্রি শুতে চাই।

লেবেডেফ প্রতিবাদ করল, একজন মহিলার সামনে এই সব কথা বলতে তোমার মুখে আটকাচ্ছে না?

বাই জোভ, ম্যাকনাব বলল, তোমার স্ফূর্তি করতে যদি না আটকায় ত আমার বলতে আটকাবে কেন? আর এই সুন্দরী মহিলাটি আমার মধুর ভাষণ উপভোগ করছে।

ইউ আর এ নটি বয়, মিস্টার ম্যাকনাব। বলল মিসেস মরিসন, আর মুখনল দিয়ে ম্যাকনাবের বর্তুল গণ্ডদেশে আলতো করে আঘাত দিল্।

ইউ আর এ ক্লেভার গার্ল, মিসেস মরিসন, ম্যাকনাব বলল, মিথ্যা চুরির দায়ে কেমন তোমার স্বামীর উপপত্নীকে সাজা দেওয়ালে।

মরিসন মদের পাত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে এল, তাকে দেখে ম্যাকনাব নীরবে সরে পড়ল। সেদিনের সেই ঘুসির কথা নেশার ঝোঁকেও মরিসন ভোলেনি। সে টলতে টলতে এগিয়ে এসে লেবেডেফের কলার চেপে ধরল। জড়িত কণ্ঠে বলল, ইউ ব্লাডি রাশিয়ান বেয়ার, আমার কনকুবাইনকে কেড়ে নিয়েছিস, আবার আমার ওয়াইফকে কেড়ে নিতে চাস?

বব ডিয়ার, লুসি মরিসন স্বামীকে টেনে নিল নিজের কাছে। বলল, আমি তোমায় ছাড়া আর কাউকে জানিনা।

মরিসন স্খলিত স্বরে লেবেডেফকে করুণ অনুনয় করল, ইউ ডার্লিং রাশিয়ান্ বেয়ার, তুমি আমার ওয়াইফকে নাও, আমার কনকু-বাইনকে ফিরিয়ে দাও।

নেশার ঝোঁকে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল মরিসন। তার স্ত্রী রুমাল দিয়ে তার চোখ মোছাতে লাগল।

লেবেডেফ সরে পড়ে এই দাম্পত্য পরিবেশ থেকে। ওদিকে শিল্পী জোসেফ ব্যাট্ল্ বারিস্টার জন শর হিন্দুস্তানী উপপত্নীর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। লেবেডেফ ধীরপদে সেই দলে গিয়ে ভিড়ল।

ব্যাট্ল্ বলছিল, ম্যাডাম শ, অনেকদিন থেকে তোমার একটা পোর্ট্রেট আঁকার ইচ্ছা আছে।

পানের ডিবা থেকে পান দোক্তা বার করে মুখে পুরে জন শর হিন্দুস্তানী উপপত্নী শুধু মিষ্টি করে হাসল।

ব্যাট্ল্ বলল, তুমি একটি ভিজে শাড়ী পরবে। তোমার গায়ের উপর সেটা লেপটে থাকবে। সেই ছবি হবে আমার মাস্টারপীস্।

জন শ বাধা দিয়ে বলল, মিস্টার ব্যাট্‌ল্‌, সে আনন্দ থেকে তুমি বঞ্চিত হবে যদি না আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে রাজি থাক। আ যা মেরি জান।

জন শ ব্যাট্‌লের অবাঞ্ছিত সান্নিধ্য থেকে উপপত্নীকে কোমর জড়িয়ে অন্যত্র টেনে নিয়ে গেল।

ব্যাট্‌ল্‌ এক গলা মদ গিলে বলল, ক্রাইস্ট, লোকটার কোন রসকস নেই।

সুযোগ বুঝে একটু অন্তরঙ্গ হয়ে এল লেবেডেফ, বলল, তুমি ঠিক বলেছ, লোকটার সত্যি রসকস নেই। তোমার মত এত বড একজন শিল্পী যদি ওই মহিলার ছবি আঁকে ত উনি চিরকালের মত বিখ্যাত হয়ে উঠতেন।

তোষামোদে গলল ব্যাট্‌ল্‌, বলল, আমাকে স্নান-প্রত্যাগতা ব্ল্যাক গার্লের ছবি আঁকতে দিল না। সারা দেহে ভিজে কাপড় লেপ্টে থাকবে, সেটা নগ্নতার চেয়েও আকর্ষক হবে। শুনেছি তোমার থিয়েটার দলে এমন অনেক দেশী মেয়ে আছে যাদের দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, না কি যেমন তাদেব চিকণ চর্ম, তেমনি তাদেব পুষ্ট যৌবন। এ কথা কি সত্যি?

লেবেডেফ অস্বীকার করল না যদিও এ প্রসঙ্গ তার পছন্দ নয়।

বাই জোভ্‌, বলল ব্যাট্‌ল্‌, তাহলে ত তোমাব বাড়া একদিন ধাওয়া করতে হবে।

তিন নম্বর ওয়েস্টন লেন, লেবেডেফ বলল, তোমায় ত কতবার ডেকে পাঠিয়েছি, তুমিই ত আসতে চাও না।

যাব, একদিন লুকিয়ে যাব। ব্যাটল বলল, বোঝই ত রোওয়ার্থ জানতে পারলে—

বলতে না বলতে কোথা থেকে রোওয়ার্থ এসে হাজির। বোধ হয় দূর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে রোওয়ার্থের সন্দেহ হয়েছিল। মদের পাত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে সে বলল কঠিন কণ্ঠে, তোমরা কিসের ষড়যন্ত্র করছ?

ব্যাট্‌ল্ বলল, কিসের আবার? আমরা নারীদেহের সৌন্দর্য বিচার করছি?

না, ঐ রুশ এডভেঞ্চারার তোমার বয়স্য হতে পাবে না। তাতে আমার থিয়েটারের বদনাম হয়ে যাবে। ভুলে যেও না আমি তোমায় মাইনে দিই। বেশ চড়া স্বরেই বলল রোওয়ার্থ।

আমি তোমায় আরও বেশি মাইনে দেব, দৃঢ় কণ্ঠে বলল লেবেডেফ।

ইউ ব্লাডি সোয়াইন, রোওযার্থ গর্জে উঠল। তুই আমার শিল্পী ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যেতে চাস? তবে এই নে।

রোওয়ার্থ মদের গেলাসটা ছুঁড়ে মারল লেবেডেফের মুখ লক্ষ্য করে। নেশায় আর উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল। তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। মদের গেলাস ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু এদিকে অভ্যাগতেরা কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। এরকম ব্যাপার ঘটেই থাকে। জগন্নাথের বেয়ারার দল ভাঙ্গা কাচের টুকরো কুড়িয়ে নিল।

ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াল না। সারেঙ্গী আর তবলা, নর্তকীর নূপুর-নিক্কণ ওদের আকৃষ্ট করল। বাই-নাচ শুরু হল। জিন্নৎবাইএর নাচ। ঘাঘরা পরে ঘোমটা দিয়ে বাই নাচছে। মুসলমান বাইজা, মুসলমান বাদ্যকর। শহর কলকাতার হিন্দু বাবুদের দুর্গোৎসবের তারাও অঙ্গ।

বাই-নাচে লেবেডেফের আগ্রহ নেই, সে কেবল ভাবছে কুসুম কখন বৌ-নাচ নাচবে। ব্যাটলের মনে একবার নেশা ধরে গেলে হয়। শিল্পী মানুষ, একটু ক্ষ্যাপাটে হয়। একবার যদি চোখে ধরে যায় কুসুমকে। লেবেডেফ ব্যাটলকে দূর থেকে চোখে চোখে রাখছে। এদিকে জগন্নাথ গাঙ্গুলির নেশা জমে উঠেছিল। সেও বাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে সুরু করল। জগন্নাথের মাথায় মদের পাত্র। দুই হাতে ক্লারেটের বোতল, সে কায়দা করে ভারসাম্য রেখে বাইয়ের সঙ্গে নাচ-ছিল। ভুঁড়িওয়ালা বাবুটিকে ঠিক বিদূষকের মত লাগছিল। সাহেব মেমেরা মজা পেয়ে হাসির হররা তুলছিল।

বাই-নাচ শেষ হয়ে গেল। এইবার বৌ-নাচ। ঢোল কাঁসি আর সানাইএর সঙ্গে বৌ-নাচবে। কুসুম নাচ ঘরে ঢুকল। আজ তাকে চেনা যায় না। হলুদপেড়ে পাতলা লাল শাড়ী পরেছে সে। শাড়ীর স্বচ্ছতায় তার শরীরের প্রতি অঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যাটল বলেছিল, নগ্নতাব চেয়েও আকর্ষক। এও তাই। কুসুমের চোখে কাজল, গালে আলতা, ঠোঁটে পানরস, গলায় সুগন্ধ জুঁই ফুলের গোড়ে মালা। কুসুম ঘোমটা দিয়েছে। কোমরে কাপড় জড়িয়েছে। ঘুরে ঘুরে বৌনাচ নাচছে আব বিদ্যাসুন্দব গাইছে। নাচের ছন্দে তাব ঘোমটা খসে পড়ছে, বুকের কাপড় সবে যাচ্ছে। সাহেবদের চোখের কামনা উদগ্র হয়ে উঠছে। লেবেডেফ সেই ফাঁকে ব্যাটলেব পাশে এসে বসল। কুসুম লেবেডেফকে দেখতে পেল, চোখে বিলোল কটাক্ষ। কিন্তু লেবেডেফ সেই কটাক্ষে ভোলবার পাত্র নয়। ব্যাটল এবার লেবেডেফেব পাশে উঠে দাঁড়াল। চুপিচুপি লেবেডেফ বলল, ঐ নাচওয়ালী আমার থিয়েটারেব প্রধান গায়িকা। লোলুপ হল ব্যাটলেব মদিবারক্তিম দৃষ্টি। কুসুমেব চোখ পড়ল ব্যাটলের দিকে। দুজনেরই চোখে চুম্বকের আকর্ষণ। কুসুম ঘন ঘন কটাক্ষ ছুঁড়ে মারল জোসেফ ব্যাট্‌লের দিকে, শিল্পী চঞ্চল হয়ে উঠল। তার দেহ কামনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল। কুসুম নেচে নেচে এগিয়ে এল শিল্পীর দিকে, নিজের গলা থেকে জুঁই ফুলের মালা খুলে কুসুম শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিল। শিল্পী লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল কুসুমকে। ঐ সভাস্থলেই কিনা জানি কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে পড়ে। জগন্নাথ ইচ্ছায় হোক, নেশার ঝোঁকেই হোক ব্যাপারটিকে তরল করে দিল। জগন্নাথ সেই মুহূর্তে লাল কাপড় পরা কুসুমের পয়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে উঠল, মা-মা-মাগো—তুমি স্বয়ং মহিষমর্দিনী দুর্গা, আমি তোমার মহিষ, আমায় বধ কর মা, আমায় বধ কর।

জগন্নাথের আকস্মিক ভাঁড়ামিতে ব্যাট্‌লের লালসার উচ্ছ্বাস চুপসে গেল। হাসির হুল্লোড়ে নাচঘর মুখরিত হয়ে উঠল।

॥ পাঁচ ॥

পাশের হল ঘরে মহলা চলছিল। তারই ফাঁকে এক সময় নীলম্বুর ব্যাণ্ডো অভিযোগ করল লেবেডেফের কাছে। দ্বিতীয় ক্রিয়ার শেষ দৃশ্যটি ইংরেজিতে বলা হবে। কিন্তু অনেকেই ভাল মত ইংরেজি বলতে পারছে না। নীলম্বুরের অহংকার সে ভাল ইংরেজি বলে। গোলোক দাসের কাছে নীলম্বুর এই কথা বলতে, গোলোক বলল যে তার মতে নাটক থেকে ইংরেজি কথাবার্তা বাদ দেওয়াই উচিত। লেবেডেফ জানে গোলোকের মতামত। গোলোক প্রথম থেকেই বেসুরো গাইছে। নাটকটির ভাষা বাংলা হোক। তাতে মাঝে মাঝে মুর ভাষা কি ইংরেজির ফোড়ন থাকুক। তাই বলে পুরো একটি দৃশ্য ইংরেজি জবানে হবে, সেটা তার মোটেই পছন্দ নয়। লেবেডেফ শুধু ইউরোপীয়দের মুখ চেয়ে ব্যবসার খাতিরে ইংরেজি বজায় রেখেছে। গোলোক দাস স্পষ্টই বলেছিল। সাহেব, দু'নৌকায় পা দিয়ে চলা ঠিক হবে না। তুমি বাংলা নাটক করতে চাও ত বাংলাই কর। আর ইংরেজি চাও ত ইংরেজি নাটকেই হাত দাও। কিন্তু লেবেডেফ গোলোকের সে উপদেশ সংক্ষিপ্ত নাটিকার বেলায় মেনে নিলেও পুরো নাটকের বেলায় হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কেন না অনেক টাকা তাকে থিয়েটারের পিছনে ঢালতে হচ্ছে, সাবধানে না চললে সব টাকা ডুবে যেতে পারে।

নীলম্বুর বলল, ইংরেজি অংশে যদি কোনও মেমকে নামান যেত, তবে ভাবি ভাল হত, স্যার। মেমের সঙ্গে নাটক না করলে কি জমে? বাঙ্গালী মেয়েছেলে আবার নাটক করবে কি?

তুমি মেমের সঙ্গে নাটক করেছ? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

কোথায় আর চান্স পেলুম, স্যার? নীলুম্বুর বলল। একবার চান্স পেলে ফাটিয়ে দিতুম। সাহেব-মেমদের নাটক দেখার জন্যে

প্রথম প্রথম ক্যালকাটা থিয়েটারে টিকেট কেটে যেতুম, স্যার। ড্যাডি কত মারপিট করেছে। কিন্তু ও একটা নেশা, স্যার। যখন টাকা শর্ট পড়ল তখন ঐ থিয়েটারের গেট্‌কিপারের কাজ নিয়ে বসলুম। ব্রাহমিন্ সন্ দরোয়ান। বন্ধুরা ঠাট্টা করত। ড্যাডি ত্যজ্য পুত্র করলে কিন্তু থিয়েটার আমি ছাড়িনি স্যার, গেট কিপার হ'য়ে কত থিয়েটার দেখলুম সাহেব-মেমদের—মিড নাইট আওয়ার, বারনাবি ব্রিট্‌ল্, ট্রিপ টু স্কটল্যাণ্ড, ক্রোনোন্‌বোটোম্‌থোলোগেস—লাফিং লাফিং বেলি বার্‌স্ট্। লাইন বাই লাইন কমিট টু মেমারি। লিসিন্—

নীলুম্‌বুর গড় গড় করে ইংরেজি ডায়লগ মুখস্ত বলে গেল।

লেবেডেফ তার পিঠ চাপড়ে বলল, ব্রেভো, তুমি থিয়েটার করা শিখলে না কেন?

শিখতে চেয়েছিলুম স্যার, নীলুম্‌বুর বলল, ঐ যে ক্যালকাটা থিয়েটারের ম্যানেজার আছে মিস্টার স্টুবিজ, তাকে কত ফ্ল্যাটার করলুম। তার ঘোড়ার লাগাম ধরলুম, ক্রিসমাসে ডালি পাঠালুম। এমন কি তার ফেনসিং স্কুলে খিদ্‌মদ্‌গারি করলুম। সাহেব খুসি হয়ে স্টেজে ঢুকতে দিলে একটর্ হিসেবে নয়, স্যার, স্টেজহ্যাণ্ড হিসেবে। তবে আমিও ক্লেভার চ্যাপ্। উইং এর ধার থেকে ফাঁক পেলেই থিয়েটারী পোজ্ মক্স করে নিতুম।

তুমি ক্যালকাটা থিয়েটার ছেড়ে চলে এলে কেন?

আপনার এখানে একৃট্ করার একটা চ্যান্স পাব বলে। নীলুম্‌বুর বলল, তবে চুপি চুপি একটা কথা বলি, স্যার। ঐ নেকি নেকি ব্যাকি গের্লের সঙ্গে একৃট্ করতে তেমন ফিলিং আসে না, স্যার্। একৃট্ করত যদি গডেস-লাইক মেম, দেখতেন তবে ফাটিয়ে দিতুম।

ছেলেটিকে বেশ মজার লাগছিল লেবেডেফের। হাসির নাটকে এমন ফড়ফড়ে প্রাণবন্ত যুবক ত চাই। লেবেডেফ বলল, তুমি হতাশ হইও না, ব্যাণ্ডো, হয়ত একদিন তোমার আশা পূর্ণ হইবে।

তার মানে?

মানে একদিন আমার থিয়েটারে ইংলিশ নাটকও খুলিব। ইংলিশ এক্টর্ এক্ট্রেস্‌রাও অভিনয় করিবে।

মাইরি বলছেন, স্যার ? নীলুম্বুর বলল, তাহলে আপনি এই নেটিভ বেঙ্গালী ফার্স তুলে দেবেন ? কবে, স্যাব, কবে ?

গভর্ণর জেনারেলের কাছে দরখাস্ত দিয়েছি। লেবেডেফ বলল, বেঙ্গালী অভিনয় যদি ভাল হয় তবে দরখাস্ত নিশ্চয় মঞ্জুর হইবে।

তখন আপনার ইংলিশ থিয়েটারে আমায় একটু করতে দেবেন ত, স্যার ? নীলম্বুব কাতর কণ্ঠে বলল, অন্তত বেয়াবা-বাবুর্চি কি হুকাবরদারের পার্ট দেবেন ?

তোমায় আমি নিশ্চয় ভাল পার্ট দিব ?

খটাং করে জুতো ঠুকে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে নীলুম্বুর বলল, আপনি আমাব রিলিজান্-ফাদাব, স্যাব। ধর্মের বাপ। আমি আজই মিস্টার সুবিজকে শুনিযে আসছি, তুমি ত ছোন অ্যাশ-সাহেব, ছাই সাহেব, মিস্টাব লেবেডেফ ভেবি ভেবি বিগ্ সাহেব। গ্রেটেস্ট্ অব গ্রেট্ সাহেব।

না না, ব্যাণ্ডো, লেবেডেফ বলল, এখনও এ সব কথা কারুকে বলিও না। কথাটা গোপন।

মাদার ব্ল্যাকিস্ ওথ্ স্যার, মা কালীব দিব্যি। আমি কাউকে বলব না। নীলম্বুব প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই গোলোকনাথ দাস ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল।

মিস্টাব লেবেডেফ, গোলোক জিজ্ঞাসা করল, তুমি নীলাম্বরকে কি বলেছ ?

কেন কি বল্‌ছে সে ?

হল ঘরে বড আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে রকমারি সাহেবী পোজ দিচ্ছে আব আয়নার প্রতিবিম্বকে বলছে, মিস্টার লেবেডেফ ইংলিশ থিয়েটাব খুলছে আব আমায় তার হিরো করছে। মাদার ব্ল্যাকিস ওথ্, ব্যাণ্ডো, ইউ উইল বি এ হিরো উইথ মেম

হিরোয়িন্। আবার নতুন করে পোজ দিচ্ছে, আবার বলছে।

ছেলেটা পাগল না কি ?

পাগল্ তুমি।

তার মানে ?

আব লোক পেলে না। ঐ নীলাম্ববকে বলে বসলে যে ইংলিশ থিযেটাব খুলছ।

তাতে কি হযেছে ?

সর্বনাশ হতে পারে।

কেন, কেন ?

এই খবব মিস্টাব বোওযার্থেব কানে গেলে সে ত হন্যে হয়ে উঠবে। একটি বাঙ্গালী থিয়েটাব খুলছ বলে তাব কত আপত্তি, আব যদি সে শোনে তুমি ইংলিশ থিয়েটাবেব জন্যেও দরখাস্ত দিযেছ, রোওয়ার্থ তোমাব সর্বনাশ করবে।

আমি এতটা তলিযে দেখি নাই। ব্যাঙোকে বারণ কব্যে দাও ও যেন একথা আব ফাঁস না কবে।

তাব চেযে টেবেটি বাজাবে ঢাক পেটালে কথাটা গোপন থাকতে পারে।

লেবেডেফেব কৃশ বক্ত গবম হয়ে উঠল। সে ঈষৎ উষ্ণ হযে বলল, তোমবা সবাই কেবল রোওযার্থেব ভয পাচ্ছ। ম্যাকনাব বলল, রোওয়ার্থ তোখড লোক। কর্নেল কিড্ বলল, লোকটা ভাবি চতুর। তুমি বলছ. সে সর্বনাশ করবে। লোকটা রগচটা সন্দেহ নেই, কিন্তু আমিও কি কচি খোকা ? আমিও কি নিজের চেষ্টায় এতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি কবিনি ? আমি তোমাব সঙ্গে বাজি বাখছি তুমি দেখে নিও রোওয়ার্থের ক্যাল্‌কাটা থিযেটাব জাহান্নমে যাইবে। কিন্তু আমার নতুন থিয়েটার জম্যে উঠিবে।

গোলোক বলল, মিস্টার লেবেডেফ, তুমি বাদ্যকর। তুমি সঙ্গীত-শিল্পী. তুমি ভাষাতত্ত্ববিদ, তুমি স্বপ্নালু। কিন্তু মিস্টার রোওয়ার্থ

নিলামদার, ব্যবসায়ী, ধূর্ত্ত। তুমি রুশদেশবাসী, রোওয়ার্থ ইংলিশম্যান। তুমি একা, রোওয়ার্থের পিছনে আছে কোম্পানী-বাহাদুর।

লেবেডেফের উৎসাহে যেন একটু ভাঁটা পড়ল। সে বলল, বাবু, আমি রুশ, আমি পিছু হটিব না।

গোলোকনাথ দাস যতটা ভয় পেয়েছিল, তার সঙ্গত কারণ লেবেডেফের কাছে ধরা পড়ল না। মহলার কাজ নির্বিবাদে চলছিল। ছোট হীরামণির মনে ক্ষুব্ধ অভিমান। তার ধারণা ক্লারা অর্থাৎ সুখময়ের পার্টটা সে গোলাপসুন্দরীর চেয়েও অনেক ভাল করতে পারত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে বার বার এই কথা জানিয়েছে। কিন্তু গোলাপসুন্দরী অর্থাৎ চম্পা সুখময়ের পার্ট এত প্রাণময় করে তুলেছে যে গোলোক আর লেবেডেফের পছন্দ ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। চম্পা সমস্ত পার্ট মুখস্থ করেছে। কথাগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ করে। বলবার সময় প্রতিটি ভাব বুঝে বুঝে প্রকাশ করে যেন কতদিনের অভিজ্ঞা অভিনেত্রী। সে সবার সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল, কেবল ছোট হীরামণি ছাড়া। চম্পার প্রতি ছোট হীরামণির একটা মেয়েলি ঈর্ষ্যা ছিল। থিয়েটারের দলে এরকম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এ বিষয়ে পরিচালককে একটু কড়া হতেই হয়।

চম্পা মরিসনকে আর বাড়ী ঢুকতে দেয় নি। আর মরিসনও যেন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। এটাও সুলক্ষণ যে সে চম্পার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত করতে আসে নি। স্কিনারের খবরদারী বোধ হয় সুফল দিয়েছিল।

কুসুমের গান ভালই হচ্ছিল।

থিয়েটার বাড়ী প্রায় উঠে এল। এর অঙ্গ-সজ্জার দিকে এবার নজর দিতে হবে।

অভিনয়-ক্রিয়ার মধ্যে মধ্যে দর্শকদের আনন্দ বিধানের জন্যে যে ভোজবাজির কথা ভেবেছিল লেবেডেফ, সেটারও সুরাহা হয়ে গেল

আশ্চর্য ভাবে। সে অনেকদিন থেকে সন্ধান করছিল একটি ভাল ভারতীয় বাজীকরের। কিন্তু সুবিধামত কোন বাজীকর পাওয়া যায়নি। গোলোক দাসও এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করতে পারল না।

লোকটির নাম কণ্ঠিরাম। তাকে লেবেডেফ প্রথম দেখে এক চড়ক উৎসবে। চিৎপুরের রাস্তায় সংখ্যাহীন ঢাক আকাশ বিদীর্ণ করছিল। পথিপার্শ্বে কোঠা বাড়ীর বারান্দায় নরনারীর কোলাহল তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কালীঘাট থেকে কসাইটোলা ধরে চড়কের সন্ন্যাসীর দল ভিড় করে এগিয়ে চলেছিল. বাণফোঁড়া শরীর রক্তাক্ত, শারীরিক কষ্টের যেন চিহ্নমাত্র নেই তাদের আকার ইঙ্গিতে। সং দেখার জন্যেও লোকে ভিড় করেছিল। বাঁশ বাঁকারি আর কাগজ দিয়ে পাহাড় মন্দির ময়ূর-পংখী আরও কত কি তৈরী হয়েছিল। একটি সং এখনও মনে পড়ে লেবেডেফের। একজন ভণ্ড তপস্বী সেজেছিল। সে বিচিত্র ডাণ্ডিওয়ালা তক্তার উপর বসে ধ্যান করছিল। বেহারাগুলি সেই তক্তা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল আর ভণ্ড তপস্বী মালা জপার সঙ্গে সঙ্গে শুধু স্ত্রীলোকদের দিকে চেয়ে চেয়ে গিলে খেতে যাচ্ছিল। সে একবার বারান্দায় অবস্থান-কারিণী দেবীদের চোখ দিয়ে গিলছিল আবার যেন ধরা পড়ে গিয়ে দ্রুত মালা জপে সম্মুখের পুতুল দেবতাকে ঢিপঢিপ করে প্রণাম করছিল। একটা খোলা জায়গায় চড়ক-গাছ পোঁতা হয়েছিল। একজন সন্ন্যাসী পিঠ ফুঁড়ে আর একজন জঙ্ঘাতে বাণ ফুটিয়ে শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাদের আহত চর্ম থেকে রক্ত ঝরে ঝরে ছিটিয়ে পড়ছিল। কোনও কষ্টেই যেন ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের ঘুরপাক খাওয়া হয়ে গেলে চড়ক গাছে উঠল একটি যুবক ও একটি যুবতী। যুবকটির মিশ-মিশে কালো রং, যুবতীটি তথৈবচ। কিন্তু যুবকটি রং মেখে সাহেব সাজবার চেষ্টা করেছিল, পরণে জুতো মোজা, লাল পেন্টালুন, নাল কোট, হলদে টুপি, হাতে একটা খালি থলি। যুবতীটি পরেছিল ঘাঘরা কামিজ আর উত্তরীয়। যুবকটি হাঁক পাড়ছিল, "লাগ্ ভেলকি লাগ। কণ্ঠিরামের তাগ॥ ভোজ রাজার চেলা। ভানুমতীর খেলা॥"

ওরা যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, কি উল্লাস দর্শকদের! ঘূর্ণীর মধ্যে টুপি উত্তরীয় উড়ে গেল। বেশবাস বিস্রস্ত। কিন্তু যুবকটি থলি আঁকড়ে রেখেছিল। হঠাৎ থলির মধ্যে থেকে সে গোটা ছয়েক পায়রা ছেড়ে দিল। তাজ্জব ব্যাপার! ঐ ঘূর্ণীর মধ্যে কোথা থেকে এল পায়রা? পায়রাগুলো ঝাঁক বেঁধে চড়ক গাছের চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল। হর্ষে চিৎকার করে উঠল দর্শকের দল। কিন্তু এর পরেই তাদের ভীত আর্তনাদ। যুবকটি থলির মধ্য থেকে একজোড়া সাপ বার করল। সাপ দুটো আকাশে কিলবিল করতে লাগল। যুবকটি সাপ দুটিকে দর্শদের মধ্যে ছেড়ে দেবার ভয় দেখাল। ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জনতার মধ্যে, কে দ্রুত পালিয়ে যাবে সেই কারণে। কিন্তু যুবকটি সাপ দুটো ছুঁড়ে ফেলল না। যেন গপ গপ করে গিলে ফেলল। দর্শকেরাও আশ্বস্ত হল। যুবক-যুবতী চড়ক গাছ থেকে ঘমাক্ত কলেবরে নেমে এল। ঘুরে ঘুরে প্যালা চাইল। বেশ কিছু উপার্জন হল। ভিড়ের মধ্যে ছিল লেবেডেফ, তাকে দেখে যুবক-যুবতী বেশি করে সেলাম ঠুকল। লেবেডেফ খুসি মনে ওদের একটা সোনার মোহরই দিয়ে বসল। ওদের আনন্দ দেখে কে?

কি নাম তোমার?

কণ্ঠিরাম। এই আমার বৌ সরস্বতী।

তিন নম্বর ওয়েস্ট লেন। আমার ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা কর। তোমাদের মোটা লাভ হবে।

লেবেডেফ ক মাস ওদের প্রতীক্ষা করল কিন্তু ওরা এল না। হঠাৎ দুর্গোৎসবের পর দুজনে এসে হাজির। কণ্ঠিরাম সুর করে চেঁচাল, লাগ্ ভেলকি লাগ্। কণ্ঠিরামের তাগ॥ ভোজ রাজার চেলা। ভানুমতীর খেলা॥ সে খালি হাতে লেবেডেফের পেটের উপর হাত বোলাল, চোখের নিমেষে পেটের উপর থেকে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ বেরিয়ে এল। বাহাদুর ছেলে! লেবেডেফের দলের সামনে কণ্ঠিরাম খেলা দেখাল। সে মদের গেলাস কড়মড় করে চিবিয়ে খেল, লম্বা

তরোয়াল মুখের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দিল, মুখের মধ্যে থেকে আগুন ছোটাল। তাজ্জব কাণ্ড!

লেবেডেফ সস্ত্রীক কষ্ঠিরামকে ভোজবাজির জন্যে বহাল করল। গোলোকনাথ দাসের অবশ্য এসব ভোজবাজি পছন্দ নয়। সে কেবল বলে, বাজীকর লোকগুলোকে বিশ্বাস করতে নেই। ওরা সব পারে। তাছাড়া নাটক করতে চাও, নাটক কর। তার মধ্যে রং তামাসা ভোজ বাজির দরকার কি?

লেবেডেফ বিজ্ঞের মত বলে, দর্শকেরা এই সব চায়। দেখ না ক্যালকাটা থিয়েটারে প্রহসনের সঙ্গে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ, বাচখেলার নকল দেখায়।

গোলোক আরও কত কি বলতে চাইল। কষ্ঠিরাম হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, লাগ্ ভেলকি লাগ্। কষ্ঠিরামের তাগ॥ সে গোলোকের কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে টিকির বদলে একটা টিকটিকি বার করে দিল। গোলোক হাসবে কি রাগ করবে বুঝতে পারল না, শেষ পর্যন্ত অন্য সকলের সঙ্গে গোলোকনাথ দাসও হো হো করে হেসে উঠল সে আর কোনও আপত্তি তুলল না।

থিয়েটারের পোশাক-আশাকেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দেশি পোশাক-আশাক। এ বিষয়ে গোলোকনাথ দাসই অগ্রণী। সে লেবেডেফের চেয়ে নিশ্চয় বোঝে ভাল। তবু লেবেডেফের উৎসাহে জামা-কাপড়গুলি একটু বেশি রংচং হয়েছিল। লেবেডেফের ধারণা থিয়েটার বাস্তব নয়, বাস্তবের নকল। আসলে এটা সবটাই নকল। তাই পোশাক পরিচ্ছদেও বর্ণের প্রাচুর্য। লেবেডেফ বলে, তোমাদের বাঙালীর সাজ পোষাকে রং নেই। সবই কেমন আধ-ময়লা সাদা-সাদা। স্টেজের উপর রং চাই। জ্বলজ্বলে রং যেটা তেলের আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।

লেবেডেফ একদিন চম্পাকে সঙ্গে করে চীনা বাজারে নিয়ে গেল। তার খেয়াল হল, অভিনেত্রীদের মধ্যে সে চম্পাকেই নিয়ে যাবে,

কুসুমের পরিহাস ও ছোট হীরামণির ঈর্ষ্যা প্রবলতর হয়ে উঠবে, উঠুক। প্রথম থেকে চম্পার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে লেবেডেফের। মেয়েটির হাসি, চাঞ্চল্য, বাৎসল্য, অশ্রু সব কিছুই যেন লেবেডেফকে আকৃষ্ট করে। তবু গোলোকনাথ দাসের পালিতা আত্মীয়া বলে লেবেডেফ কেমন একটু দূরে সরিয়ে রাখে চম্পাকে। চম্পাও দূরত্ব কমিয়ে আনে না। কুসুম যেমন গায়ে পড়া, চম্পা সে রকম মোটেই নয়। অথচ এক একবার মনে হয় চম্পাকে কাছে টেনে আনা কত সহজ। ম্যাকনাব জিজ্ঞাসা করেছিল, চোর-নায়িকা কেমনতর শয্যাসঙ্গিনী ? অবসর মুহূর্তে লেবেডেফের মনে সে প্রশ্নও উঁকিঝুঁকি মারে।

চীনা বাজারে ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে ওদের দুজনের গায়ে গায়ে ঠেকল অনেক বার। বেশ লাগল লেবেডেফের। নারী তার কাছে নতুন নয়। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর জীবনে লেবেডেফ ব্রহ্মচর্য ধারণ করে থাকেনি। তবু এই বিচিত্র প্রাক্তন ক্রীতদাসী যেন নতুন কৌতূহল জাগিয়ে তুলছে লেবেডেফের মনে। চম্পাকে সে বহির্বাটিতে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। একি শুধু বিপন্নাকে রক্ষা কববার উদ্দেশ্যে ? চম্পা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কারণ সে গোলোক দাস মারফৎ জানিয়েছিল, লোকের কুৎসা সাহেবের থিয়েটারের ক্ষতি করবে। কিন্তু কুৎসার ভয় লেবেডেফ করে না। যদি করত তাহলে খাঁচা-রথাসীনা চোর-অপবাদ-পাওয়া নারীকে সে নায়িকার পদ দিত না। লেবেডেফ জানে নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কুৎসা-কাহিনী অনেক সময় উপকার করে।

লেবেডেফের সঙ্গে বাজারে এসে চম্পাও খুব খুসি। সারিসারি রকমারি দোকান। সিল্ক, লেস, মিঠাই, মাছ, মদ, চীনাবাক্স, পালকের পাখা, কাঁচের পাত্র, ঘোড়ার সাজ—কি নেই সেই বাজারে। সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন থেকে পণ্য দ্রব্য এসে বোঝাই হয়েছে ঐ সব ছোট বড় দোকানে। সরু সরু পথ, নোংরা, ধূলিধূসর, সিঁড়ির

ধাপ ভাঙ্গাচোরা, কিন্তু দোকানের মধ্যে আজব কামরা।

এই দোকান সার্—এই দোকান—ভেরি ফাইন গু-ব্ল্যাকিং আাই গট সার্!

সালাম সার। বেরি ফাইন বেলাক্ বিভাব হ্যাট আই গট। মাস্টার কাম ওয়ান্স এণ্ড সি!

মাই শপ্ স্যাব! সিল্ক লেস—পেলেট গেলাস—গুড সারভেন্ট স্যার—বডিস্ বেলাউজ ম্যাকাসাব অযেল। সিল্ক এসস্টকিং, ইণ্ডব গুড সেলেভ্ স্যার।

দোকানীবা যেন টানাটানি কবে।

লেবেডেফ ভিড ঠেলে চম্পাকে নিযে এল বাবুবাম পালের কাপড়ের দোকানে। বিবাট বড দোকান। গেলাসেব আলোয ঝক-মক করছিল। কি বংএব বকমাবি! কি কাপডেব নক্সা!

খোদ বাবুবাম দাসানুদাসের ভাব নিযে লেবেডেফকে আমন্ত্রণ জানাল। সঙ্গে সঙ্গে চম্পাকেও। তাদেব কোথায বসায, কিভাবে আপ্যায়ন কবে বাবুবাম পাল যেন বুঝতে পাবে না। সে শেষ পর্যন্ত পুরু গদির উপব গালিচা পেতে ওদেব বসাল। কমচাবীবা কেউ গোলাপ জল ছিটিযে দিল, আতব লাগিযে দিল, বড বড সিগাব আব পান এনে দিল। এত আদব আপ্যায়ন চম্পা বুঝি জীবনে কখনও পায নি। লেবেডেফ খুসি মনে চম্পাব মুখেব দিকে থেকে থেকে তাকাচ্ছিল। আনন্দে ভবপুব মেযেটিব মুখ।

বাবুরাম লেবেডেফকে চেনে। বড খরিদ্দাব। থিযেটাবেব জন্যে কাপড সেই মোটামুটি সবববাহ কবেছে। চিৎপুবেব দর্জিরা জামা কামিজ তৈবী কবছে। নতুন থিযেটাবেব মালিক স্বযং এসেছে সঙ্গে একটি দেশীয নাবী নিযে। বাবুবাম একেবাবে পুলকিত।

যেন সমস্ত দোকান উজাড কবে দিল বাবুরাম।

সত্যি বলছি, চম্পা বলল, এত রকমারি কাপড আমি জীবনে দেখিনি! কত রং, কত আকা জোকা! আমাব সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

সাহেব, আমি কিছুই পছন্দ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে সবই যেন পছন্দ করে বসি।

বাবুরাম বলল, মেম সাহেবের যা সুন্দর চেহারা, এই হলুদ রংটাই খুলবে ভাল।

লেবেডেফ বলল, এই ফিকে গোলাপীটা কেমন দেখাবে?

ছেঁড়া ময়লা গোলাপী শাড়ীতে খাঁচারথে লেবেডেফ চম্পাকে প্রথম দেখেছিল।

বাবুরাম তোষামোদ করে বলল, সাহেবের যা বলিহারি পছন্দ! হলদে রং নয় ঐ গোলাপী রংএই মেমসাহেবকে হাজার গুণ সুন্দর দেখাবে।

কিন্তু চম্পা গোলাপী রং পছন্দ করল না। শেষ পর্যন্ত ফিকে সবুজ শাড়ী নিল।

বাবুরাম গদগদ্ হয়ে বলল, আহা মেম সাহেবকে সবুজ রংএ লক্ষ গুণ সুন্দর দেখাবে।

লেবেডেফ চম্পার জন্যে হলদে, গোলাপী, সবুজ রংএর তিনটে শাড়ীই অনেক দাম দিয়ে কিনল।

বাড়ী ফেরার পথে চম্পা কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল।

লেবেডেফ বলল, এত কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন নাই। আমি নিজের স্বার্থেই এগুলো তোমায় দিলাম। আমার নায়িকা সস্তা শাড়ী পরিবে, সেটা আমারই তুর্ণাম।

কথাটা যেন একটু বেফাঁস বলা হয়ে গেল। আমার নায়িকা! আমার থিয়েটারের নায়িকা বললে বোধহয় ভাল হত। আমার নায়িকা। বেশ ভাল লাগছিল কথাটি, আমার নায়িকা!

লেবেডেফ চম্পার মুখের দিকে গভীর ভাবে তাকাল। মেয়েটি তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে রাস্তার জনসমারোহ দেখতেই যেন উন্মুখ। লেবেডেফের বিভ্রান্ত উক্তি যেন তার কর্ণে প্রবেশ করেনি।

ক'দিন পরে চম্পা ধরে পড়ল, সাহেব, একদিন বিলাতি থিয়েটার দেখাবে বলেছিলে, দেখাও।

সত্যি ওকে থিয়েটার দেখান বিশেষ দরকার। কাজের ফাঁকে লেবেডেফ এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

নীলুম্বুর ব্যাণ্ডোকে সে হুকুম করল ক্যালকাটা থিয়েটারে বক্সের টিকিট কেটে আনতে। নীলুম্বুর ত মহাখুসি। ক্যালকাটা থিয়েটারে সে গেট-কীপার ও স্টেজহ্যাণ্ডের কাজ করত। সেখানে সবাই তার চেনা

সেখানে একটি প্রহসন হচ্ছে। বারনাবি ব্রিট্‌ল্। তার সঙ্গে নতুন একটি সংগীতানুষ্ঠান রুল্ ব্রিটানিয়া। ইংরেজদের দেশাত্মবোধ আছে। দেশ শাসনের অহংকার যেন ওদের পেয়ে বসেছে। নিজেদের শাসন বিস্তারের কথাকেও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তারা প্রচার করছে। ইংলিশ নরনারী দলে দলে তা শুনতে যাচ্ছে আর নতুন অহংকার নিয়ে ঘরে ফিরে আসছে। রাশিয়াও ক্ষমতায় পিছপা নয় কিন্তু নিজের দেশের গুণগরিমা লেবেডেফ স্বার্থনিমগ্ন এই ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ক্যালকাটায় কাকে শোনাবে? বরং এদেশের আসল বাসিন্দাদের কথা, এদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-ধর্ম-দর্শনের কথা লেবেডেফ পাশ্চাত্যকে শোনাতে চায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নীলুমবুর ফিরে এল শূন্য হাতে। তার গায়ের শার্ট ছিঁড়ে গেছে। পেণ্টালুন বিস্রস্ত, চোখের কোলে কালশিরে, কপালটা কেটে গেছে।

লেবেডেফ বলল, মিস্টার ব্যাণ্ডো, তোমায় টিকিট কাটতে বললুম, কপাল কাটলে কি করে?

ভেরী বিগ ফিস্ট-ফাইট, সার। নীলুমবুর বলল।

কার সঙ্গে?

ঐ হোয়াইটদের সঙ্গে, বলেই সে লজ্জিত হল। মানে ঐ বটন থিয়েটারের হোয়াইট গেট কীপারদের সঙ্গে।

কেন, কেন?

বলে আপনার লোকদের ক্যালকাটা থিয়েটারে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওদের কোনও টিকিট বিক্রী করা হবে না।

কে বললে ?

হোয়াইট গেট কীপার, সার। নীলুমবুর আস্ফালন করে বলল. আমি ডোণ্ট কেয়ার, সার। পায়ে একটি সিজার্স, সার, একটি কাঁচি মারলুম, গেটকীপার ধরাস্ ফল্। স্ট্রেট চলে গেলুম ম্যানেজার মিস্টার সুবিজের কাছে। ম্যানেজার আমাকে লাইক করত। সে বলল, নীলুম্ আমাদের থিয়েটারে চলে এস। একস্পিরিয়েন্সড্ স্টেজ হ্যাণ্ড চাই। তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব। আমি বললুম আই নো স্টেজ হ্যাণ্ড এনি মোর, আই এ হীরো। ম্যানেজার ক্ষেপে উঠল। আমিও ক্ষেপে উঠলুম। বললুম, লুক মিস্টার সুবিজ, ইউ এ এশ সাহেব ছাই সাহেব। মিস্টার লেবেডফ গ্রেটেস্ট অব্ গ্রেট সাহেব! সুবিজ এশ্ কথাটি বুঝল, এস্ অর্থাৎ গাধা। আর যায় কোথা! আমার ব্যা[illegible] পারশালে বড় কিক। আ[illegible] হয়[illegible]ট গেটকীপার মস্ত ফাইট।

ছি ছি, ব্যাপ্তো, তুমি মারপিট করেছ ?

কেন করব না, সার। নীলুমবুর বলল, আমার ইনসালট্ মানে ইওর ইনসালট্। আমি [illegible] এসেছি, মাদার ব্ল্যাকিস্ ওথ্, [illegible] কালীর [illegible] মিস্টার লেবেডেফ ইংলিশ থিয়েটার খুলবে, তখন তোমাদের [illegible] [illegible] ব্লাইণ্ড মানে কানা হয়ে যাবে

মাদার ব্ল্যাকিস্ ওথ, লেবেডেফ বলল। তোমার আর এসব কথা জাহির করিতে হইবে না।

যে আজ্ঞে সার। নীলুমবুর বলল, আপনি আমার রিলিজন ফাদার, ধর্মের বাপ। আপনি যা বলবেন তাই আমি মেনে চলব।

নীলাম্বর সেলাম ঠুকে চলে গেল। আজ আর থিয়েটার যাওয়া হল না। বোওয়ার্থ শুধু বগচটা নয়, ছোটলোকও। লেবেডেফের দলকে থিয়েটারে ঢুকতে দেবে না। জিদ চড়ে গেল লেবেডেফের। ক্যালকাটা থিয়েটারে যেতেই হবে। সে ক্যালকাটা গেজেটের পাতা ওলটাল।

ক ছাকাছি তারিখে ওদের কোনও অভিনয় নেই। ওদের ভিতরের অবস্থা যে খুব ভাল নয় তা সে জানে। বেশির ভাগ সময় থিয়েটার ভাড়া দিয়ে ওরা আয় করে। মিটিং, পার্টি, বলডান্স উপলক্ষ্যে থিয়েটার ভাড়া দেওয়া হয়। নতুন একটি সৌখীন দল চাঁদা তুলে কতকগুলি থিয়েটার করবে ক্যালকাটা থিয়েটারের মঞ্চে। তিরিশে অক্টোবর প্রথম অ ভনয়। একটি হাসির নাটক ট্রিক্ আপন্ ট্রিক্ বা ভিনটার্স ইন দি ম ডস্। ওর সঙ্গে একটি পরিচিত সঙ্গীতানুষ্ঠান দি পুওর সোলজার। লেবেডেফ লোক পাঠিয়ে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি বক্সের টিকিট কিনে আনাল।

শুক্রবার তিরিশে অক্টোবর। রাত্রি আটটায় ক্যালকাটা থিয়েটারে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে অভিনয়। সাহেবের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবে, এ কথা চম্পা চেপে রাখতে পারে নি। দলের সবাইএর কাছে গল্প করেছিল। হীরামণি ঈর্ষ্যায় মুখ ঘুরিয়েছিল কিন্তু কুসুম অভিমানে ঠোঁট ফোলাল।

কুসুম বলল, সাহেব, না হয় আমি এক্টো কবি না, শুধুই গান গাই, তাই বলে আমি বেলাতি সং দেখতে যাব না।

চম্পা বলল, কুসুমদি চলুক না। বাক্সয় জায়গা হবে না?

লেবেডেফ বক্সের মধ্যে চম্পাকে একটু নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু কুসুমের সামনে চম্পার প্রস্তাব এড়াতে পারল না। তাছাড়া কুসুমও ভাল গায়িকা, নাটকের প্রথমে ইণ্ডিয়ান সেরিনেড্। কুসুম গাইবে ভারতচন্দ্রের গান। ওকে দিয়েই উদ্বোধন। ওকেও খুসি রাখা দরকার।

কেন জায়গা হবে না? লেবেডেফ বলল, বেশত কুসুমও চলুক না।

দুজনে মহাখুশি। হীরামণির আরও মুখ ভার।

সন্ধ্যা হতে না হতেই কুসুম সেজেগুজে হাজির। সে সোনার কাজ করা নীল বেনারসী পরেছিল। তার ফর্সা রং ঝলমল করছিল।

এক গা গয়না। হাতে চুড়ি, বালা, বাজুবন্দ, গলায় তিননরি মুক্তো হার, মোহরের মালা, নাকে চুনির নাকছাবি, কানে চুনির দুল, মাথায় টিকলি, নিতম্বে চন্দ্রহার পাতলা কাপড় ভেদ করেও ঝিলিক মারছিল। আর চম্পা সেজেছিল অতি সাধাসিধে ভাবে। সে আজ নতুন গোলাপী সিল্কের শাড়ী পরেছিল, যেটা কদিন আগে লেবেডেফ পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল। হাতে গোটা কয়েক কাঁচের চুড়ি, গলায় পুঁতির মালা।

কুসুম বলল, তোর একি সাজ হয়েছে গোলাপী? হাত গলা যে খাঁ খাঁ করছে। তুই এমনি সাদামাটা সেজে আসবি জানলে আমি ঘটা করে সাজ করতুম না।

চম্পা বলল, আমি কি তোমার মত বড়লোক, কুসুমদি? গরীব মানুষ, অত সোনাদানা কোথায় পাব?

কুসুম ব্যঙ্গ করে লেবেডেফকে বলল, তোমার কেমন ধারা সোহাগ, সাহেব? গোলাপীকে একজোড়া সোনার কংকনও গড়িয়ে দিতে পারলে না?

চম্পা তাড়াতাড়ি বলল, জান কুসুমদি, সাহেব চীনেবাজার থেকে আমায় এই সিল্কের শাড়াখানা কিনে দিয়েছে।

দূর বোকা মেয়ে, কুসুম চম্পার গালে ঠোনা মেরে বলল, শুধু শাড়ী নিয়ে খুসি! সাহেবের কাছ থেকে সোনাদানা আদায় করে নে। আয় ভাই, তোর গলাটা ড্যাড ড্যাড করছে। এই মুক্তোর তিন নরিটা পর। তোর ময়লা রঙে মুক্তোর জেল্লা খুলবে ভাল।

কুসুম চম্পার গলায় নিজের মুক্তোর মালা পরিয়ে দিতে দিতে বলল, আবার আমায় এটা ফেরত দিবি আজই রাত্রে। আমার কিন্তু গয়নায় বড় মায়া।

লেবেডেফ একটা বড়সড় বাহারের পালকি ভাড়া করেছিল। পুরু গালিচা বিছান গদি। পালকির গায়ে রঙ্গিন কাঁচের, ভিতরে মোমের আলো জ্বললে বাইরে থেকে ঝিক-মিক করতে থাকে। উড়িয়া বেহারার দল উর্দিপরা, বেশ ভারিক্কি দেখায় তাদের। তিন চার জন

অনায়াসে পালকিতে বসতে পারে। লেবেডেফ আজ একটু ঘটা করেই ক্যালকাটা থিয়েটারে যেতে চায়। তাই পালকির সামনে আসা-সোটা নিয়ে বরকন্দাজ ছুটবে। সঙ্গে থাকবে পথ আলো করার জন্যে দুজন মশালচি। রুশীয় ব্যাণ্ড-মাস্টার লেবেডেফ গায়িকা আর নায়িকা নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। রোওয়ার্থের দল দেখুক, লেবেডেফ ওদের মোটেই ভয় করে না।

পালকির মধ্যে দুই যুবতী সঙ্গে নিয়ে যেতে বেশ লাগছিল লেবেডেফের। বেহারার দল সুর করে হুহুঙ্কার দিচ্ছিল। দুলকি তালে পালকি চলছিল। ভিতরের মোম বাতির আলোয় মেয়ে দুটিকে মনোরম দেখাচ্ছিল। কুসুমের উষ্ণ সান্নিধ্য লেবেডেফ অনুভব করছিল কিন্তু চম্পা যেন একটু দূরবর্তিনী। পথের লোক ঐ বাহারি পালকি আর তার বিচিত্র যাত্রীদের উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখছিল। লেবেডেফের মনে হচ্ছিল যেন সে প্রাচ্যের নবাব। হারেমের সেরা-হুরীদের নিয়ে বিহার করতে চলেছিল।

রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছন দিকে ক্যালকাটা থিয়েটার। আসন্ন রাত্রি। এদিকটায় খুব ভিড় নেই। তবে থিয়েটারের সামনেটা বগি, ফিটন, ল্যাণ্ডো, পালকি মোতায়েন হয়েছিল। এর মধ্যেই অনেক দর্শক আসতে সুরু করে দিয়েছিল। থিয়েটার দেখা ত শুধু নিছক আনন্দ নয়, এর একটা সামাজিক দিকও আছে। কত জনের সঙ্গে দেখা। সাজপোশাক, গয়না গাঁটি দেখা ও দেখান, গল্পগুজব করা, কুৎসা রটনা, নতুন নতুন গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া, এ সবই থিয়েটার দেখার ফাঁকে ফাঁকে চলে। তার উপর প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখার পিছনে নিছক একটি অহংকারও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই থিয়েটার সুরু হবার বেশ কিছু আগে থাকতেই ইউরোপীয় দেশীয় অনেক দর্শক এসে হাজির হচ্ছিল।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে লেবেডেফ দু পাশে দুই দেশীয় রমণী নিয়ে থিয়েটার ভবনে প্রবেশ করল। থিয়েটার গৃহের পশ্চিমদিকে

সাধারণের প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের পথ। দুটি ফটক। নিয়ম ছিল যে পুরাণো কেল্লার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণের ফটক দিয়ে পালকি বেহারা ঢুকবে আর প্রাঙ্গণ পেরিয়ে উত্তরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসবে। মূলদ্বারের কাছে লেবেডেফের পালকি থামল। ইউরোপীয় দ্বার-রক্ষক অভ্যর্থনা করে পালকি থেকে আরোহীদের নামিয়ে নিল। লেবেডেফের আশংকা ছিল রোওয়ার্থের দল কোনও রকম অভদ্রতা করবে। সে আশংকা অমূলক।

অনেক চেনা মুখ। অনেকের কৌতূহল। এসব এড়িয়ে ওরা সবাসরি নির্দ্দিষ্ট বক্সে এসে বসল। ছোট খুপরির মধ্যে ভেলভেট মোড়া সোনালি রং করা চারটে চেয়ার। মৃদু মোমবাতির আলোয় বক্সে বসার কোন অসুবিধা নেই। দেখতে দেখতে সামনের সিট ভরে গেল, বক্সও খালি নেই। লেবেডেফ মাঝখানে বসল, তার দুপাশে বসল দুই সঙ্গিনী।

কুসুম বলল, মাগো, কি এলাহি কাণ্ড! ঠিক যেন নবাবের দরবার।

চম্পা চারিদিক চেয়ে বলল, কি বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন! বারান্দায় কাঁচের ঠুলি-পরান কত মোমবাতি মিট মিট করছে। ঠিক যেন দেওয়ালী।

কুসুম বলল, এই গোলাপী, কত লোক দেখ।

চম্পা বলল, আমার কিন্তু ভারি ভয় করছে ভাবতে যে এত লোকের সামনে আমাকেও একৃট্ করতে হবে।

লেবেডেফ আশ্বাস দিয়ে বলল, ও কিছু নয়। প্রথম প্রথম সকলেরই ভয় করে। আমারও ভয় করেছিল যেদিন প্রথম মিউজিক হলে ভায়োলিন বাজাই। স্টেজে নামলে ও ভয় ভেঙ্গে যায়।

চম্পা বলল, আচ্ছা আমাদের থিয়েটারও এমনি সাজানো হবে।

লেবেডেফ বলল, না, না, এ রীতি নকল করব না। আমাদের থিয়েটার সাজাব বেঙ্গালী কেতায়। আমের পাতা ঝুলবে, চাঁদমালা সোলার ফুল দুলবে, কলাগাছ আর মঙ্গল ঘট থাকবে। গোলাপজল

ছিটিয়ে দেওয়া হবে। আতর আর ধূপ ধূনোর গন্ধে ঘর মাত হয়ে যাবে। কেমন হবে ?

সঙ্গিনীরা খুসি হয়ে বলল, খুব ভাল, খুব ভাল।

এদিকে অর্কেস্ট্রা সুরু হয়ে গেল। মঞ্চের পর্দার সামনের বাতি-গুলি জ্বেলে দিল মশালচিরা।

এইবার পর্দা উঠল। মঞ্চ জোড়া দৃশ্যপট, মৃদু আলো সত্ত্বেও তা ঝলমল করছিল। সত্যি মস্ত বড় পটশিল্পী ঐ জোসেফ ব্যাট্‌ল্‌। ওকে যেমন করে হোক ভাঙ্গিয়ে আনতে হবে।

সঙ্গীত অনুষ্ঠান "দি পুওর সোলজার।" এ পালা অনেকবার হয়ে গেছে, ক্যালকাটা থিয়েটারে। তবু ভালই হল। কুসুম বলল, বাজনা বেশ ভাল কিন্তু কি যে হাঁউ মাঁউ করে গায়, বাপু, একটু বুঝতে পারি না।

চম্পা রসিকতা করে বলল, সাহেবের কাছ থেকে ভাল করে শিখে নে ঐ হাঁউ মাঁউ গান, তাহলে সাহেবি মহলে তোর গানের জন্যে কেবলই ডাক পড়বে, কুসুমদি।

কুসুম বলল, তোর কথার কি ছিরি। সাহেবরা যেন আমাদের গান শোনবার জন্যেই ডাকে।

পাশের বক্স থেকে কে যেন একজন স্‌স্‌ আওয়াজ করে চুপ করতে বলল।

লেবেডেফ চেয়ে দেখল। পাশের বক্সে একজন ইউরোপীয়, সঙ্গে একটি শ্বেতাঙ্গিনী। মোম বাতির আলোয় মেয়েটিকে যেন রক্ত শূন্য লাগছে. বাদামি চোখে দীপ্তি নেই। অথচ দূরের বক্সে বাঙ্গালী বাবু মেয়েদের নিয়ে বসেছে। মেয়েদের ময়লা রং স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল, চোখের ঔজ্জ্বল্যে প্রাণ-প্রাচুর্য। কুসুম লেবেডেফের গা ঘেসে বসল। কিন্তু চম্পা যেন কেমন ছাড়ছাড়।

হাততালির পালা দিয়ে গানের পর্ব শেষ হল। পর্দা পড়ল। হলের মধ্যে কলগুঞ্জন।

কুসুম খিলখিল করে হেসে বলল, ছাখ ছাখ, গোলাপী, ঐ বাঁপাশের মাঝামাঝি জায়গায় কি রকম একটা ধুমসো মেম। মা গো, অত মোটাও মেম-সাহেব হয়!

জান কুসুমদি, চম্পা বলল, আমাদের ঠিক সামনের সারিতে নীল জামা পরে যে মেমটা বসেছে, সে এই মাত্র মুখ ঘুরিয়েছিল। দেখলুম তার নাকের তলায় ইয়া গোঁফের রেখা।

বেশ লাগছিল ওদের মেয়েলি কথা। লেবেডেফ জানে শহর কলকাতায় খাস বিলাতি মেম দুর্মূল্য। এখানে চার হাজার যদি সাহেব হয় ত মেম হবে মোটে শ আড়াই। দেশ থেকে বাঙ্গলায় মেম আমদানি করতে মেম পিছু প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পড়ে। বিলেত থেকে ঝড়তি-পড়তি যে সব মেমদের ইণ্ডিয়ায় যাবার জন্যে রাজি করান যায় তারাই সাধারণত এ দেশে আসে। এডিনবরার নামই হল ভারতীয় বিবাহ-হাটের জন্যে মাংসের বাজার। ছ মাসের মধ্যে মেমেরা শহর কলকাতায় স্বামী পাকড়ায়, ইচ্ছামত বদল করে, মেমেরা নড়ে বসতে পারে না, একদল দাস দাসী তাদের পিছনে খেটে মরে। মেমেরা বেলা নটায় ঘুম থেকে ওঠে, দেড়টার সময় খায়, তারপর বেলা চারটে পাঁচটা অবধি ঘুম। বিকালে ভ্রমণ, নৈশভোজের পর দীর্ঘ রাত্রি অবধি নাচ। এই হল ওদের রোজনামচা। মেম পোষা নয়ত, হাতি পোষা! অথচ মাত্র মাসিক চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে এখানে দেশি রক্ষিতা রাখা যায়। সাহেব বেচারিরা করে কি!

খানিক পরে সুরু হল প্রহসন "ট্রিক আপন ট্রিক"। লেবেডেফ আবার জোসেক ব্যাটলের আঁকা দৃশ্য পটের তারিফ করল। পটগুলির পিছনে এত অঙ্কন চাতুর্য যে দূর থেকে তা পট বলে মনেই হয় না। যেমন তার বর্ণ লেপন, তেমনি তার গভীরতা।

নাটক প্রথম থেকেই জমে উঠল। সঙ্গিনীরা ভাল বুঝতে পারছে না। কিন্তু প্রহসনের ঘটনা সংস্থান এমন যে তাতেই তারা হেসে হেসে উঠছে দর্শকদের সঙ্গে। শহর কলকাতার থিয়েটারে প্রহসনই

জমে ভাল লেবেডেফ তাই নিজের থিয়েটারেও প্রহসন পছন্দ করেছে।

আবার হাসির হর্‌রা। মোটা অভিনেতাটি যা ভাঁড়ামি করছিল! অভিনেত্রীটিই বা কম যায় কিসে? চম্পার চোখ হর্ষোজ্জ্বল। সে হাসির মধ্যেও নিবিষ্ট মনে অভিনয় চাতুর্য লক্ষ্য করছিল।

আবার হাসির তুফান। কুসুম হেসে ঢলে পড়ছিল লেবেডেফের গায়ে। চম্পাও প্রাণ ভরে হাসছিল। লেবেডেফও ও'দের হাসিতে যোগ দিল।

সেই হাসির মধ্যে লেবেডেফ কখন চম্পার হাত নিজের হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছে। ঈষৎ রুক্ষ কিন্তু উষ্ণ কোমল হাত চম্পার। অন্যমনস্ক হয়ে লেবেডেফ কখন চম্পার সেই হাত নিজের বুকের উপর টেনে নিয়েছে। দুজনেরই মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। লেবেডেফের বক্ষের দ্রুত স্পন্দন যেন চম্পার হাতে শিহরণ তুলছে। লেবেডেফের চোখে নিঃসাম বাসনা।

এক মুহূর্ত!

চম্পা ধীরে ধীরে তার হাত সরিয়ে নিল লেবেডেফের মুষ্টির কারা থেকে।

চম্পা করুণভাবে মৃদু হাসল, তারপর লেবেডেফের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলল, সাহেব, আমায় ক্ষমা কর, আমার উপর রাগ করনা। আমি মরিসনকে ভালবাসি।

॥ ছয় ॥

আমি মরিসনকে ভালবাসি! আমি মরিসনকে ভাল বাসি!! এই সহজ কথাগুলি দুর্বোধ্য হয়ে উঠল লেবেডেফের কাছে। যে মরিসন কাপুরুষের মত অত্যাচার করল, মিথ্যা অভিযোগ থেকে বাঁচাল না,

বিনা প্রতিবাদে কঠিন শাস্তি দেখল, উপরন্তু অলীক সন্দেহের বশে মারপিঠ করল, সেই মবিসনকে চম্পা ভালবাসে! বাসুক ভাল, বাসুক ভাল। তাতে লেবেডেফের কিই বা আসে যায়? সে কেবল দেখতে চায় এই অবুঝ ভালবাসার দরুণ মেয়েটির অভিনয়ে ক্ষতি না হয়। এটা দেখার অধিকাব নিশ্চয় লেবেডেফেব আছে। তবু স্থিব থাকতে পাবল না সে।

একদিন চুপি চুপি সে স্কিনাবকে ডাকল। স্কিনারের হাবভাব আজকাল যেন একটু বদলে গেছে। সে মহলাব সময প্রায়ই চম্পাব দিকে চেযে চেযে ক্লাবিওনেট বাজায়। চম্পা যখন নাটকের কথাগুলি বলে স্কিনাব দূব থেকে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে থাকে। থাকবাবই কথা। মেয়েটিব সুঠাম গঠনে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তনুতে, সুশ্রী মুখাবয়বে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা এড়িয়ে যাওয়া পুরুষের পক্ষে সহজ নয়।

মিস্টাব স্কিনার, লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল। তুমিত মিস গোলাপের তত্ত্বাবধান কর।

ইউ মান মিস্ চম্পা সাব?

স্কিনাব ওর আসল নাম জানে। সত্যিইতো জানবারই কথা। স্কিনাব গোলোক দাসের নির্দেশে চম্পার দেখাশোনা করছিল বেশ কিছু দিন ধরে।

হাঁ হাঁ আমি মিস্ গোলাপ, তাব মানে মিস চম্পার কথাই বলছি।

হাঁ মিস্টাব লেবেডেফ, আমি ওব তত্ত্বাবধান কবি। তবে মহলার চাপ পড়ায় বেশি দেখাশোনা করতে পারছি না।

মেযেটি আমাব থিযেটারে একজন প্রধান অভিনেত্রী। ওর মঙ্গলা-মঙ্গল দেখা আমাব কর্তব্য।

সে ত ঠিক সার।

ওর পূর্বেব মানিব মিস্টার মরিসন কি ওব বাড়ী যায়?

না, সাব।

তুমি কি করে জানলে ? তুমি ত বললে বেশি দেখা শোনা করতে পারছি না।

তা ঠিক। তবে আমার লোক আছে। সেও দেখাশোনা করে।

ইউ মীন্, স্পাইং।

ঠিক তা নয়। মিস্টার ডিসুজা, মিস চম্পার বাড়ীর এক তলায় থাকে। তার কাছ থেকে খবব পাই। মিস্টার মরিসন কয়েকবার মিস চম্পাব বাড়ী ঢুকতে গিয়েছিল, কিন্তু মিস চম্পা ঢুকতে দেয় নি। এই নিয়ে দুজনেব মধ্যে বচসা হয়। তবু মিস্টাব মরিসন মিস্ চম্পাব ঘবে যেতে পাবে নি।

কোনও মারধর কবেনি মরিসন ?

সে রকম খবর মিস্টাব ডি সুজার কাছে থেকে পাই নি।

যাই হোক তুমি একটু নজর রেখো মেয়েটিব ওপর।

খুব আনন্দের সঙ্গে বাখব সাব।

স্কিনার চলে গেল, একটু অদ্ভুত লাগল লেবেডেফের। চম্পা বলল সে মরিসনকে ভালবাসে, অথচ তাকে কোনও পাত্তা দিচ্ছে না। প্রেমের রীতি কোনও রীতি মানে না। তবু মরিসন চম্পার ঘরে আসে না শুনে লেবেডেফ যেন আশ্বস্ত হল।

প্রথম অভিনয় রজনী এগিয়ে আসছিল। এর জন্যে উৎকণ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক, বেঙ্গলী থিয়েটার নিয়ে সে একটা নতুন পবীক্ষা করতে যাচ্ছিল। সাফল্যেব ওপর লেবেডেফের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভব করছিল। অনিশ্চিতের আশংকা তার মনে দোলা দিচ্ছিল। এখনও পর্যন্ত হতাশ হবার কিছু নেই। গোলোকনাথ দাসের আনুকূল্যে অভিনয়ের দিকটা বেশ জমে উঠছিল। দলের মধ্যে খানিকটা ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। বাজনার ব্যাপারে ভয় পাবার কিছু নেই। বাদ্যকর হিসাবে লেবেডেফের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। দেশি ও বেলাতি বাজনার সংমিশ্রণ বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কুসুমের গান ভালই হচ্ছিল। থিয়েটাব ভবনের দেওয়াল আর ছাদ তৈরী হয়ে গেছে। ছুতার মিস্ত্রিরা

এখন গ্যালারির কাজ সেরে স্টেজ নিয়ে পড়েছে। সিন্ স্ক্রীন্ আলো অঙ্গসজ্জা প্রতিটি খুঁটি-নাটি জিনিষের দিকে নজর রাখতে হচ্ছিল। জগন্নাথ গাঙ্গুলি অবশ্য ঠিকাদার হিসাবে কাজ মন্দ করেনি। কিন্তু সে ভারি মাথামোটা অন্তত থিয়েটার ব্যাপারে। আশ্চর্য কি। তার ত আর থিয়েটার তৈরীর অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই সব ধরণের ছোটখাটো ব্যাপারেও মন দিতে হচ্ছিল লেবেডেফকে। সময় নেই। সময় নেই। আজ কাল ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বন্ধ, অনুবাদের কাজ অগ্রসর হচ্ছে না। লেবেডেফের সামনে এখন একটি লক্ষ্য। বেঙ্গালী থিয়েটার। রোওয়ার্থ প্রমুখ ইংলিশদের সে দেখিয়ে দেবে যে শহর কলকাতায় যা কখনও হয়নি তাই একজন রুশ করতে চলেছে। বেঙ্গালা থিয়েটার। সারা শহর কলকাতায় চমক লাগিয়ে দেবে। বেঙ্গলী অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটক করবে। এটা কি কম কথা। অবশ্য গোলোক বাবুর সাহায্য না পেলে এই থিয়েটারের কাজে নামা হতই না। বেশ লোকটা। কি রকম মুখ বুজে নিজের কাজটি করে যায়।

বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করতে হবে। গোলোক বাবু বলেছিল হাতির পিঠে হাওদা চড়িয়ে ঢাক বাজিয়ে থিয়েটারের কথা হাটে বাজারে জাহির করতে, কিন্তু লেবেডেফ সেটায় রাজি হয়নি। হাট বাজারের লোক ভিড় করে যাত্রা শুনবে। থিয়েটারের মোটা দর্শনী দেবার সামর্থ্য কোথায় ? যদিও লেবেডেফ থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য অর্ধেক করে দিচ্ছে, তাও দেবার ক্ষমতা সাধারণের নেই। লেবেডেফের লক্ষ্য প্রধানত ইউরোপীয় মহল। ওরা যদি প্রীত হয়, তবে তাদের দেখা দেখি এসিয় ধনীরা এগিয়ে আসবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে। লেবেডেফ ঠিক করল ক্যালকাটা গেজেটেই ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সে বিজ্ঞাপন সহরবাসী ধনী মহলের নজর এড়াবে না।

বিজ্ঞাপনের প্রথমেই জানিয়ে দিতে হবে মাননীয় বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক অনুমতি দানের কথা। ঐ একটি পংক্তিই রোওয়ার্থের গায়ের জ্বালা ধরিয়ে দেবে। নিজের নামটাও লেবেডেফ বড় হরফে দেবে। তার

নামটা ত শহরের রসিক মহলে অজানা নেই। নামের জোরে বিজ্ঞাপনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অভিনয় করবে স্ত্রীপুরুষ। বাংলা থিয়েটার হচ্ছে বলে যে যাত্রার মত পুরুষরা গোঁফ কামিয়ে মেয়েলি ছলা কলার নকল করবে তা নয়। দেশি বেলাতি বাজনার কথাও লিখতে হবে। ভারতচন্দ্র রায়ের গান উপস্থিত করা হবে। সেটাও লিখতে ভোলা যাবে না। এদেশে কবি ভারতচন্দ্রের মহা খাতির। লেবেডেফ বসে বসে নিজের হাতে বিজ্ঞাপন ইংরাজিতে লিখল আর কাটল, লিখল আর কাটল, শেষ পর্যন্ত একটি বিজ্ঞাপন মনোমত হল, যেটার মধ্যে অহেতুক উচ্ছ্বাস নেই অথচ যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। সে সেটি ক্যালকাটা গেজেটের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল বেশ কিছু দিন আগে। বলে দিল যাতে দুএকদিনের মধ্যেই সেটা বের হয়।

কদিন একটা উটকো ঝুটঝামেলা ওদের উত্যক্ত করে তুলল। ব্যাপারটা এই। কিছুদিন হল লেবেডেফের হল ঘর থেকে ছোটখাট দামী জিনিষ চুরি যাচ্ছে। আজ রূপোর পানের ডিবে, দুদিন পরে সোনা বাঁধান রূপোর মুখনল। একদিন ছোট পিকদানি, অন্য দিন জরদার কৌটা। জিনিষগুলির দাম হয়ত খুব বেশি নয়। কিন্তু যখন তখন চুরি যাওয়াও ভাল লক্ষণ নয়। লেবেডেফের কাছে কাজ করছে, তারা পায়ে পড়ে বলল, হুজুর, মাবাপ। হুজুরের কাছে নিমক হারামি করব না। আমরা চুরি করি নি। হুজুরের কাছে কত রকম লোক আসে, দুইতিন ঘণ্টা থাকে। তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

লেবেডেফ ব্যাপারটা চাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু একদিন সকালে পুরোমহলার সময় গোলোক দাসই দলের সামনে কথাটা উঠাল। সেখানে সবাই হাজির ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, কৃত্তিবাস আর সরস্বতী। কুসুম আর বাজিয়েরা।

গোলোক দাস বলল, কথাটা মোটেই ভাল নয়। ঘরের মধ্যে থেকে এ ভাবে জিনিষ চুরি যাবে, এ হতেই পারে না।

হীরামণি ফোঁস করে উঠল। হতেই পারে। এ হওয়া স্বাভাবিক। সাহেব যে এখনও ফাঁস হয়ে যায়নি সেইটাই মা কালীর দয়া।

গোলোক বলল, তার মানে?

মানে অতি সহজ। হীরামণি ক্রূর হাসি হেসে বলল, ঘরে চোর পুষলে গেরস্তর চুরি যাবে এ আর নতুন কথা কি?

চোর পোষা? গোলোক বলল, তুমি কি বলতে চাও খুলে বল।

আর ন্যাকামি করোনা, গোলোক বাবু। হীরামণি ঝংকার দিয়ে উঠল। তুমি যেন জান না আমাদের মধ্যে কে চোর।

বলেই ফেল না, গোলোক বলল।

হীরামণি চম্পার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, এই—এইচোর।

হীরামণির আকস্মিক আক্রমণে সবাই স্তব্ধ।

গোলোক বলল, কি যা তা বলছ, হীরামণি।

যা তাই বলছি, গোলোক বাবু, হীরামণি বলল যাকে তোমরা গোলাপ বল সে হচ্ছে চম্পা—চম্পাবতী। একজন দাগী চোর, দেখবে, দেখ—

হীরামণি হঠাৎ চম্পার পিঠের কাপড় সরিয়ে দিল। তার মসৃণ পিঠ বিচিত্র হয়ে আছে লম্বা লম্বা ক্ষত চিহ্নে। হল ঘরে একটা চাপা আওয়াজ উঠল।

হীরামণি বিজয়িনী মত বলল, বলুক ও চুরি করে নি। খাঁচায় শহর পাক মারেনি। লাল-বাজারে হাটের লোকের মাঝে বেত খায়নি?

চম্পা পুতুলের মত বসে রইল। কুসুম ছুটে এসে চম্পার পিঠের কাপড় উঠিয়ে দিল। বলল, বেশ করেছে ও চুরি করেছে। হীরামণি তোর ধন ত চুরি করে নি। যার চুরি করেছে সেই দোষ পাড়ুক। কি বল সাহেব?

লেবেডেফ নিরুত্তর।

হীরামণি ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, সাহেব আবার কি বলবে? ও ত

মাগির ঢলঢলে মুখ আর ছলছলে চোখ দেখেই মজে গেছে, ও কি আর সাহেব আছে—ভেড়ুয়ার ভেড়ুয়া। নইলে এমন করে চোর পোষে!

লেবেডেফ বলল, না, মিস চম্পাবতী চুরি করেনি।

তুমি কি জান, সাহেব? হীরামণি বলল, মরিসন সাহেব আমায় নিজে বলেছে ও চুরি করেছে।

মরিসন! লেবেডেফ বলল, মরিসন তোমায় বলেছে; তুমি মরিসনকে চেন না কি?

তা আর চিনি না? হীরামণি গর্বভরে বলল, শহর কোলকাতায় তুমিই একা সাহেব নও, মরিসনও সাহেব, খাঁটি বিলেতি গোরা সাহেব। সে আমার জন্যে আঁকুপাকু করে। সেই ত আমায় সব বলল। ও মাগি চোর, দাগীচোর।

হটাৎ চম্পা উঠে দাড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমি চোর নই, আমি চোর নই।

তবে তোর পিঠে বেতের দাগ কেনরে মাগি? হীরামণি চিৎকার করে উঠল।

সে তুমি বুঝবে না। বলে চম্পা দ্রুত পাশের ঘরে যেতে গেল বোধ হয় কান্না গোপন করার জন্যে।

গোলোক দাস বলল দৃঢ় কণ্ঠে, নাতনি, দাঁড়াও, যেওনা।

চম্পা দাঁড়াল।

গোলোক বলল, আজকে মিস্টার লেবেডেফের ঘরে চুরির একটা ফয়সালা হয়ে যাক। আজকে আমরা চোর ধরবই। এঘর থেকে কেউ এক পা নড়বে না। আমি কাপালিক গুনিন্ সঙ্গে নিয়েই এসেছি, সে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে জাগ্রত কালীমার কাছে সে মন্ত্র পড়েছে, চালপড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সেই চালপড়া এ বাড়ীর সবাই খাবে। যে চোর নয় তার কিছু হবে না। কিন্তু যে চোর সে স্বীকার না করলে মুখে রক্ত উঠে এখানেই মরে পড়বে। মিস্টার লেবেডেফ, তোমার চাকর বেয়ারাদের ডাক। তারা ও আসুক।

তারা ত কৌতূহলী হয়ে ঘরের আশপাশে উকিঝুকি মারছিল। ডাকবা-মাত্র তারা সাত আট জন ঘরে এসে জড় হল। তাদের মুখও পাংশু হয়ে গেছে।

হীরামণি প্রতিবাদ করল, আমি চুরি করিনি। আমি কেন চাল পড়া খেতে যাব?

কষ্টিরাম ফ্যাকাশে মুখে বলল, বাবু, আমি ত কালেভদ্রে এখানে আসি, আমিই বা কেন চালপড়া খাব?

গোলোক দাস ধমক দিয়ে উঠল। তোমরা সবাই খাবে। আমিও খাব। যে চোর নয় তার কিছু হবে না। যে চোর সে কবুল না করলে রক্ত উঠে এখানেই পড়ে মরবে। গুনিন্ ঠাকুর, এবার এস এ ঘরে।

ঘরে ঢুকল এক বীভৎস চেহারার কাপালিক। একমাথা ধূলিধূসর জটা, মুখভরা গোঁফ দাড়ি, টকটকে লাল চোখ আর কপালে লাল সিঁদুরের বড় ফোঁটা লাল আলখাল্লার সঙ্গে মিলে উৎকট লাগছিল। তার হাতে একটা মড়ার খুলি।

জয় মা, জয় মা, বলে চিৎকার করে উঠল কাপালিক, সবাই যেন আৎকে উঠল, কষ্টিরামের বউ ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল।

কাপালিক ধমক দিল, এ্যাই, চোপরাও!

সরস্বতী ফোঁপাতে লাগল স্বামীকে জড়িয়ে ধরে।

কাপালিক কর্কশ কণ্ঠে গেয়ে উঠল,

মা কালীর কিরে।
চোর যাবে না ফিরে॥
এক কণা চালপড়া।
খেলেই ধরা ছাড়া॥
যে করেছে চুরি।
তার ঘুচবে জারিজুরি॥

জয় মা শ্মশানকালিকে, নৃমুণ্ডমালিকে। ওঁ হ্রিং ক্লিং ক্লিং ফট্ স্বাহা। জয় মা, জয় মা!

গোলোক বলল, গুনিন ঠাকুর, আগে আমায় দাও চালপড়া।

নে বেটা। কাপালিক মড়ার মাথা থেকে চালপড়া বার করে গোলোক দাসকে দিল, গোলোক খেয়ে ফেলল। কাপালিক তার দিকে কটমট করে চাইল। গোলোকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না।

এবার চম্পা এগিয়ে এল। চাইল চাল পড়া। কাপালিক দিল। চম্পা খেল, কাপালিক কটমট করে চাইল। চম্পার সহজ ভাব। ঘর-শুদ্ধ সবাই উৎসুক। কয়েক মুহূর্ত। চম্পার কোনও বিপদ ঘটল না।

হীরামণি অস্ফুট কণ্ঠে বলল, সব বাজে, সব ভাঁওতা।

এ্যাই ও, চোপরাও, কাপালিক কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল। কে বললি বাজে? এ্যাই ও চোপরাও।

মা কালীর কিরে।
চোর যাবে না ফিরে॥
এক কণা চালপড়া।
খেলেই ধরা ছাড়া॥
যে করেছে চুরি।
তার ঘুচবে জারিজুরি॥

কেমন যেন এক অস্বস্তিকর নীরবতা। চালপড়া কুসুম খেল হীরামণি খেল, কাপালিক এবার কষ্ঠিরামের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বউ ডুকরে কেঁদে উঠল। কষ্ঠিরামের মুখ আরও ফ্যাকাশে।

কাপালিক হেঁকে উঠল—
যে করেছে চুরি।
তার ঘুচবে জারিজুরি॥

নে বেটা, খা, কাপালিক খিঁচিয়ে উঠল।

কষ্ঠিরাম চালপড়া হাতে নিল। সরস্বতী কিছুতেই তাকে খেতে দেবে না, কষ্ঠিরাম চালপড়া ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে লেবেডেফের পা জড়িয়ে ধরল, হাউ হাউ করে বলল, হুজুর, আমাকে মেরে ফেলবেন না। আমি চোর, আমি আপনার জিনিষ চুরি করেছি।

কাপালিক সাফল্যের অট্টহাসি হেসে উঠল, সরস্বতী চিৎকার করে কেঁদে উঠল। হীরামণির মুখ চুণ। কুসুম চম্পাকে জড়িয়ে ধরল। চম্পার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল কিন্তু মুখে ছিল অপবাদ-হানির করুণ তৃপ্ত হাসি।

কণ্ঠিরাম নিজের দোষ কবুল করল। সে ছোট জাত। ভারি গরীব। ভোজবাজি দেখিয়ে দুবেলা ভাত জোটে না। হাত সাফাই তার অভ্যাস। চুরি করা তার স্বভাব। দামি জিনিষ দেখলে চুরির জন্যে হাত নিশপিশ করে। কয়েক বার ধরা পড়েছিল, লোকের হাতে মারধর জুটেছে। একবার থানা পুলিশ হয়। দারোগাকে ভোজবাজি দেখিয়ে সন্তুষ্ট করায় শুধু কয়েক ঘা বেত খেয়ে বেঁচে গেল। এবারের বামালগুলো নেই। বামাল সে ঘরে রাখে না, কেন না তার ঘরের ঠিকানা নেই, ভোজবাজি দেখিয়েই সে ঘুরে বেড়ায় [illegible] পথেই সে সেকরার দোকানে বিক্রী করে দিয়েছিল। সেকরা শালা বেশি দাম দেয় নি চোরের উপর বাটপাড়ি। জলের দরে বামাল ছেড়ে দিতে হল।

লেফটেন্যান্ট বলল, কণ্ঠিরাম, তোমায় যদি পুলিশের হাতে দিই?

মরে যাব হুজুর, কণ্ঠিরাম কাঁদিয়ে বলল, গোরা সাহেব নাকি শুনেছি ঠুকলে ওরা গঙ্গার ঘাটে নৌকার উপর থেকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।

তুমি ভোজবাজি দেখিয়ে ফাঁসি থেকে পালিয়ে আসতে পারবে না?

গোরা সেপাইএর ফাঁসির বড় আটুনি। কাণ্ঠিরাম হাঁপিয়ে বলল, ওরা বামুন মানে না, চাঁড়াল মানে না, শাপমন্যি মানে না। ভোজবাজিও মানে না। দেখলে না ওরা বামুন মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসিতে লটকে দিল। রাজ্যের লোকের শাপমন্যি সে ফাঁসির আঁটুনিকে ফস্কা গেরো করতে পারল না।

সরস্বতী সুর করে কেঁদে কেঁদে বলল, হুজুর আমার ধম্মবাপ। আমি তোমার গরীব মেয়ে, হুজুর আমার নক্‌খীছাড়া মিনসেকে গোরা

পুলিসের হাতে দিও না। এত বারণ করি তবু নক্‌খীছাড়া চুরি করে মবে। হুজুর যদি ওকে গোরা পুলিশের হাতে দেন তবে মেয়ের সিঁথির সিঁদূর ঘুচবে। তবে মেয়ে ঐ ফাঁসি দড়িতেই মাথা গলিয়ে মরবে। হুজুর হুজুর—

লেবেডেফ বিরক্ত হয়ে ধমক দিল। আঃ চোপরও। ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করিস্‌ না। বল্‌ শালা, আর চুরি করবি ?

তোমার কিছু চুরি করব না, হুজুর, কণ্ঠিরাম বলল। তোমার যদি কিছু চুরি করি ত যেন, মায়ের দয়া হয়ে মরি, মা শেতলার দিব্যি।

যা, আজ তোরা পালা। লেবেডেফ বলল।

কণ্ঠিরাম আর সরস্বতী লেবেডেফের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

লেবেডেফ বলল, ভাখ্‌, ঠিক সময়ে কাজে আসবি। কাজে ফাঁকি দিলে আমিই তোদের গুলি করে মারব।

নিশ্চয় হুজুর। ওরা বলল।

শোন্‌, লেবেডেফ বলল, তোদের মাইনে ডবল করে দিলুম। বুঝেছিস্‌ ? খবরদার আর চুরি করিস্‌ না।

ওরা দ্রুত পদে চলে গেল।

গোলোক তাজ্জব হয়ে বলল, সাহেব, চোরটাকে ছেড়ে দিলে ?

লেবেডেফ বলল, লোকটা গুণী ! ওর হাত সাফাই খুব ভাল। যাক্‌ গে।

লেবেডেফ কাপালিককে খুসি করে দক্ষিণা দিল। লোকটা যাবার সময় চেয়ে বসল এক বোতল ভাল বিলিতি লাল পানি। সেই লাল কারণবারি উৎসর্গ করলে মা-বেটি ভারি খুসি হবে। লেবেডেফ তাকে একবোতল পুরাতন ক্ল্যারেট দিল, সে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল।

উত্তেজনার প্রশমন হতে মহলা সুরু হল। মহলা আজকে যেন জমল না।

তবু লেবেডেফের মন থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেল।

চম্পার পূর্ব পরিচয় ধরা পড়ে গেছে, যাক গে। হীরামণির অভিযোগ যে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, এটাই [illegible] মস্ত স্বস্তির কথা।

সেদিন অনেক পরিশ্রমের পর ক্লান্ত ছিল দেহমন। কালীপূজা। অন্ধকার রাত্রি প্রদীপের মালায় ঝলমল করছিল, মনটা একটু তাজা হাওয়া চাইল। মহলার বিশেষ জোর ছিল না। পর্ব উপলক্ষ্যে ছুটি নিয়েছিল অভিনেতৃদল। কেবল গোলোক নাথ দাস আব চম্পা এসে-ছিল লেবেডেফের হল ঘবে। আজ নিরিবিলিতে গোলোক বিশেষ করে তালিম দিচ্ছিল চম্পাকে। অনুগত ছাত্রীর মত চম্পা পাঠ নিচ্ছিল। লেবেডেফই ওদের বন্ধ করতে বলল মহলা। বেশি মহলা দিলে হয়ত একঘেয়েমি লাগবে।

লেবেডেফ বলল, দেওয়ালি রাত। আতসবাজি পুড়ছে। চম্পা, চল তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। বেডানও হবে, বাজি দেখাও হবে।

তুমিও চল, দাদু, চম্পা বলল, তুমিও অনেক পরিশ্রম কবেছ।

গোলোক আসতে চাচ্ছিল না কিন্তু চম্পা ছাড়ল না। লেবেডেফ বেশ বুঝতে পারল এটা লেবেডেফকে দূবে বাখার একটা ফন্দী এঁটেছে চম্পা। ঠিক তাই, বগি গাড়ীতে সে লেবেডেফের পাশে ঠেলে দিল গোলোক দাসকে। সে নিজে বসল গাড়ীর একধারে।

টেরেটি বাজার আলোয় আলো। দোকানগুলিতে প্রদীপ ও মোম-বাতি সারি সারি সাজান রযেছিল। মৃদু হাওয়ায় শিখাগুলি কেঁপে কেঁপে জ্বলছিল, কতক বাড়ীর ছাদে আকাশ প্রদীপ, কেউবা চীনা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছিল, রংবেরং ঝিকমিক করছিল। বাড়ীর ছাদে তুবড়ি আলোয় আলোর ফোয়ারা তুলছিল, কানের পাশে একটা পট্‌কা সশব্দে ফেটে উঠল, ঘোড়াটা ভয় পেয়ে একটা লোকের ঘাড়ে পা তুলে দিতে গেল, যা হোক, লোকটা অল্পর জন্যে বেঁচে গেল। পথে লোকারণ্য। এর মধ্যেই একটা মাতাল হুজ্জুত বাঁধিয়েছিল। বাবুরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ি-পালকি কবে বেরিয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয়রাও দূরে নেই।

তারাও দেওয়ালী আর আতসবাজি দেখতে সস্ত্রীক বা সবান্ধব বেরিয়ে পড়েছে। মাথার উপর দিয়ে একটা হাউই হুস করে উড়ে গিয়ে আকাশে তারা বৃষ্টি করল।

ওবা তিনজন নীববে চলল, বাইরে আতস-বাজির আর্তনাদ তাদেব নীরবতাকে আবও গভীর কবে তুলল।

লালবাজারেব কাছে গাড়ী আসতে গোলোকনাথ দাস বলল, লেবেডেফ সাহেব, আমি এইখানেই নেমে পড়ি। চম্পা থাকে মলঙ্গায়, আমি চিৎপুবে, একদম উল্টো রাস্তা। এই ভিড়ে গাড়ী পৌছতে অনেক দেবী হয়ে যাবে।

চম্পা যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল। পারল না।

গোলোকনাথ দাস নেমে গেল।

চম্পা যেমন একধাবে বসেছিল, তেমনি বসে রইল, দুজনেব মাঝে ফাঁক।

লেবেডেফ বলল, তুমি গোলোকবাবুকে ডেকে নিলে কেন?

চম্পা বলল, এমনি।

তোমাব কি আমায ভয কবে?

না।

তবে তুমি অতটা সরে বসেছ কেন?

এমনি।

আবাব দুজনেই নীরব। গাড়ীটা বৈঠকখানার রাস্তাব কাছে এসে পড়ল, এদিকে কিছুটা ফাঁকা। একটা খড়ুযা ঘব হাউইএব কাঠি পড়ায আগুনে জ্বলছে। জ্বলছে বোধ হয় লেবেডেফেব মনও। আগুনেব আলোয় দেখা গেল পথেব ধাবে এক গাছেব তলায বগিগাড়ী দাঁড়িযে। গাড়ীতে আব কেউ নয় মবিসন স্বযং আব—আর হীরামণি! চম্পারও চোখ পড়ল ওদিকে। হীরামণিও ওদেব দেখতে পেল। সে যেন একটু সবে আসতে চাইল লজ্জায়। কিন্তু মবিসন তাকে নিবিড় করে টেনে নিল কাছে। মবিসনেব এক হাতে হুইসকির বোতল। অন্যহাতটা

পাগলের মত হীরামণির দেহে ছুটে বেড়াতে লাগল পথচারীদের চোখের সামনে। দাঁড়ান বগিটার পাশ দিয়ে লেবেডেফের বগি যেতে গেল হঠাৎ মরিসন নিজের বগির উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ইউ ব্লাডি ব্ল্যাক হোর! থুঃ করে একমুখ থুথু সে ছিটিয়ে দিল চম্পার দিকে। চম্পার গালের উপর সেই থুথু এসে পড়ল। তার দুচারটে ফোঁটা লেবেডেফের হাতে এসে লাগল। লেবেডেফ ঘৃণায় তা মুছে ফেলল, কিন্তু চম্পা পাথরের মত বসে রইল।

খড়ুয়া ঘরে তখনও আগুন জ্বলছিল। জ্বলছিল লেবেডেফের মনে। সে চিত্রাপিত চম্পার দিকে চেয়ে জোরে গাড়ী ছুটিয়ে দিল। বউবাজারের আগে একটা বাঁক ফিরে মলঙ্গার গলিতে ঢুকল গাড়ী। দুজনেই নীরব, চম্পার বাড়ীর সামনে বগি থামতে চম্পা নামবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

লেবেডেফ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখনও মরিসনকে ভালবাস?

হাঁ।

তবে মরিসনকে বাড়ী ঢুকতে দাও না কেন?

এমনি।

চম্পা ত্বরিতপদে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর অন্ধকারে মিশে গেল।

দু একদিন পরে স্মিনাথ চুপিচুপি লেবেডেফকে যে খবর দিল সেটা খানিকটা রহস্যময়, মিস্টার ডি সুজা অর্থাৎ চম্পার প্রতিবেশী ভটাচার্যি জানিয়েছে যে সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় দুজন ইউরোপীয় আর একজন বেঙ্গালী বাবু চম্পার বাড়ী গিয়েছিল। তারা কারা? ডিসুজা ঠিক বলতে পারল না, চেহারার বর্ণনা ঠিক মত পাওয়া গেল না। ইউরোপীয় দুটি প্রৌঢ়, বাঙ্গালীবাবুটি কৃষ্ণকায়, ভুঁড়িওয়ালা। বর্ণনা শুনে লেবেডেফের প্রথমেই মনে পড়ল জগন্নাথ গাঙ্গুলির কথা। কিন্তু সে কেন রাতের অন্ধকারে দুজন প্রৌঢ় ইউরোপীয়কে নিয়ে চম্পার ঘরে যাবে?

কি কথা হল কিছু জানা যায় নি। জানা গেল, চম্পা একটি প্রদীপ ধরে ওদের দোতলায় নিয়ে গেল, খাতির করে বসিয়ে কথাবার্তা কইল নিচুগলায়, প্রায় আধঘণ্টা পরে তাঁরা চলে গেল। যাবার সময় চম্পা সঙ্গে আসে নি, তার বুড়ি দাসী ওদের দ্বার অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। ওদের মধ্যে কি মরিসন ছিল? নিশ্চয় না, কারণ মিস্টার ডিসুজা মরিসনকে চেনে। তা ছাড়া মরিসন যুবক। ইউরোপীয় দুটি প্রৌঢ়। কারা যেতে পারে চম্পার ঘরে? চম্পা ত কিছু বলে নি। আর কেনই বা বলবে? স্বাধীন যুবতী। কার সঙ্গে কথা কইছে, কার সঙ্গে মেলামেশা করবে, তার কৈফিয়ৎ সে ক্ষণিকের মনিবের কাছে কেন দিতে আসবে?

স্কিনার বলল, একজন ইউরোপীয় ইংলিশে বলেছিল গাড়ীতে উঠবার সময়, মেয়েটিকে রাজি করাতে পারলে লোকটাকে একধাক্কায় ধরাশায়ী করা যায়। আর একজন বলল, এখন ত রাজি হল না, বাবু, তুমি রাজি করাও। বাবু বলল, ঠিক দেখো, টাকার লোভে তেজ ভেঙ্গে যাবে।

টুকরো টুকরো কথা। কি ব্যাপারে বাজি? কে সেই লোকটা যার অদৃষ্ট নির্ভর করছিল চম্পার রাজি হওয়ার উপর? তেজ? কি নিয়ে? কিছুই বুঝতে পারল না লেবেডেফ।

আর চিন্তা করবার সময়ও নেই। আর কদিন বাদেই প্রথম অভিনয় রজনী, সমস্ত বিষয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রেখে চলতে হচ্ছে।

সে বলল, মিস্টার স্কিনার, তুমি খবরটা দিয়ে ভাল করেছ। অবশ্য এ নয় যে আমার খুব কৌতূহল আছে। তবু আমাদের থিয়েটারের অভিনেত্রী, তার হিতাহিতের দিকে নজর রাখা আমাদের কর্তব্য। তুমি আর একটু খোঁজ নাও। কেমন?

কৌতূহল খুবই ছিল লেবেডেফের মনে। কারা সেই দুজন প্রৌঢ় ইউরোপীয়, কে সেই বাবু? কি বিষয় নিয়ে ওদের আলোচনা? সবটাই যেন রহস্যময়!

চম্পাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? বেশ একটু সংকোচ হল লেবেডেফের মনে। তবু সে স্থির থাকতে পারল না।

থিয়েটারের পোশাক নতুন তৈরী হয়ে এল দর্জির বাড়ী থেকে। সকলেই পরে দেখছিল। চম্পার পোশাক পরা হতেই দৌড়ে ছুটে এল লেবেডেফকে দেখাতে। যে পোশাকে সে একদা দর্শকের সামনে হাজির হবে, সেইটা। পুরুষ বেশে চম্পা, এখন তাব নাম সুখময়। ঠিক যেন এক তরুণ যুবক। যার মুখটা ঢলঢলে মেয়েলি, দীর্ঘঋজু স্বাস্থ্যবান দেহ। চুলটা যেন বাবরিকাটা, মাথায় শামলা, গায়ে ফিতে বাঁধা পুবোহাতা বেনিয়ান। পবণে কোঁচান মিহি ধুতি, পায়ে চটি।

লেবেডেফেব ঘবে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা। বলল, মাগো, দেখ কি কাণ্ড। নিজেকেই নিজে চিনতে পাবছিনা, দেখ, দেখ, ছোঁডাটা আমার দিকে চেয়ে আয়নায় কি রকম হাসছে! দূব মুখপোড়া, লজ্জা কবছে না তোর? আমাব কিন্তু ওর সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

লেবেডেফ এই তরল মুহূর্তেব সুযোগ নিয়ে বলল, আয়নাব লোকটি মিস্টার মরিসন না কি?

চম্পা বলল, আহা সে বাঙামুখো যদি আয়নার লোকটার মত হত তবে কি আব তোমার এখানে কাজ কবতে আসতুম?

লেবেডেফ বলল, তোমাব ত এখন ভারি চাহিদা।

একটু থতমত খেয়ে গেল চম্পা। সে বলল, তার মানে?

কতলোক তোমাব বাডীতে যাচ্ছে তোমায় রাজি কবাইতে।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ সাহেব, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেন, তোমার বাডীতে দুজন ইউরোপীয আব একজন বাবু সেদিন সন্ধ্যায় যায নাই?

না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর কিন্তু দুর্বোধ্য!

লেবেডেফ বলল, না! ঠিক বলিছ?

তুমি উকিল না কি? চম্পা বলল, আমায় জেরা করছ কেন? বলছি না। ধরে নাও, না।

তাই তো!

গোয়েন্দা লাগিয়ে খোঁজ নাও না, এতই যদি সন্দেহ।

অমনি রাগ হইল? আমি একটু আধটু ঠাট্টাও করিতে পারিব না তোমার সহিত?

এটা মোটেই ঠাট্টা করা নয়, চম্পা অভিমানের সঙ্গে বলল, এটার মানে হল আমায় সন্দেহ করা।

চম্পা আর কোনও কথা না বলে চলে গেল।

মনটা দমে গেল লেবেডেফের, মিস্টার স্কিনার কি তবে কি ভুল সংবাদ দিল?

খানিক পরে জগন্নাথ গাঙ্গুলি এল। কৃষ্ণকায় ভুঁড়িওয়ালা বাবু। এইরূপ আকৃতি বাংলা দেশে হাজার হাজার। তবু লেবেডেফ রসিকতাস্থলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি, জগন্নাথ বাবু, আজকাল তুমি মিস চম্পার ঘরে যাতায়াত করিছ না কি?

একটু থতমত খেয়ে গেল জগন্নাথ, সে বলল, কে বলেছে? ঐ ছুঁড়িটার সাহস ত কম নয়। আমার সম্বন্ধে ঐরকম যাতা রটিয়ে বেড়ায়! সাহেব, আমার পছন্দ কি এত নিচেই নেমে গেছে যে আমি একটা চোর দাইয়ের বাড়ী যাব? হাঁ, যদি বল কুসুমের বাড়ী গেছি কিনা, স্বীকার করব গেছি। অনেকবার গেছি, কিন্তু একটা দাই! আরে ছোঃ।

টাকার লোভে এক সব মেয়ের তেল মাগে, জগন্নাথ বাবু? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

জগন্নাথ আরও যেন দমে গেল। আমতা আমতা করে বলল, ছুঁড়িটা ঐ সব বলে বুঝি বাহাদুরি নিয়ে গেল?

আরেকটি ঢিল ছুঁড়ল লেবেডেফ রহস্যের অন্ধকারে। সে বলল,

তুমি আজকাল দুজন প্রৌঢ় সাহেব সঙ্গে লইয়া স্ত্রীলোকের বাড়ী যাও না কি? ঘরবাড়ীর কারবার কর জানি, রমণীর দালালি কবে হইতে সুরু করিলে?

সব মিথ্যে কথা। জগন্নাথ জিভ্ কেটে বলল, উঃ কি নির্জলা মিথ্যে কথা বলতে পারে মেয়েটা! আমি আবার কবে তার বাড়ী দুজন সাহেবকে নিয়ে গেলুম? শহর কলকাতায় কি সুন্দরী মেয়ের অভাব যে আমি, শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ গাঙ্গুলি, ওদের নিয়ে দাইয়ের বাড়ী যাব?

বড় বেশি আপত্তি জানাচ্ছে জগন্নাথ, কথাবার্তাও কি রকম যেন সন্দেহজনক।

কে সেই সাহেব দুটি? তীব্র কণ্ঠে বলল লেবেডেফ, বোওয়ার্থ আর ব্যাটল্।

এই সব বলেছে বুঝি ঐ ছুঁড়ি? জগন্নাথ গর্জে উঠল, ওকে আমরা দেখে নেব।

জগন্নাথ চলে যেতে গেল।

লেবেডেফ বলল, দাঁড়াও। সে ডাকল, চম্পা, মিস চম্পা!

চম্পা ফিরে এল। সে তার থিয়েটারী বেশ ছেড়ে ফেলেছিল, নিজস্ব শাড়ী পরে সেখানে উপস্থিত হল। সে জগন্নাথকে দেখে দ্বারের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা নিচু করে নিজের হাতের আঙ্গুল খুঁটতে লাগল।

চম্পা, লেবেডেফ উত্তেজনা-বিহীন স্বরে বলল, জগন্নাথ সব কবুল করেছে, সেদিন বোওয়ার্থ আর ব্যাটল তোমার ঘরে গিয়েছিল।

চম্পা বলল, সাহেবদের চিনি না, নামও মনে নেই, তবে জগন্নাথ বাবু সঙ্গে ছিলেন।

লেবেডেফ বলল, তুমি তেজ দেখিয়েছিলে। তুমি ওদের কথায় রাজি হও নি?

না।

কি কথা ?

থিয়েটারের দিন সন্ধ্যাবেলা তোমায় না বলে কয়ে হঠাৎ গা ঢাকা দিতে।

অর্থাৎ আমার প্রথম রজনীর অভিনয় পণ্ড করে দিতে। তুমি নায়িকা। তোমার পার্টের জুড়ি পাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই প্রথম রজনীতেই এত কষ্টের অভিনয় পণ্ড।

ঠিক তাই।

তবে তুমি একটু আগে আমায় মিথ্যাকথা বলিলে কেন ?

বাধ্য হয়ে, ওরা শাসিয়ে গেল, আমি যদি সব কথা ফাঁস করে দিই, ওরা তোমার আমার সর্বনাশ করবে।

তুমি ওদের কথায় রাজি হইলে না কেন ?

সাহেব, আমি কি এতই বেইমান্! চম্পা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, লালবাজারের রাস্তা থেকে তুমি একটা দাগী চোরকে কুড়িয়ে আনলে, তাকে শেখালে পড়ালে, স্নেহ ভালবাসা দিলে, সম্মানের আসন দিলে আর আমি শেষ মুহূর্তে তোমার ভরাডুবি করিয়ে দেব ? সে আমি পারব না। আমায় কেটে ফেললেও পারব না।

চম্পা ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিল জগন্নাথ।

লেবেডেফ গর্জে উঠল, তুমি একটা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। কেন, কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছ ? আমি কি তোমায় টাকা দিই নাই, তোমার সঙ্গে কাজকারবার করি নাই ?

লজ্জা পেল না জগন্নাথ, সে বলল, তুমি বিদেশী রুশ, তুমি আর কদিন কারবার করবে শহর কলকাতায় ? ইংরেজ এখানে থাকবে, আমাকে তাদের সঙ্গে আজীবন কারবার করতে হবে।

তাই বলে তুমি আমার সর্বনাশ করিবে, যে তোমার কোনও দিন ক্ষতি করে নাই।

সর্বনাশ-টর্বনাশ বুঝি না, জগন্নাথ বিজ্ঞভাবে বলল, আমরা কারবারি লোক। যেখানে সুবিধা দেখব, সেখানেই ঘোরাফেরা করব। তাছাড়া প্রতিযোগিতা সব ব্যবসায়েই আছে। তোমাদের থিয়েটারের ব্যবসাতেও আছে। কি এমন অন্যায় করেছে মিস্টার রোওয়ার্থ, যদি সে ঐ ছুঁড়িটাকে তোমার থিয়েটার থেকে ভাঙ্গিয়ে নিতে চায়? তুমিও কি চাও নি মিস্টার জোসেফ ব্যাট্‌লকে তোমার থিয়েটারে ভাঙ্গিয়ে আনতে?

একটি মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছে এই চতুর ব্যবসায়ী। কোনও জবাব দিতে পারল না লেবেডেফ, শুধু চিৎকার করে উঠল, গেট আউট, গেট আউট, ইউ চীট্‌।

জগন্নাথ ক্রুর হেসে বলল, বেরিয়ে ত যাচ্ছি, কিন্তু আমার পাওনা টাকাগুলো তাড়াতাড়ি ফেলে দিও। নইলে আবার কোর্ট কাছারি করতে হবে। শুভ হউক।

॥ সাত ॥

বেঙ্গাল্লী থিয়েটার।

২৫নং ডোমতলা।

মিস্টার লেবেডেফ

সসম্মানে ঘোষণা করিতেছে

উপনিবেশের ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের নিকট

যে তাহার

থিয়েটার

খোলা হইবে

আগামী কল্য, শুক্রবার, ২৭শে তারিখে

একটি মিলনান্তক নাটক লইয়া

যাহার নাম

ডিজগাইস্

অভিনয় ঠিক আট ঘটিকায় সুরু হইবে

তাহার থিয়েটারে টিকিট পাওয়া যাইবে

বাক্সগুলি ও পিট	...	...	...	সিক্কা আট টাকা
গ্যালারি	...	...	...	,, চার ,,

এই বিজ্ঞাপন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হল ক্যালকাটা গেজেটের ২৬শে নভেম্বর ১৭৯৫ তারিখের সংখ্যায়। কাগজটি অনেক বার উলটে-পালটে দেখল লেবেডেফ। তাহার থিয়েটার! পড়তে বেশ লাগছিল। তাহার থিয়েটার! কেমন একটা গভীর আত্মপ্রসাদ আসছিল মনে। এবারের বিজ্ঞাপনে থিয়েটারের স্পষ্ট নামকরণ করা হল, 'বেঙ্গাল্লী থিয়েটার।' কেনই বা করবে না সে? যারা তার সঙ্গে খাটল, যারা অনুপ্রেরণা দিল, যারা অভিনয়ে অংশ নিল, তাদের নামেই নামকরণ করল লেবেডেফ নিজের থিয়েটারের।

পূর্ব পরিকল্পনা মত বাঙালী কেতায় সাজান হল থিয়েটারটি। বহির্দ্বারে আম্রপল্লব, দুই পাশে কদলীবৃক্ষ, মঙ্গলঘটের উপর শুভ নারিকেল। হলের উপরে ছাদের তলায় বিচিত্র বর্ণের সামিয়ানা, সেখান থেকে ঝুলছিল মোম-বাতির মূল্যবান ঝাড়। দ্বার ও জানলা থেকে ঝুলছিল ঢাকাই মসলিনের রঙীন পর্দা। মঞ্চটি ঠিক ঠাকুর দালানের মত। নীল কাপড়ের উপর সোলার সাদা চাঁদমালা পবিত্র শুভ্রতায় সমুজ্জ্বল। মঞ্চের সম্মুখে নিচের দিকে পবিত্র আলপনা। মঞ্চের তলায় আলোক-সম্পাত দেওয়ালীর মত প্রদীপের মালা থেকে। যবনিকা শান্তিপুরী ডুরে সাড়ির ধাঁচে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। দৃশ্যপটগুলি তত ভাল না হলেও নয়ন-লোভা। শহর কলিকাতা আর লক্ষ্ণৌএর বিচিত্র প্রতিরূপ। মঞ্চের সম্মুখে একটু নিচে বাদ্যকরদের উপবেশন স্থান। সেখানে সেতার এসরাজ সারেঙ্গী বাঁশী তবলা মৃদঙ্গ বীণের সঙ্গে রাখা ছিল ভায়োলিন-চেলো, ব্যাঞ্জো,

ম্যাণ্ডোলিন ক্লারিওনেট ও অন্যান্য বিলাতি বাজনা। রজনীগন্ধার সাজ, ধূপ-ধুনার গন্ধ, সব কিছু মিলিয়ে সে এক মনোরম পরিবেশ।

ড্রেস রিহার্সাল হয়ে গেল। দলের মধ্যে উৎসাহ প্রগাঢ়, নূতনত্বের একটা উন্মাদনা তাদের সজীব করে রেখেছিল। প্রথম বাংলা অভিনয়। যদিও সেটা মূল নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ—একাংকিকা। বেঙ্গালী থিয়েটার, বাঙ্গালী অভিনেতা-অভিনেত্রী। ইংরেজি নাটক বাংলায় অনূদিত, পরিকল্পনায় বাঙ্গালী ভাষা-শিক্ষক, ব্যবস্থাপনায় কিন্তু একজন রুশ।

একজন রুশ! ভাবতেও কেমন লাগে! বাস্তবিকই একজন রুশ! দেশটা বাংলা, মালিক দিল্লীর বাদশাহ, শাসক ইংরেজ, কিন্তু প্রথম বাংলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা একজন রুশ।

কিন্তু আজ দলের সবাই যেন জাতিধর্মবর্ণ ভুলে গিয়েছিল। বাবু গোলোকনাথ দাস স্বয়ং কালীবাড়ী পূজা দিয়ে এসে কলাপাতায় লাগান পবিত্র সিঁদুর দিয়ে হিন্দু খৃষ্টান নির্বিশেষে কপালে লাল ফোঁটা কেটে দিল। নীলুমবুর ব্যাণ্ডো কোট প্যান্টালুন পরেই বউবাজারের শিবের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সবার কাছে প্রসাদী বিল্বপত্র বিতরণ করল। মিস্টার স্কিনার সকাল বেলা গির্জায় প্রার্থনা করে এল। কুসুম নারায়ণ-শিলার কাছে হরির লুট দিয়েছিল, তাই সকলকে বাতাসা খাওয়াল। হারামণি পিছপাও নয়, সেও ক্ষণিক কলহ ভুলে অশ্বত্থ-তলায় উৎসর্গ করা ফুলের মালা সবার গলায় পরিয়ে দিল। আর, আর চম্পা স্বয়ং সিঁদুরের ফোঁটা-দেওয়া দুর্গার পটটি লেবেডেফের মাথায় ছুঁইয়ে গেল। বলল, সাহেব, বড় ভয় করছে। অত লোকের সামনে, অত সাহেব-মেমের সামনে হাসি মস্করা করতে হবে, ভাবতেও যেন বুক কেঁপে উঠছে। তাই ঘর থেকে এই দুর্গাপটখানা নিয়ে এলুম। ঐ পাশের দেওয়ালটায় টাঙিয়ে রাখব। অভিনয়ের সময় যখন ভয় করবে, তখনই দুর্গাপটের দিকে চাইব। মা মনে সাহস দেবে, আমারও ভয় ভেঙ্গে যাবে।

থিয়েটারের টিকিটের যে এত চাহিদা হবে লেবেডেফ ধারণা করতে পারেনি। বিজ্ঞাপন বার হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে ভিড় করে টিকিট কিনতে এল। পিট বক্স আর গ্যালারি নিয়ে যা লোক ধরে তার চেয়ে অনেক বেশি লোকের চাহিদা। শুধু ইউরোপীয়েরা নয়, হিন্দুমুর ধনীমহল থেকেও প্রচুর ক্রেতা। অনেককেই নিরাশ করতে হল। এব উপরে আবাব কিছু নিমন্ত্রণ করতে হল। প্রথম অভিনয় রজনী। ক্যালকাটা গেজেটের প্রতিনিধিকে বাদ দেওয়া যায় না। টাউন-মেজর কর্নেল কিড্ ও তাব এসিয় সহধর্মিণী, ব্যারিস্টার জন শ ও তার হিন্দুস্তানী উপপত্নী, মিস্টার জাস্টিস ও মিসেস হাইড, প্রধান বিচাবপতি সার রবার্ট ও লেডি চেম্বার্স—এ ধবণের মহদাশয ব্যক্তিরা যাঁরা নানা ভাবে লেবেডেফেব পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরও নিমন্ত্রণ করতে হল। দর্শকদেব বসবার জায়গা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল লেবেডেফ। কিছু বাড়তি কুর্সি কেদারা আগে থাকতেই ব্যবস্থা করেছিল, তাই মুখরক্ষা। তবু ভিড়ের জন্য শীতের রাত্রিতেও ঘব বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। অভ্যাগতেরা আসতে আবম্ভ করে দিল। দর্শকের দলও ধীরে ধীরে জড় হতে লাগল। ওদেব আপ্যায়ন কববাব জন্যে ছিল অন্য লোকেব ব্যবস্থা। লেবেডেফ নিজে একাজ এখন করতে পাবে না। গোলোক দাসও সাজ ঘরে ব্যস্ত। সে নিজে সকলের সাজের ব্যবস্থা করছিল। তবু কৌতূহলবশে পর্দার ধারে একটি ছোট ফাঁক দিয়ে লেবেডেফ হলের মধ্যে দেখল। আলোয় ঝলমল করছিল হল, বিচিত্র রংএর মেলা। তার মধ্যে বিচিত্র জাতির নরনারী। ইংরেজ, আর্মানী, পর্তুগীজ, মুর, শিখ, জেণ্টু—অপূর্ব দর্শক-সংমিশ্রণ, ওখানে যেন কে বসে ? রোওয়ার্থ, স্মুবিজ আব ব্যাটল। ওরা টিকিট কেটে এসেছে। কোনও গোলমাল করবে না ত ? বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এতটা সাহস নিশ্চয় ওদের হবে না। আরে, আরে ! পিটের মধ্যে পিছনের এক সারিতে মরিসন না ? ঠিক তাই। মরিসনও টিকিট কেটে দেখতে এসেছে ! কার কৃতিত্ব, চম্পার না হীরামণির ?

মিসেস্ মরিসন ত পাশে নেই। নিশ্চয় সে আসতে চায়নি। দর্শকেরা গুঞ্জন করছে, চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে থিয়েটারের অঙ্গসজ্জা লক্ষ্য করছে, তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

মিস্টার স্কিনার খবর দিল আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। বাজিয়েরা সব তৈরী। দৃশ্যপটে একটি কুঞ্জবন। সেই কুঞ্জবনে দাঁড়িয়ে কুসুম ভারতচন্দ্র রায়ের গান গাইবে। কুসুমের অভিসারিকা বেশ। নীলাম্বরী সূক্ষ্ম শাড়াতে তার গৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার নয়নবিলোভন রূপ যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছে। কুসুম কুঞ্জবনতলে আশ্রয় নিয়েছে।

হঠাৎ অভিনেত্রী চম্পা কোথা থেকে ছুটে এসে লেবেডেফের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ঈষৎ হেসে বলল, সাহেব, তুমিই নাটের গুরু। তাই তোমায় প্রণাম জানাই।

আটটা বাজতে এক মিনিট বাকি। মঞ্চের দুই প্রান্ত থেকে একজোড়া মঙ্গলশংখ বাজল। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়েব কলগুঞ্জন স্তব্ধ হল। একটা নীবব প্রতীক্ষা। মঞ্চের পার্শ্ববর্তী দুটি দ্বার খুলে গেল। লেবেডেফের নেতৃত্বে বাদ্যকবেব দল একই পোষাকে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করল। লেবেডেফ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে প্রথমে দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবলেশহীন আননে নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল। দীর্ঘ করতালি মুখরিত কবে তুলল রঙ্গভবন। ঘুরে দাঁড়াল লেবেডেফ, ভায়োলিনের ছড় হাতে নিল, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরেরা নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত রাখল। একটি পেটা ঘণ্টা ধ্বনি উচ্চকিত কবল রঙ্গক্ষেত্রকে। যবনিকা সরে গেল। সমবেত বাদ্যসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অভিসারিকা বেশে কুসুম প্রিয় কবি ভাবতচন্দ্র রায়ের গান ধরল।

গানেব পর গান। সুর ও কণ্ঠের কর্ণবিমোহন মিলন। সুরূপা কুসুমের উত্তেজক কটাক্ষ, দৃশ্যপটের বর্ণবৈচিত্র্য, সমস্ত মিলিয়ে এক নতুন রসের সঞ্চার করল যা কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভাবনীয়। ইণ্ডিয়ান সেরিনেড্ শেষ হতে না হতে বিপুল করতালি ও পুনরনুষ্ঠানের

স্থগিদ। শ্রোতাদের চাহিদায় কুসুম আরও গান গাইল। দীর্ঘ করতালির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সফল পরিসমাপ্তি। করতালির মধ্য দিয়ে লেবেডেফ সদলবলে রঙ্গমঞ্চের ভিতর পাশের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল। সে ছুটে গেল। কুসুম যেন তারই অপেক্ষা করছিল। কুসুমকে সামনে দেখতে পেয়ে লেবেডেফ মহা আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরল।

নাটকের আগে চাটনি স্বরূপ কিছু ভোজবাজির অনুষ্ঠান। বিচিত্র পোষাকে সেজে ছিল কণ্টিরাম ও সরস্বতী। ওরা মঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নিল। যবনিকা উঠতে তারা করতালির মধ্য দিয়ে খেলা দেখাতে সুরু করল। প্রথমে বল লোফালুফি। তারপর কাঁচ চর্বণ, মুখ দিয়ে অগ্নি বর্ষণ। গতানুগতিক ভোজবাজি। শুধু দর্শকদের বৈচিত্র্য-দেওয়া। কিন্তু এবার করতালির জোর হল না। পর্দা পড়ল।

এরপর বাংলা নাটক সুরু। দি ডিস্‌গাইস বা কাল্পনিক সংবদল। কিছু বাদ্যকর ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে আর বিচিত্র মুখোস পরে প্রথম দৃশ্যে বা ব্যক্ততায় নাটকের অংশ হিসাবে মঞ্চের উপর রয়ে গেল।

একটি পথের দৃশ্য। পূর্ববৎ লেবেডেফের নেতৃত্বে মূল বাদ্যকরদল রঙ্গভবনে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করল। অধীর প্রতীক্ষার মধ্যে পেটা ঘণ্টা বেজে উঠল। পর্দা উঠতেই দেখা গেল বাতায়নের তলে অন্তরাল-বর্তিনীর উদ্দেশ্যে বাদ্যকরেরা কাব্য করছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদ্য সঙ্গীতের পর সুখময়ের সহচরী ভাগ্যবতী-রূপিণী আতর তার প্রথম উক্তি শোনাল বাজিয়েদের উদ্দেশ্যে। আতর বলল, মহাশয়েরা, এই ভাল ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া। আর উনি বলেন আমার-দিগকে যাইতে—শুভ হউক!

নাঃ, তেমন ভাল বলতে পারল না আতর। এর চেয়ে চম্পা অনেক ভাল বলে, লেবেডেফ ভাবল। চম্পার ভাষণের মধ্যে কোনও জড়তা নেই, উচ্চারণ স্পষ্ট, কণ্ঠ উচ্চগ্রামে অথচ কর্কশ নয়। পুরুষ বেশে তাকে দেখাবে একটি প্রাণবান্ ভদ্র সুশ্রী নবযুবকের মত।

প্রথম উক্তি থেকেই সে জমিয়ে দেবে। পুরো নাটকে মোহনচাঁদ বাবুর ছদ্মবেশে সুখময়ের ভূমিকায় চম্পাকে দিয়েই নাটক শুরু করাতে হবে। বাজিয়েরা চলে গেল। তারপর নাটিকার ঘটনা ভরা নদীর স্রোতের মত এগিয়ে চলল। হরসুন্দর চাকর রামসন্তোষের ভূমিকায় বেশ উৎরে গেল। তার ইয়া বড়া গোঁফ। জামা গায়ে, তোগ, টুপি পাখনা-দেওয়া। সে নিজের ঘোমটা-দেওয়া স্ত্রীকে পরস্ত্রী মনে করে প্রেম-নিবেদন করল অতিনাটকীয় ভঙ্গীতে। সে বলল, প্রাণেশ্বরী আমার মিছরির ছুরি! এই দেখ, তোমার মহাবল পরাক্রম রাজপুত পদানত পড়িয়াছে। প্রথম রজনীর ছোট নাটকে দলটি যেন উদ্দীপনার সঙ্গে অভিনয় করছিল। তাদের ভাষা, বাচন, গতিবিধি, হাবভাব, হাস্যলাস্য সব কিছু দর্শকের মনকে উৎফুল্ল করে তুলল। কখনও মৃদু হাসি, কখনও জোর হাসি, কখনও অট্টহাসি, সমুদ্র-তরঙ্গের মত রোল তুলল পূর্ণ প্রেক্ষাগারে। আর রোল তুলল লেবেডেফের মনেও। সফল, সফল সফল। প্রথম ব্যক্ততা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। দর্শকদের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া খুবই ভাল। দ্বিতীয় ব্যক্ততায় চম্পা উপরের বারন্দা থেকে অভিনয় করবে। সে মঞ্চে ঢোকবার আগে দুর্গাপটে মাথা ঠেকাল, গোলোককে প্রণাম করল। তারপর তার অপূর্ব সাবলীল অভিনয়! নায়ক ভোলানাথ বেশে বিশ্বম্ভর। প্রেমপাগল নায়ক নায়িকাকে দাসী বলে ভুল করল। জমে উঠল নাটিকা। এই দৃশ্যের অভিনয় শেষে ছুটে এল চম্পা। শীতের রাত্রেও উত্তেজনায় সে ঘর্মাক্ত কলেবর, ওষ্ঠে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। সে বলল, মা গো, আমার প্রথম প্রথম যা ভয় করছিল। তারপর কিন্তু একটুও ভয় করেনি। এদিক থেকে দেখতে পেলুম মরিসনও এসেছে। তুমি ওকে নিমন্ত্রণ করেছিলে না কি, সাহেব?

হীরামণি কাছেই ছিল, বলে উঠল, সাহেব নিমন্ত্রণ করবে কেন? আমার নাচের রঙ্গ দেখবার জন্যে সে মুখপোড়া টিকিট কেটে এসেছে।

চম্পা বলল, তুই, হীরাদিদি, ওর দিকে ভাল করে চোখ মেরে

মেয়ে বঙ্গ করিস, কেমন?

তৃতীয় ব্যক্তিতায় হাসির হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে নাটিকার মিলনাত্মক পরিণতি এসে গেল। অভিনয়ের শেষে আবার পর্দা উঠল। লেবেডেফকে কেন্দ্রে রেখে অভিনেতৃবৃন্দ দর্শকদের অভিবাদন জানাল। দর্শকেরা গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিল দীর্ঘ করতালি প্রদান করে। দর্শকদের মধ্য থেকে কারা যেন ফুলেব গোছা ছুড়ে দিল মঞ্চেব দিকে।

বাইবে মঞ্চের দ্বারের কাছে উৎসাহী দর্শকেব দল অভিনেতৃবৃন্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চাইছে। বেছে বেছে কয়েকজনকে ভিতরে আসতে দেওয়া হল। টাউন-মেজব স্বয়ং হা'জব। লেবেডেফকে নিজেব হাতে ফুলের তোড়া দিল। সাব ববার্ট চেম্বার্স'ও ফুল পাঠিয়েছেন।

কিন্তু বিশিষ্ট সব উপহার লেবেডেফ স্বয়ং হাজির কবে বেখেছিল অভিনেতৃ-দলের জন্য সেই বাত্রেই। সোনা রূপার বিভিন্ন অলংকার—আংটি, কংকন, বাজুবন্দ ইত্যাদি। খুসি মনে লেবেডেফ সেই উপহার এক একজনকে দিতে লাগল। মেয়েদের মধ্যে হীরামণি পেল কানেব দুল, আতর বাজুবন্দ, কুসুম কংকন। আর সবশেষে চম্পার জন্য উপহার। বাক্স খুলে লেবেডেফ বার করল একটা সোনাব মটরদানা। চম্পার গলায় পবিযে দিতে দিতে সে বলল, ইহা কিন্তু নিজেব টাকা দিয়েই গড়িয়েছি। ইহা চোরাই মাল নহে।

চম্পা মটরদানা হাত দিযে বুকে চেপে ধরল।

ওরা সবাই সাজ-প্রসাধন বদলে নিতে ব্যস্ত। এমন সময় কোলাহল শোনা গেল স্টেজেব বহির্দ্বারে। দ্বার-বক্ষকেব সঙ্গে তুমুল বিতণ্ডা লাগিয়েছিল জনৈক সাহেব। সাহেবটি সাজঘবে ঢুকতে চায় কিন্তু দ্বার-বক্ষক দেবে না। একজন কর্মী ছুটে এসে খবব দিল। লেবেডেফ নির্দেশ দিল, জেনে এস, কে সাহেব? কি চায় সে?

কর্মী খানিক বাদে খবর দিল, সাহেব ফুলের তোড়া দিতে চায় কোনও ঠাকুরাণীকে।

কি নাম?

সাহেবের নাম মরিসন, ঠাকুরাণীর নাম বলল না।

হীরামণি বলল, আহা আসুক, আসুক।

মরিসন একটু পরেই হাজির। মুখে চোখে উল্লসিত কৌতূহল। হাতে বিরাট এক ফুলের তোড়া। সে সাজঘরের বৈচিত্র্যে কিছুটা হতচকিত হয়ে গেল। তারপর লেবেডেফকে দেখে সম্ভ্রমভাবে বলল, কনগ্রাচুলেশনস, মিস্টার লেবেডেফ। দি শো ওয়াজ্ মার্ভেলাস্!

সে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। লেবেডেফ খুসি মনে করমর্দন করল।

মরিসন বলল, ফুলের তোড়া সাজিয়ে আনাতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। আমি কি তোমার অনুমতি পেতে পারি এই তোড়াটা আমার পছন্দ মত দিতে।

খুসির সঙ্গে লেবেডেফ বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

হীরামণি উৎসুক হয়ে উঠল।

কিন্তু মরিসন তার দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, কোথায় সেই দুষ্টু মেয়েটি যার নাম সুখময়?

চম্পা একটু আড়ালেই ছিল। তাকে আবিষ্কার করে মরিসন উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। দেয়ার্ শি ইজ্। ডার্লিং, দিস ইজ্ ফর্ ইউ!

চম্পা কম্পিত হাতে ফুলের তোড়াটা নিল।

মরিসন অস্ফুট স্বরে বলল, এইমাত্র এটা নিজের টাকায় কিনে এনেছি। চোরাই মাল নয়।

চম্পা আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ মরিসন সকলের সম্মুখে চম্পাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন দিল। চম্পা কোনও বাধা দিল না; তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা পাশে পড়ে গেল। হীরামণি আর স্থির থাকতে পারল না। ভূপতিত ফুলের তোড়ার উপর বার বার পদাঘাত করে সেখান থেকে সে দ্রুতপদে চলে গেল।

প্রথম অভিনয়ের সাফল্য সারা শহরের রসিক মহলে প্রচুর চাঞ্চল্য এনেছিল। দর্শক সাধারণের মুখে মুখে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। যে রকম টিকিটের চাহিদা ছিল, লেবেডেফের মনে হল, আরও বড় থিয়েটার বাড়ী তৈরী করতে পারলে ভাল হত। মাত্র শ' তিনেক লোক কষ্টেসৃষ্টে বসতে পারে। প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শক সমাগম এত হল যে অনেকের বসবার সুবিধা হয় নি। এ নিয়ে চাপা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। তবে সেটা মুখর হয়ে উঠেনি এই কারণে যে দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বিষয়গুলি খুবই মনোজ্ঞ ছিল। হাসির দোলায় লোকে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য গ্রাহ্যই করেনি। দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লেবেডেফ দ্বিতীয় বারে পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় করাবে, বাংলা মুর আর ইংরেজি জবানেতে। পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও অনেক। মঞ্চটি আরও ছড়ানো হলে ভাল হত।

কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষাগারের প্রধান অন্তরায় অর্থের অনটন। শুধু ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে আর ঋণ করে একটা ভাল থিয়েটার গড়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু এই ব্যাপারে সে হাত দিয়েছিল মস্ত বড় আশা নিয়ে যে গভর্ণর জেনারেল হয় ত তাকে ইংরেজি থিয়েটারের অনুমতি দেবেন। কিন্তু সে অনুমতি এখনও পাওয়া গেল না। লেবেডেফ মিস্টার জাস্টিস্ হাইডের কাছে খবর পেল যে প্রথম রজনীর বাংলা থিয়েটারের সুখ্যাতি গভর্ণর জেনারেলের কানে গিয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও মনস্থির করতে পারেন নি, ইংরেজি থিয়েটার সম্পর্কিত অনুমতির ব্যাপারে। বিশেষ ক্ষমতাশালী একদল এর বিরোধিতা করছে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আর জগন্নাথ গাঙ্গুলির অসহযোগ কিঞ্চিৎ ভীতিজনক। লেবেডেফ সেদিন বাবুকে একটু কড়া ভাবেই গালি গালাজ করেছিল। এমন মিঠেকড়া কথা আগেও হয়েছে। তবে জগন্নাথ গাঙ্গুলি সে সব কথা গায়ে মাখেনি। কিন্তু সেদিন তার মিথ্যা উক্তি ধরা পড়ার পর সে

হাজির হয়নি যদিও লেবেডেফ তার কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিল। সে শাসিয়ে গেল মামলা করবে বলে। কিছু টাকা সে পাবে সত্য, কিন্তু লেবেডেফও তার কাছে কিছু পায়। সে হিসাব-রক্ষকের কাছ থেকে খাতা চেয়ে পাঠাল। জগন্নাথ সত্যই মহাজন। কিন্তু আরও অনেক মহাজন রয়েছে। ঠিকাদার, ইটকাঠ-সরবরাহকারী, কাপড়ের দোকানী, স্বর্ণকার—আরও অনেকে, বেশ কয়েক হাজার টাকার মত ঋণ। সকলেই থিয়েটারের সাফল্যের মুখ চেয়ে মুখ বুজে ছিল। দুচারজন পাওনাদার এরই মধ্যে তাগিদ দিতে শুরু করল, অথচ প্রথম অভিনয় রজনীতে যা আয় হয়েছে তা ঋণের প ক্ষ মোটেই পর্যাপ্ত নয়। লেবেডেফ অবশ্য আলেকজাণ্ডার কিড, গ্রানভিল প্রভৃতি সাহেবদের বেশ কিছু টাকা কর্জ দিয়েছিল কিন্তু দেওয়াতেও বিপদ। ক্ষমতাশালী ইংরেজ অফিসার-গণ যদি সত্যি বিরূপ হয় তবে লেবেডেফ রোওয়ার্থদের সঙ্গে লড়বে কার ভরসায়? এই অবস্থায় জগন্নাথ গাঙ্গুলির কাছে সামান্য কিছু ঋণও অনেক বোঝা-স্বরূপ

আর হৃদয়ের আকৃতি! সেটা সইবার মত বয়স লেবেডেফের হয়েছে। বয়স প্রায় ছেচল্লিশ হল, দীর্ঘকাল গরম দেশে থাকায় একটু দ্রুত প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছিল তার মুখে। কাণের পাশের চুলে পাক ধরেছিল। মাথার উপরের চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল। কামনার স্রোতে মন্থরতা দেখা দিয়েছিল। নব যৌবন থাকলে নিশ্চয় সে চম্পার সঙ্গে এত সংযত ব্যবহার করতে পারত না। যে দিন তার চোখের সামনে মরিসন চম্পাকে চুম্বন করল, দশ বছর পূর্বে হলে ঐ অবস্থায় লেবেডেফ হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘুসি মেরেই বসত।

কিন্তু একদিন মরিসনকে ঘুসি মেরেছিল মিস্টার স্কিনার। রোওয়ার্থের বিফল অভিযানের পর মেয়েটির বিপদ আশংকা করে লেবেডেফ স্কিনারকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়েছিল চম্পার উপর কড়া পাহারা রাখতে। ইদানীং স্কিনারই চম্পাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসত আর পৌঁছে দিত। এতে মরিসন চম্পার সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সুযোগ

পেত না। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ঢোকার মুখে মরিসন হঠাৎ এসে চম্পার হাত ধরল। এক ঝটকায় চম্পা হাত ছাড়িয়ে নিল।

এই নিয়ে স্কিনারের সামনে ওদের বচসা শুরু হল। চম্পা বলল, তুমি আমায় অনর্থক উত্যক্ত কর না। তুমি আমায় পাবে না।

মরিসন বলল, তবে তুই ফুলের তোড়া হাতে পেয়ে আমায় চুমু দিলি কেন?

সে আমার খুসি, বলে চম্পা তেজ করে বাড়ীর দরজায় ঢুকতে গেল।

মরিসন তাকে বাধা দিল।

চম্পা রেগে উঠে বলল, মিস্টার স্কিনার, তুমি এই নাছোড়বান্দা লোকটাকে সামলাও।

স্কিনার মুহূর্তের মধ্যে ওদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়াল। মরিসন ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বলল, কি, একজন চিচি-কে দিয়ে আমায় অপমান করাতে চাস্?

চিচি হল ইস্ট ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ মিশ্র জাতি সম্পর্কে অতি অবজ্ঞা-সূচক শব্দ।

চিচি শব্দ শুনে স্কিনারের মাথায় আগুণ চড়ে গেল, সে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। মরিসনকে দুম করে একটা ঘুসি মেরে বলল, টেক দিস্ ইউ ব্লাডি ড্যাড্ অফ এ চিচি।

মরিসনও ছাড়বার পাত্র নয়। দুজনের মধ্যে দারুণ মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হল। রাস্তায় ভিড় জমে গেল। পথচারীদের সহানুভূতি স্কিনারের উপর। একটা মেটে ফিরিঙ্গি এক সাহেবকে ধরে ঠেঙ্গানি দিচ্ছিল। সে দৃশ্য আধো অন্ধকারে ওরা উপভোগ করছিল, শেষ পর্যন্ত মরিসনই জয়লাভ করত যদি না মেটে ফিরিঙ্গীর কাহিল অবস্থা দেখে জনা দুয়েক প্রতিবেশী জোর করে ওদের ছাড়িয়ে দিত।

বেগতিক দেখে চম্পা কখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল যুযুধানেরা খেয়ালই করেনি।

স্কিনার এই ঘটনাব বিবরণ দিয়ে বলল, ওয়েল্, মিস্টার লেবেডেফ, মিস চম্পা কেন মিস্টার মরিসনকে বাড়ী ঢুকতে দিচ্ছেনা মনে হয় ?

কি জানি ? মেয়েদের মন বোঝা ভার।

চম্পা নিজেই তাব মন পবিষ্কার কবে বলল। ঘটনাটি ছিল এই ধবণেব। কযেকদিন বিশ্রামের পর ওবা আবার মহলার জন্যে জমায়েত হয়েছিল। প্রথম অভিনয় বজনীব পব এইটি ছিল প্রথম জমায়েত। ওরা গল্পগুজব কবছিল বেশি সময়টা। লেবেডেফ নিজেব অফিস ঘবে খাজাঞ্চীব সঙ্গে বসে পাওনাদার মেটাচ্ছিল। দেনা অনেক। ধীরে ধীরে শোধ করতে হচ্ছিল। এদিকে আবার দ্বিতীয় অভিনয় রজনীর জন্যে তৈরী হতে হয়। এবাব পূর্ণাঙ্গ নাটক মোহনচাঁদবাবুর ছদ্মবেশে সুখময়-রূপিনী চম্পাকে দিযেই সুরু হবে। বাংলা মুর ইংবেজি ভাষা মিলিয়ে অভিনয়। মহলা ভাল করেই দিতে হয়। ঘন ঘন নিয়মিত অভিনয় না হলে খ্যাতি ম্লান হযে যাবে। এমন সময় কোনও রকম অনুমতি না নিযে সিধে অফিস ঘরে ঢুকে এল মিস্টাব মরিসন্।

মিস্টাব লেবেডেফ, মবিসন বাস্তব সুরে বলল, তোমার খাজাঞ্চীকে যেতে বল, আমাব কিছু গোপন কথা আছে।

খাজাঞ্চী চলে গেল।

লুক, মিস্টার লেবেডেফ, মবিসন বলল, তুমি একজন ইউরোপীয়, আমি একজন ইউবোপীয, তুমি এভাবে আমাকে কালা আদমিদের কাছে অপমান কবাচ্ছ কেন ?

আমি অপমান করাচ্ছি ?

নয়ত কি ? তোমার আস্কাবা না পেলে কালো ছুঁড়িটা আমায় এড়িয়ে যাবাব সাহস পায ? তুমি পিছনে না থাকলে ঐ হতচ্ছাড়া চিচি আমার গায়ে হাত তুলতে ভরসা করে ?

বিশ্বাস কর, আমি এ সবের পিছনে নেই। আমি থিয়েটাব করি ও করাই। আমি প্রেমের কাববাবি নই। কিন্তু এত মেয়ে থাকতে তুমি ঐ আধময়লা মেয়েটির পিছনে ঘুবছ কেন ?

সেইটাই ত বুঝতে পারছিনা, ঐ ব্ল্যাক ছুঁড়িটার এমন একটা টান আছে যা আমি কথায় ব্যক্ত করতে পারি না, অনেক নারীসঙ্গ করলুম কিন্তু ওর সঙ্গের জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছি, সত্যি কথা বল ত তুমি ওর সঙ্গে নৈশ বিহার করেছ ?

না।

এই দেখ, নিশ্চয় তোমায় ও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

কে বললে ? আমার কি আর অন্য কাজ নেই ?

অন্য কাজ সব ভুলে যাবে যদি ওর সঙ্গের স্বাদ একবার পাও। পাও নি ?

বলছি ত, না।

জোর করে নাও নি ?

না। আমি জানি সে তোমায় ভালবাসে।

সত্যি !

হাঁ, আমায় সে অনেকবার বলেছে।

নির্জলা মিথ্যে কথা।

হতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসা কর।

কেমন করে করব ? সে ত আমায় ধারে কাছে আসতে দিচ্ছেনা।

আমি ডাকছি, আমার সামনে জিজ্ঞাসা কর।

তুমি ডাকবে ? ডাক।

লেবেডেফ বেয়ারাকে ডাকল, বলল, মিস চম্পাকে বল সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

বেয়ারা যো হুকুম বলে বেরিয়ে গেল। মরিসন প্রতীক্ষায় ছটফট করতে লাগল।

একটু পরেই চম্পা এল। মরিসনকে দেখে তার মুখে কোনও ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

মিস চম্পাবতী, লেবেডেফ বলল, মিস্টার মরিসন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। গোপন আলাপ, আমি পাশের ঘরে যাই।

না সাহেব, চম্পা বলল, তুমি থাক।

বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা! দুজনেই এক নারীকে প্রার্থনা করে, একজন নীরবে, আর একজন সরবে। দুর্জ্ঞেয়া সেই নারী আজ জবাব দিহি করবে কি?

মরিসনের নবপ্রেমিক রূপ। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ, সে অস্ফুট স্বরে বলল, চম্পা মাই সুইটি, তুই জানিস তোকে আমি কতখানি ভালবাসি! তবু তুই কেন আমায় এড়িয়ে যাচ্ছিস? আমি সত্যি তোর উপর অন্যায় করেছি। তোর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তোকে না পেয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি। এত মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছি কিন্তু তোর অভাব কিছুতেই ভুলতে পারছি না। চম্পা, চম্পা মাই ডার্লিং, কেন তুই আমাকে কাছে যেতে দিচ্ছিস না?

মরিসনের কথার মধ্যে ঐকান্তিকতার সুর ছিল। সে চম্পার হাত ধরল কিন্তু মেয়েটি চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইল, কোনও জবাব দিল না।

মরিসন বলে চলল, জানিস, তোর জন্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই। স্ত্রীকে পর্যন্ত আমি তোর জন্যে ত্যাগ করতে বসেছি। বল্, আমি তোকে আবার কবে পাব?

চম্পা নিজের হাত ছাড়িয়ে ফিরে দাঁড়াল, বলল, মিস্টার রবার্ট মরিসন্, তুমি আমায় সে দিনই পাবে, যেদিন তুমি গির্জায় আমাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবে।

চম্পার উচ্ছ্বাসহীন এই কথা ঘরের নীরবতাকে খান খান করে দিল। যে দিন তুমি গির্জায় আমায় ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবে। ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবে! ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবে!

অসম্ভব, মরিসন বলল, এ অসম্ভব শর্ত। আমার স্ত্রী রয়েছে, আমি তোকে কি করে ধর্মপত্নী হিসাবে গ্রহণ করি?

এই আমার একমাত্র শর্ত।

চম্পা ডিয়ারেস্ট হার্ট, তুই অবুঝ হস্ না, জানিস আমি হিন্দু নই,

জানিস আমি হিন্দুপুরুষের মত পঞ্চাশ ষাটটা বিয়ে করতে পারি না।

কিন্তু একাধিক রক্ষিতা রাখতে পার তোমরা। আর রক্ষিতা হবার সাধ নেই, বব্ মরিসন, এখন ধর্মপত্নী হবার সাধ হয়েছে।

চম্পা ডার্লিং, আমি কি তোকে কিছু দিইনি? সোহাগ দিইনি, আনন্দ দিইনি, পুত্র সন্তান দিইনি?

হাঁ, দিয়েছ। চম্পা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিন্তু দিয়েছ জারজ সন্তান। দিয়েছ অপমান, অবজ্ঞা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, শাস্তি।

চম্পা হঠাৎ তার পিঠের কাপড় সরিয়ে দিল, মরিসনের দিকে নগ্ন পিঠ ফিরিয়ে ধরল, তার মসৃণ পিঠ বিচিত্র হয়েছিল লম্বা লম্বা ক্ষত চিহ্নে।

চম্পা বলল, বব্ সাহেব, তুমি যখন এই ক্ষত চিহ্নে হাত বোলাবে, আমার সারা অঙ্গ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যাবে, যতক্ষণ আমি তোমার রক্ষিতা থাকব। সেই জ্বালা জুড়বে যখন আমি তোমার ধর্মপত্নী হব

চম্পা ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেল, হতচকিত মরিসন তার গমন পথের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

তারপর বলল, বিচ্! তুমিই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ মিস্টার লেবেডেফ, মাগি ভেবেছে কি? আমি আমার শ্বেত পত্নীকে ডিভোর্স করে এই কালো মাগিকে বিয়ে করব? সমাজে মুখ দেখাব কি করে?

মরিসন রেগে বেরিয়ে গেল।

আট

১৭৯৫ এর খৃস্টমাস এসে গেল। শহর কলকাতার সাহেবী মহলে মহোৎসব, গির্জাতে প্রার্থনার জন্যে সাধারনত আধডজন পালকিও হাজির হয় না, কিন্তু খৃস্টমাসের উৎসব হয় জাঁকিয়ে। এখানেও দেশি ছাপ পড়ে। সাহেব বাড়ীর ফটকের দুপাশে বড়বড় কলাগাছ বসান

ধ্বা, ফুল আর পাতা দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজান হয় ফটক। বড়লাট হোমরাচোমরাদের প্রাতঃরাশে নিমন্ত্রণ করেন। লালদীঘি থেকে ঘন ঘন তোপ দাগা হয়, দ্বিপ্রহরে ভুরিভোজ। লম্বা পেয়ালা থেকে লাল শরাব ঢেলে সবাই সারা বছরের দুঃখ একদিনে ধুইয়ে দেয়। সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি-ব্যাপী বল নাচ।

সকাল থেকে অনেক তোপ দাগল লালদীঘির-কামান। তার বুম বুম আওয়াজ শহর কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। সকাল থেকে লেবেডেফ অনেক ডালি পেল এবং দিল। পরস্পর উপহার বিনিময় উৎসবের অংগ. লেবেডেফ ডালি পাঠাল প্রভাবশালী ইংরেজ মহলে। ফলমূল রকমারি মদ। বিশেষ করে মিস্টার আর মিসেস হের ডালিটি দর্শনীয় হল। মিস্টার হে ইংরেজ সরকারের এক প্রধান সচিব। মিসেস এলিজাবেথ হে সঙ্গীত রসিকা। ওদের কাছ থেকে একটি গোপন লিপি এল, হতাশ হওনা বন্ধু, আবেদন এখনও নামঞ্জুর হয়নি।

বড়লাট সার জন শোরের কাছে লেবেডেফ ইংলিশ থিয়েটার বসাবার যে আবেদন করেছিল সেটা এখনও মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হয়নি। আশায় বুক বাঁধল লেবেডেফ।

নববর্ষের নতুন উপহার এল—গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি। মহামান্য সার জন শোর খুসিমনে অনুমতি দিয়েছেন মিস্টার গেরাসিম লেবেডেফ শহর কলকাতায় ইংলিশ নাটকের অভিনয় করাতে পারেন।

শহর কলকাতায় গেরাসিম লেবেডেফ ইংলিশ থিয়েটার খুলবে। শোন রোওয়ার্থ, শোন সুবিজ, শোন জোসেফ ব্যাটল তোমাদের প্রাণ-পণ বাধা সত্ত্বেও তোমাদেরই শাসক-প্রধান এক বিদেশী রুশকে অনুমতি দিয়েছেন তোমাদের ভাষায় নাটক অভিনয়ের। সেই বিদেশী বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে নাটক জমাতে পারে। সে ইংলিশ নাটকে শহর কলকাতার ইউরোপীয় সমাজকে মাত করে দেবে।

উৎসব কর, উৎসব। খুসিতে ভরপুর লেবেডেফের মন। সঙ্গে সঙ্গে সে কেরানীকে ডেকে হুকুম দিল। এখনই ব্যবস্থা কর ভাগীরথী বক্ষে নৌ-বিহারের।

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ছয়টি বজরা ভাড়া করা হল। বিচিত্র নিশান উড়ল শীতের মৃদু হাওয়ায়। ফুলে লতায় পাতায় সাজান হল প্রত্যেকটি। বজরার ছাদে মেজ কুর্সি কেদারা লাগান হল। একটি বজরায় লেবেডেফ স্বয়ং আর তার প্রধান সহচরীরা। তিনটি বজরায় বাদ্যকর দল, গীতবাদ্যে গঙ্গাবক্ষ মুখরিত করবার জন্য। দুটি বজরায় খাদ্য পানীয়ের সম্ভার নিয়ে চলবে ভৃত্যপরিজনেরা। কিন্তু এই আনন্দোৎসবে গোলোক নাথ দাস যোগ দিল না, ইংলিশ থিয়েটার সম্পর্কে বাবু উদাসীন, তাই হয়ত এই উৎসব তার মনঃপূত নয়। আর যোগ দিলনা চম্পা। সে বলল, উৎসবের সময় দীর্ঘ। এতক্ষণ ধরে শিশু পুত্রকে ছেড়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিকালের আনন্দোৎসবে চম্পার অনুপস্থিতি বার বার লেবেডেফেব মনে পড়তে লাগল, তবু কুসুম, হীরামণি, সৌদামিনী এদের সান্নিধ্য কথাবার্তা, হাসিগান, রসিকতা জমিয়ে দিল নৌ-বিহারকে।

সূর্য অস্ত গেল, কাগজের তৈরী বংবেবংএর চীনা ফানুসের সারিতে মোমবাতি পুরে জ্বালিয়ে দিল মশালচী, অন্ধকারে গঙ্গাবক্ষে তা খুবই সুন্দর দেখাল, তীববর্তী পালতোলা জাহাজগুলিতেও প্রদীপেব মালা, কুয়াসার মধ্য থেকে ভেসে আসছিল মধুব বাজনাব সুর।

খানিক পবে কুসুম বলল, মাথা ধরেছে। আমি নিচে কামরাব মধ্যে যাচ্ছি।

সে চলে গেল, অনেকক্ষণ এল না। কে একজন বলল, বিদ্যাসুন্দরেব গান হলে হত।

মিস কুসুম, মিস কুসুম। ওরা ডাকাডাকি করল।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। হীরামণি বলল, কুসুম নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

খুসি মনে লেবেডেফ বলল, তাড়াও ওকে কোলে করে তুলে আনি।
হীরামণি কি একটা অশ্লীল কথা বলে উঠল নেশার ঝোঁকে।
লেবেডেফ বজরার কামরার মধ্যে গেল, বেশ সুসজ্জিত কামরা। পুরু গদির উপর ফরাস পাতা, তাকিয়ায় মাথা দিয়ে এলিয়ে পড়েছিল কুসুম। বিস্রস্ত বেশ। মোমবাতির আলোয় তার আবছা শরীর আরও রমণীয় হয়ে উঠেছিল। চম্পার কথা মনে হল লেবেডেফের। সে যাক।
কুসুম, লেবেডেফ নিদ্রিতার হাত ধরে ডাকল, কুসুম, ওঠ।
কুসুম চোখ চাইল, লেবেডেফকে দেখে সে ওঠবার চেষ্টা করল না, বলল, বস।
লেবেডেফ বসল, বলল, তোমার কি খুব শরীর খারাপ হয়েছে?
শরীর না, কুসুম বলল, মন।
আজ আনন্দের দিনে মন খারাপ! কেন, কেন?
তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে।
তার মানে?
জগন্নাথ গাঙ্গুলি আর আমায় তোমাদের কাছে আসতে দেবে না।
জগন্নাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে তোমাব কি সম্পর্ক? তার কথাই বা তুমি শুনবে কেন?
আমি তার রক্ষিতা।
কবে থেকে।
সেই দুর্গোৎসবের বৌনাচের পর থেকে। আমার জন্যে সে শোভা বাজারে বাড়ী ভাড়া করেছে। অনেক খরচা করেছে। শুধু নাচগান করে আর অচেনা অজানা লোকেদের সঙ্গ দিয়ে ভাল লাগে না। বয়স বাড়ছে একটু স্থিতু হতে মন চায়। সাহেব, তুমিত আমায় রাখলেই পারতে।
লেবেডেফ বলল, আমায় কে রাখে তার ঠিক নেই!
জানি তোমার মন চম্পার দিকে, কুসুম বলল, কিন্তু সে বড় তেজী মেয়ে, তাকে তুমি পাবে না, তার মন পড়ে আছে মরিসনের ওপর।

লেবেডেফ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্যে বলল, তবে কি সত্যি তুমি আমাদের দল ছেড়ে যাবে?

ইচ্ছা নেই যাবার, কুসুম বলল, এ নিয়ে বাবুর সঙ্গে রোজ ঝগড়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত যেতেই হবে। শুধ্ একটা কথা বলে যাই, তুমি লোক ভাল। কিন্তু চালাক নও, সেই সাহেবী থিয়েটারওয়ালারা এবার তোমার সঙ্গে জোর লাগছে। বাবুর কাছ থেকে কথায় কথায় খবরটা জেনেছি। বাবু এখন ঠিকাদারির লোভে ওদের সঙ্গে ভিড়েছে, সাবধান।

কোন্ দিক থেকে সাবধান হবে লেবেডেফ কিছুই বুঝতে পারছিল না। এ পর্যন্ত রোওয়ার্থের দল চোখ-রাঙানো আর দল-ভাঙ্গানোর চেষ্টা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করেনি। কুসুম হয়ত চলে যাবে। গোলোক নাথ দাসের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ হল। কুসুমের যাওয়া নিয়ে তত চিন্তা নেই। বিদ্যাসুন্দরের গান গাইতে পারবে, এমন গায়িকা খুঁজে বার করা তত শক্ত হবে না। অভিনেতাও হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু অভিনেত্রীদের নতুন করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া শক্ত। লেবেডেফ মিস্টার স্কিনারকে বলে দিল চম্পার উপর কড়া নজর রাখতে।

এদিকে ইংলিশ থিয়েটারের জন্যেও তৈরী হতে হচ্ছিল। নতুন নতুন ইংরেজ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সন্ধান করতে হল। সেখানেও একই সমস্যা। অভিনেতা পাওয়া যায় কিন্তু অভিনেত্রী বিরল। সেলবি নামে একটি ইংরেজ যুবক দলে যোগ দিল। ছেলেটির কথাবার্তা ভাল। তার অভিনয় করার ঝোঁক আছে। দু'একবার সৌখীন অভিনয় করেছিল। বিশেষ কোনও দাবীদাওয়া নেই। যা লেবেডেফ দেবে তাতেই সন্তুষ্ট। নীলুম্বুর ব্যাণ্ডো ত মহাখুসি, ইংলিশ থিয়েটারে তাকে বেয়ারা খানসামার পার্ট দিলেও সে হাসি মুখে কাজ করবে। সে আবার বলল, নেকি নেকি ব্ল্যাকি গেের্লের সঙ্গে অভিনয়ে রস নেই, থাকে যদি মোমের মত মেম, অভিনয় করে আরাম।

টাকা চাই, লোক চাই। ক্যালকাটা থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লা

দেওয়া ত ছেলে খেলা নয়, বাংলা থিয়েটারে নতুনত্বের চমক আছে। অল্প বস্তুর ভাল মন্দ হলেও লোকে ত্রুটি ধরে না। কিন্তু ইংলিশ থিয়েটারের মান অনেক উঁচু। ক্যালকাটা থিয়েটারের চেয়ে ভাল করা চাই। টাকা চাই, লোক চাই। টাকা চাই, লোক চাই।

লেবেডেফ দ্বিতীয় অভিনয় রজনী ঠিক করে ফেলল। মার্চ ১৭৯৬। সেবার দর্শকের বেশি ভিড় ছিল। এতে অনেকের অসুবিধা হয়েছিল। এবার সে তাই টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা বদলে ফেলল। থিয়েটার ভবনে সরাসরি টিকিট বিক্রী না করে, অগ্রিম চাঁদা নেওয়ার প্রথা চালু করল। টিকিটের দামও এবার বাড়িয়ে দিল। চার টাকা আট টাকা না করে সমস্ত টিকিটের চাঁদা ধার্য হল এক মোহর অর্থাৎ ষোল টাকা। দর্শকের আসনও সে কমিয়ে দিল। এবার মাত্র দু'শ জনের মত ব্যবস্থা, কিন্তু আনন্দের কথা এই, যে দেখতে দেখতে রসিক লোকে চাঁদা পাঠিয়ে টিকিট নিয়ে যেতে লাগল। একদিন মাত্র ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন বেরল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি টিকিট সব শেষ। এত জনসমাদরে তার মহোল্লাস স্বাভাবিক।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

দ্বিতীয় অভিনয়ের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা বেঙ্গাল্লী থিয়েটারে জোর মহলা চলেছিল। কুসুম ছিল, ছিল চম্পা, হারামণি, সৌদামিনী, নীলাম্বর, অন্য সব অভিনেতা আর অভিনেত্রী। বেশ খুসির আবহাওয়া, এমন সময় মিস্টার ডি সুজা, চম্পার প্রতিবেশী, যে সংবাদ নিয়ে এল তাতে সবাই স্তম্ভিত।

ডি সুজা উত্তেজিত ভাবে যে খবর দিল তার মর্মার্থ হল এই।

সন্ধ্যার কিছু পরে একজন হিন্দুস্থানী দরজার কড়া নাড়ল। ডি সুজা একটা প্রদীপ নিয়ে দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা ভারি জিনিষের আঘাতে ডি সুজা চিৎপাৎ।

যখন জ্ঞান হল সে চেয়ে দেখল তার স্ত্রী মুখের কাছে উৎসুক নয়নে চেয়ে আছে। তার মাথায় জলপটি। দাসী তালপাতার পাখায় হাওয়া

করছিল। লণ্ঠন ধরে আরও অনেক প্রতিবেশী। ওদিকে সোরগোল সুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাসা ভাসা কথা কানে আসছিল। চোর, ডাকু ভাগ গিয়া।

ডি সুজা একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসল, ব্যাপার কি ? মিসেস বলল সাংঘাতিক ব্যাপার ! চার পাঁচ জন লোক ডি সুজাকে অজ্ঞান করে সোজা উপবে উঠে গিয়েছিল মিস চম্পাবতীব ঘরে। উপরে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে মিসেস ডি সুজার সন্দেহ হল। উঠানে বেরিয়েই দেখে আহত ডি সুজা। মিসেস ত চিৎকার সুরু করে দিল ভয়ে। চিৎকারে পাড়ার লোক হল্লা তুলল, এব মধ্যে সেই লোক কজন দৌড়ে নেমে এল। কালো কালো সরু চেহাবা, কৌপীন ছাড গায়ে এক টুকরো বস্ত্রও নেই, আধো অন্ধকাবে ওদের চেনা গেল না, শুধু ওদেব প্রায়-নগ্ন দেহ চকচক করতে লাগল, দুএকজনেব, হাতে পোঁটলা ছিল। প্রতিবেশীরা ধরতে গিয়েছিল ওদের, কিন্তু আগন্তুকদেব সাবা গায়ে তেল মাখান ছিল, তাবা পিছলে পালিয়ে গেল, গলির বাঁকে অন্ধকারে উধাও হল।

ডি সুজা টলতে টলতে উপরে উঠল। সঙ্গে মিসেস ও কিছু কৌতূহলী প্রতিবেশী। উপবে উঠে তাবা দেখে বীভৎস কাণ্ড। চম্পার দাসী বুড়ি মাকে আততায়ীবা অজ্ঞান করে মুখ হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে গিয়েছে। ঘর দোব তচনচ। অল্প সময়েব মধ্যে ওরা জিনিষ পত্তর ভেঙ্গে দিয়েছে, দামী জিনিষ যৎসামান্য যা ছিল সব নিযে গেছে।

চম্পা আশংকাব সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আমাব খোকা ?

নেই।

খোকা নেই ?

ওরা তাকেও চুরি করে নিয়ে গেছে।

আমার খোকা নেই ! চম্পা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। পর মুহূর্তেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

মুহূর্ত সময় নষ্ট করার নেই। মূর্ছিতার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে

লেবেডেফ তৎক্ষণাৎ ডি সুজা, স্কিনার আর গোলোকনাথ দাসকে সঙ্গে নিয়ে ছুটল চম্পার বাড়ী, বগিগাড়ী বোঝাই করে দ্রুত হাঁকাল তা মলঙ্গার দিকে। মশালচী আলো ধরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে পারে না। যখন মলঙ্গায় এল তারা, দেখল গলিতে তখনও ভিড় জমে আছে। থানা থেকে একজন পুলিশ আর অফিসার এসেছিল, খোঁজ-তালাস নিয়ে গিয়েছে।

ডি সুজা যা বর্ণনা দিয়েছিল, চম্পার ঘরের অবস্থা ঠিক তাই। বাক্স-পেঁটরা ভাঙ্গা, কুসি-কেদারা উলটে পালটে পড়ে আছে। বিছানা চাদর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, চারি দিকে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার, শিশুর শয্যায় শিশু নেই, কেবল পোষা কাকাতুয়াটি চিৎকার করছিল, ওয়েল কাম্। আর তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সুব করে শাপ-শাপান্ত পাড়ছিল চম্পার বুড়ি দাসী মরিসন সাহেবেব উদ্দেশ্যে।

গোলোক দাস বলল, থানায় যাবার আগে একবার মরিসনের খোঁজ নেওয়া উচিত।

লেবেডেফ বলল, সেই ভাল, লোকটা ত শাসিয়েছিল ছেলে কেড়ে নিয়ে যাবে। হয়ত তার বাড়ীতেই আছে ছেলেটি।

স্কিনার আর ডি সুজা ওখানেই নেমে গেল, গোলোক দাস থিয়েটারে ফিরে গেল চম্পাকে আশ্বাস দেবার জন্য। লেবেডেফ বৈঠকখানায় বগি হাঁকিয়ে গেল, মরিসনের বাড়ী খুঁজে নিতে একটু অসুবিধা হল। বাড়ী যদিও বা পাওয়া গেল, দরজা খোলানই মুসকিল। ও অঞ্চলে ডাকাতের ভয়। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর কাঠের ফটকের এক ফোকর দিয়ে এক চাকর বলল সাহেব বাড়ী নেই।

বিশ্বাস হল না আগন্তুকের। লেবেডেফ বলল, মেম সাহেব আছেন? তাঁকে সেলাম দাও, বল গেরাসিম লেবেডেফ দেখা করতে চায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাবার পর সে অস্থির হয়ে উঠল। দেরীটা খুবই সন্দেহজনক। আবার হাঁকডাক করতে চাকর এবার ফটক খুলল, লেবেডেফ মরিসনের বাড়ীব ভিতরে ঢুকল। চাকরটা

তাকে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। একটু পরেই মিসেস রবিসন এল, মোমবাতির আলোয় দেখা গেল তার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে।

কি ব্যাপার? এত রাতে? মিসেস রবিসন জানতে চাইল।

মিস্টার রবিসন কোথায়? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

জানি না।

তার মানে? লেবেডেফ উৎসুক হল।

রবিসন কিছুদিন হল বাড়ী আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। মিসেস রবিসন বলল, আমি সেই ডাইনাটাকে তার ঘাড় থেকে নামাতে পারলুম না। আপনিও না।

মিস্টার রবিসন কোথায় থাকে?

জানি না। জন, তুমি জান ঘর কোথায় থাকে?

জন নামে সাহেবটি পাশের ঘর থেকে এসে বলল, কসাইটোলার রোজবাড টাভার্নে। একেবারে লক্কড় জায়গা, কোনও ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারে না।

জন প্রৌঢ় মোটা ইংরেজ, মুখটা টকটকে লাল। মিসেস রবিসন বলল, মিস্টার লেবেডেফ, তোমার সঙ্গে ডাক্তার জন হুইটনের পরিচয় করিয়ে দিই। ও পাটনায় ডাক্তারি করত ... সইতে পারে ... কলকাতায় ... আমায় বাঁচিয়ে তুলছে ... এখন ...

লেবেডেফ বলল, আলাপ করে সুখী হলুম। কোথায় আপনার চেম্বার?

ডাক্তার হুইটন বলল, এখনও চেম্বার করবার মত সুবিধাজনক ঘর পাই নি। এখন মিসেস রবিসনের বাড়িতেই আছি।

ভদ্রতাসূচক আলাপের এখন সময় নেই। লেবেডেফ ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল, বগি নিয়ে ছুটল কসাইটোলার রোজবাড টাভার্নের খোঁজে।

রাতের অন্ধকারেও রোজবাড টাভার্ন খুঁজে পাওয়ায় অসুবিধা হল

না। ও অঞ্চলের ডাকসাইটে জায়গা। ডাক্তার হুইটান ঠিকই বলেছিল, লক্কড় জায়গা। যত রাজ্যের নাবিক ওখানে ভিড় করে। ভাঙ্গাচোরা টেবিল চেয়ার, সস্তা দেশী মদের বার। নিম্নশ্রেণীর কৃষ্ণ-বারনারী, মাতালের চিৎকার, কুৎসিৎ গালাগালি, ফুর্তিবাজদের হুল্লোড় এই সমস্ত পরিবেশকে নক্কারজনক করে তোলে।

মরিসনকে পাওয়া গেল। কোণের দিকে একটা টেবিলের ধারে, এক বোতল ধেনোমদ খেতে খেতে সে বুঁদ হয়ে বসেছিল। নেশার ঝোঁকে সে লেবেডেফকে চিনতেই পারল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকিতে কোনও ফল হল না, তখন ট্যাভার্নের একটি ছোকরা নেশা কাটাবার সহজ ব্যবস্থা করে দিল। হাতের কাছে একপাত্র ময়লা জল ছিল। সেটাই মরিসনের মাথার উপর ঢেলে দিল। খুব গালিগালাজ করার পর তার নেশাটা একটু ফিকে হয়ে এল। সে লেবেডেফকে এবার চিনতে পেরে সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করল, তার পিঠ চাপড়ে, ঐ ধেনোমদ খেতে ডাকল। লেবেডেফ প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি প্রশ্ন করল, মিস্টার মরিসন, তোমার ছেলেকে কোথায় সরিয়ে ফেলেছ ?

প্রশ্নটা বুঝতে কিছু সময় লাগল মরিসনের। সে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল, আমি ? আমার ছেলেকে সরিয়ে ফেলেছি ? তুমি কি বলছ মিস্টার লেবেডেফ ?

লেবেডেফ সংক্ষেপে সন্ধ্যার ঘটনা বিবৃত করল। ইতিমধ্যে মরিসনের নেশা ছুটে গিয়েছিল। সে আশংকিত হয়ে বলল, 'কি সর্বনাশ ! কোন্ কুত্তার বাচ্চা আমার ডার্লিং বয়কে চুরি করল ?

লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বলতে চাও, তুমি তোমার ছেলেকে সরিয়ে আনাও নি ?

ভগবানের দোহাই, মরিসন বলল, আমি এর কিছুই জানিনা। ঝোঁকের মাথায় একদিন বলেছিলুম বটে ছেলেকে কেড়ে আনব। কিন্তু মা'র কোল ছেড়ে তাকে এনে রাখবই বা কোথায় ? দেখতে পাচ্ছ আমার নিজেরই আস্তানা নেই, পড়ে আছি এই নরককুণ্ডে

কেন পড়ে আছ? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল, তোমার এমন বাড়ী রয়েছে বৈঠকখানায়।

আমার স্ত্রীর বাড়ী, রবিসন বলল, সে বাড়ী ছেড়ে এসেছি অনেক দিন।

সেখানে যাও না?

না, ওখানটা অসহ্য লাগে। তাই পড়ে আছি এই নরককুণ্ডে। দেশি মদ গিলছি আর আমার কালো স্ত্রীর স্বপ্ন দেখছি।

কিন্তু তোমার ছেলের সন্ধান কি হবে?

রাইট, ভাবিয়ে তুললে, রবিসন বলল, চল থানায় যাই।

দুজনে অল্প পরেই থানায় এল। দারোগা ওদের সব কথা শুনে নালিশ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হল না। সবাসরি বলল, চোর ধরে নিয়ে এস শাস্তি দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের দিয়ে চোর ধরা সম্ভব নয়। এরকম ঘটনা হামেশাই হচ্ছে শহর কলকাতায়। কিছুদিন আগেও চৌরঙ্গীর মত জায়গা থেকে এক মুসলমানের বাড়ী চড়াও হয়ে জন চারেক লোক নারী-হরণ করল।

রবিসন খানিক চাপ দিতে দারোগা বলল, আপনাদের কাকে সন্দেহ হয়?

লেবেডেফ মৃদুকণ্ঠে বলল, ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিক মিস্টার টমাস রোওয়ার্থকে।

দারোগা চমকে উঠল, বলল, আপনি ক্ষেপেছেন? তিনি একজন গণ্যমান্য লোক, তিনি যাবেন ছেলে চুরি করতে? আপনাদের মদের মাত্রাটা বোধ হয় বেশি হয়েছে।

আপনি বিশ্বাস করুন চাই নাই করুন, লেবেডেফ বলল, আমি আমার নানা সন্দেহের কারণ বলছি। অপহৃত শিশুটির মা আমার বেঙ্গলী থিয়েটারের অভিনেত্রী। কিছুদিন পূর্বে মিস্টার রোওয়ার্থ মিস চম্পাবতীকে অনুরোধ করে আমার থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করতে। মিস চম্পাবতী রাজি হয় না। মিস্টার রোওয়ার্থ তাকে

শাসিয়ে আসে উচিত শিক্ষা দেবে। আগামী কাল সন্ধ্যায় আমার থিয়েটারে দ্বিতীয় অভিনয়-রজনী। এতদিন থাকতে আজই সন্ধ্যায় শিশু চুরি গেল, এত শিশু থাকতে বেছে বেছে মিস চম্পাবতীর শিশু চুরি হল। সন্দেহের কারণ কি ন্যায্য নয়?

আপনি যা বলছেন, সেটা হয়ত হতে পারে, দারোগা বলল, তার চেয়ে বড় সন্দেহের পাত্রকে আমরা জানি।

কে? কে?

আমাদের সামনে বসে রয়েছেন, এই মিস্টার মরিসন।

মরিসন প্রতিবাদ করল. আপনি বলতে চান আমি নিজের ছেলে চুরি করেছি?

ঠিক তাই, দারোগা বলল. ইনস্‌পেকটর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনে এসেছে। আপনার স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনার বনিবনাও হচ্ছে না, তাকে শাস্তি দেবার জন্যে আপনি ছেলেটিকে গাপ করেছেন। ছেলেটির মা যদি নালিশ করেন ত আমি আপনাকে এক্ষণি গ্রেপ্তার করতে পারি। এখন ভালয় ভালয় সরে পড়ুন।

হতাশ হয়ে ওরা থানা থেকে চলে এল, পুলিসের কোনও সাহায্য পাওয়া গেল না। বরং ওদিক থেকে অনর্থক বিপদের আশংকা ছিল।

লেবেডেফ শেষ চেষ্টার জন্যে বলল, চল সরাসরি মিস্টার রোওয়ার্থকে গিয়ে ধরি। তাকে খোসামোদ করে ছেলেটির উদ্ধার করি।

কিন্তু সেখানেও কিছুমাত্র সুবিধা হল না। মিস্টার রোওয়ার্থ দেখাই করল না। দারোয়ান মারফৎ সোজা জানিয়ে দিল যার প্রয়োজন আছে সে পরদিন সন্ধ্যা আট ঘটিকায় ক্যালকাটা থিয়েটারে দেখা করুক।

পরদিন সন্ধ্যা আট ঘটিকায় লেবেডেফের নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় সুরু হবার কথা। ইচ্ছাকৃত অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য রোওয়ার্থ ঐ সময়টি দিয়েছিল। সে কি ধারণা করেছিল, যে আগামী কাল

বেঙ্গাল্লী থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ থাকবে ? কিছু আশ্চর্য নয়। শেষ মুহূর্তে হয়ত অভিনয় বন্ধ করে দিতে হবে। নাটকের নায়িকা চম্পা যদি এই গভীর শোকে অভিনয় করতে অসমর্থ হয়, থিয়েটার বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সদ্য-পুত্র-হারা জননী কেমন করে অভিনয় করবে, বিশেষ করে হাসির অভিনয় ? কি সহজ সরল চক্রান্ত! অভিনয়ের ঠিক পূর্বদিন সন্ধ্যায় নায়িকার সন্তানকে সরিয়ে ফেল. নায়িকা শোকে মুহ্যমতী, অল্প সময়ে অন্য ব্যবস্থা সম্ভব নয়, বিশেষ করে স্ত্রীভূমিকায়। অতএব অভিনয় বন্ধ! দর্শকদের নিকট মাথা হেঁট! অপমান! অর্থদণ্ড! চমৎকার ব্যবস্থা! রোওয়ার্থ এমন একটি পন্থা গ্রহণ করল যাতে সন্দেহ কোনক্রমে তাকে স্পর্শ করবে না, করবে শিশুর লম্পট, মদ্যপ পিতাকে। রোওয়ার্থের চাতুর্য এতদূর নিচে নামতে পারবে সে আশংকা করেনি লেবেডেফ। তার ধারণা ছিল চম্পাই রোওয়ার্থের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। কিন্তু একজন যুবতীকে হরণ করার চেয়ে শিশুহরণ আরও সহজ কাজ।

লেবেডেফ বেঙ্গাল্লী থিয়েটারে ফিরে এল। মরিসন সঙ্গ ছাড়ল না। সে চম্পার সঙ্গে দেখা করতে চায়। থিয়েটারে সবাই তখনও উৎসুক হয়ে বসেছিল। লেবেডেফ ফিরে আসতেই সকলেই খবর জানতে চাইল। তার মুখে হতাশার চিহ্ন দেখে ওরা খুবই দমে গেল।

চম্পার জ্ঞান অনেকক্ষণ ফিরে এসেছিল। সে বসেছিল গোলোক দাসের কাছে, তার রোদনসিক্ত রক্তচক্ষু, উদ্ভ্রান্ত চাহনি! মরিসনকে দেখে সে খানিক উত্তেজিত হয়ে বলল, তুমি—তুমিই এর জন্যে দায়ী।

মরিসন প্রতিবাদ করল না, বলল, আমি—আমিই এর জন্যে দায়ী।

সবাই তাজ্জব! লোকটা বলে কি ? মরিসন বলল, হাঁ চম্পা ডার্লিং আমিই এর জন্য দায়ী! আমি বাপ হয়ে ছেলেকে রক্ষা করতে

পারলুম না। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারছি, কে তাকে অপহরণ করেছে।

কে? কে?

কুত্তার বাচ্ছা রোওয়ার্থ! আমার কোনও সন্দেহ নেই, সেই একাজ করিয়েছে।

লেবেডেফ বলল, আমারও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শয়তান, গর্জ্জে উঠল মরিসন। আমাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না। আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেব। আমি তাকে ডুয়েলে আহ্বান জানাব।

গোলোক বলল, মিস্টার মরিসন্, মিথ্যে উত্তেজিত হও না।

মরিসন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, বল কি বাবু? উত্তেজিত হব না। সে আমার ডার্লিং সানকে চুরি করাল, তুমি বল উত্তেজিত হও না। আমি মাতাল, আমি লম্পট, আমি হতভাগা, কিন্তু আমিও ইংরেজ বাচ্চা, আমিও মরদ। গুড নাইট্, ডিয়ারেস্ট! ডুয়েলের পর যদি বেঁচে থাকি ত আবার দেখা হবে। মরিসন নাটকীয় ভাবে প্রস্থান করল।

লেবেডেফ বলল, বগচটা ছেলেটি আবার কোনও কাণ্ড না বাধায়।

গোলোক বলল, ভয় নেই, ও যত গর্জায় তত বর্ষায় না।

লেবেডেফ সংক্ষেপে অনুসন্ধান-কাহিনী বিবৃত করল। গভীর হতাশায় ভারী হয়ে উঠল তার গলা, পুলিসের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া গেল না। কাল স্বয়ং সে বিচার-পতি সার রবার্ট চেম্বার্সের দ্বারস্থ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। যত টাকা লাগে সে মিস চম্পাবতীর পুত্রের অনুসন্ধান করাবেই।

কিন্তু চম্পা কাতরকণ্ঠে বলল, কিছুই হবার নয় সাহেব, এদেশে যে যায় সে আর ফিরে আসে না। আমিও একদিন উধাও হলুম, আট ন বছরের মেয়ে। বাড়ীতে মায়ের অসুখ, কলসী নিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে গেলুম। ঝোপের আড়াল থেকে দানবের হাত নেমে এল, মোটা, কালো, লোমশ! তারপর আমিও হারিয়ে গেলুম, কোথায়

বাড়ী? কোথায় ঘর? কোথায় বাবা? কোথায় মা? এদেশে যে যায় সে আর ফিরে আসে না, সাহেব!

গোলোক বলল, তুমি দুঃখ কর না, নাতনি।

চম্পা বলল, দুঃখ যার জীবন জুড়ে সে আবার দুঃখ করবে কি, বাবা?

হীরামণি বিরক্ত হয়ে বলল, আমার বাপু এ সব ফোঁসফোঁসানি শোনবার সময় নেই, অনেকক্ষণ বেকার বসে বসে গলদঘর্ম হচ্ছি আর মশার কামড় খাচ্ছি। সিধে বলে দাও, বাপু, কাল তোমাদের থ্যাটার হবে কি না?

বলবার ভঙ্গীটা অপ্রিয় হলেও খুব কাজের কথা। লেবেডেফ কি জবাব দেবে? সে একটু ইতস্তত করছিল। গোলোক দাস বলল, থিয়েটার হবে না কেন? এতদূর এগিয়েছে, তার টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। থিয়েটার না হলে মস্ত লোকসান হয়ে যাবে।

কিন্তু মিস চম্পাবতী কি কাল অভিনয় করতে পারবে? লেবেডেফ প্রশ্ন করল।

চম্পা চুপ করে রইল।

গোলোক বলল, চম্পা না পারে হীরামণি ত আছে। ও কি চালিয়ে দিতে পারবে না?

হীরামণি ঝংকার দিয়ে বলল, আমি ত গোড়া থেকেই বলছি সুখময়ের সং সাজতে পারব। কতবার কত মদ্দর সং সেজে ঢং করেছি আর এটা পারব না? কিন্তু সাহেবের আবার পছন্দ হলে হয়।

লেবেডেফ এবার কোনও মন্তব্য করল না।

গোলোক বলল, আচ্ছা কালকের কথা কাল দেখা যাবে। আজকে সকলের বিশ্রামের দরকার, যা ঝড় ঝাপটা হঠাৎ বয়ে গেল।

সেই ভাল। ক্লান্ত চিন্তান্বিত লেবেডেফ ক্ষণিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে বলল, আগামী কাল আমরা সবাই বেলা নয় ঘটিকায় এখানে হাজির হইব।

বাবু গোলোক নাথ দাস বাহাদুর বটে। আজকের থিয়েটার সে কিছুতে পণ্ড হতে দেবে না। তাই নটা বাজবার অনেক আগে পালকি করে বেঙ্গাল্লী থিয়েটারে সে হীরামণিকে আনিয়ে নিল। আরও আনাল পুতুল বলে আর একটি নতুন মেয়েকে। পুতুল বারাঙ্গনা কন্যা। মানুষকে অনেক দেখেছে, মানুষকে সে ভয় করে না। গোলোক দাসের মতলব, চম্পা যদি বাস্তবিক শোকের ঘোরে অভিনয় করতে না পারে, তবে হীরামণি তার ভূমিকা গ্রহণ করবে, আর হীরামণির জায়গায় আসবে পুতুল। হীরামণির নিজস্ব ভূমিকা তেমন বড় নয়। পুতুলকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে এ রাত্রিটা সে হয়ত চালিয়ে দেবে।

কিন্তু লেবেডেফ হতাশ হয়ে উঠল। সুখময়ের ভূমিকায় হীরামণি একেবারে অচল। সে বেঁটে মোটা শরীর নিয়ে মুখভঙ্গী করে যখন সুখময়ের কথাগুলি বলতে লাগল, তখন হাসির বদলে যেন অনুকম্পার উদ্রেক হল। প্রথম থেকেই এই অবস্থা। গোলোক দাস অনেকবার সংশোধনের চেষ্টা করল, কিন্তু হীরামণির বিফলতা করুণ রসের সৃষ্টি করল। হোপলেস্! সুখময়ের সমস্ত সত্তা যেন হীরামণিকে একঘরে করে রাখতে চাইল। লেবেডেফ দু একবার বাচনভঙ্গী দেখিয়ে দিতে গেল, কিন্তু হীরামণি ঝংকার দিয়ে উঠল, আমার গলা সাহেবের কানে মধু ঢালে না ত, ঢালে বিষ। এ কি আর মিস্ চম্পাবতীর গলা যে মিশ্-কালো রাতে কাণে সুধা ঢালবে? আমি যা পারছি, এই ঢের, এর বেশি আমার দ্বারা হবে না। স্রেফ বলে দিচ্ছি।

কেমন একটা বিতৃষ্ণা আসে মেয়েটির খরখরে কথায়, চম্পা সর্বদা শেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব। আর এই মেয়েটি, কত তফাৎ, কত তফাৎ!

লেবেডেফ তবু নরম হয়ে বলল, মিস হীরামণি, তুমি রাগ করছ কেন? বেশ ত, যেমন ভাল হয় তেমনি বল।

তেমনি বলতে লাগল হীরামণি, ভাল মন্দর ধার ধারল না, যেমন খুসি, তেমনই সে বলতে লাগল। সুখময়ের কথাগুলি মুখস্থ ছিল

তার। সেটাই বিশেষ বিপদ বাঁধাল। কোথাও সে গড়গড় করে বলে চলল, কোথাও খেই হারিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, প্রম্পটারের কণ্ঠ সে কানেও তুলল না।

বেলা দশটা বেজে গেল। চম্পা এখনও এল না, এরকম কখনও হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক কিছু আগেই সে বরাবর আসে আর মহলার শেষ পর্যন্ত থেকে নিজের কাজ সেরে যায়।

আর সন্দেহ নেই সে নিশ্চয় আজ সন্ধ্যার অভিনয়ে অংশ নিতে পারবে না। লেবেডেফ লোক পাঠাল চম্পার বাড়িতে। সে লোকটি এখনও ফিরল না। নৈরাশ্যের সঙ্গে অবসাদে ভরে উঠল লেবেডেফের মন।

একটু পরেই চম্পা থিয়েটারের সাজ-ঘরে এল। কিন্তু তার সেই উদ্ভ্রান্ত ভাব তার মুখে নেই। তার পিছনে পিছনে ঢুকল মিস্টার মরিসনও। যুবকটির রক্তাক্ত মাথায় ফেট্টা বাঁধা। মুখে কালশিটে ঠোঁটের এক পাশ কেটে ঝুলছে। তবু সারা আননে একটা গর্বের ভাব। ব্যাপারখানা কি? সবাই চাইল জানতে।

মরিসন সগর্বে যা বলল তা সংক্ষেপে এই। সারারাত ঘুমোতে পারেনি মরিসন। সে মশার কামড় খেয়ে সারারাত্রি রোওয়ার্থের বাড়ীর সামনে পায়চারি করেছিল আর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে মরছিল। সে সাহস করে বাড়ীর ভিতর ঢোকেনি কারণ রোওয়ার্থের কুকুরগুলো ছাড়া ছিল আর ঘেউ ঘেউ করছিল। সকাল বেলা রোওয়ার্থের বেয়ারা কুকুরগুলোকে নিয়ে হাওয়া খেতে গেল। মওকা বুঝে মরিসন সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। রোওয়ার্থ সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। এমন সময় আচমকা সামনে এক মারমুখী শ্বেতকায় যুবককে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। মরিসন জানতে চাইল, কোথায় আমার ছেলেকে লুকিয়েছিস, শীঘ্র বল। রোওয়ার্থ কিছুই না জানার ভাণ করল। মরিসন তাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করল। কিন্তু রোওয়ার্থ যুবকের আস্ফালনকে উপহাস করে উড়িয়ে

দিল। তখন মরিসন ঝাঁপিয়ে পড়ল রোওয়ার্থের উপর। অশ্রাব্য গালাগাল, লাথি ঘুসি, কিছুই বাদ দিল না। আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হল রোওয়ার্থ। সে পড়ে গিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। তার চিৎকারে ছুটে এল তার চাকর বেয়ারার দল। কিন্তু তারা শ্বেতাঙ্গ যুবকের গায়ে হাত তুলতে সাহস করল না। সাহস পেল মরিসন, সে এলোপাথাড়ি মারধর করতে লাগল রোওয়ার্থকে। এর মধ্যে কখন মিসেস রোওয়ার্থ বারান্দায় এসে হাজির হল। স্বামীর লাঞ্ছনা দেখে সে স্থির থাকতে পারল না। একটা ছোট ফুলের টব মরিসনের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। ঠিক মাথায় লাগল না টব, টবের কোণা লেগে মরিসনের কপাল কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। ইত্যবসরে উঠে পড়ল রোওয়ার্থ, সেও প্রতি আক্রমণ করল। তার দেখাদেখি চাকর বেয়ারা সাহস পেয়ে ছুটে এল। কিন্তু বেগতিক বুঝে ততক্ষণে মরিসন চম্পট দিল।

মরিসন গর্বভরে বলল। কুত্তার বাচ্চার চোখে যা কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছি, একমাসেও তা দূর হবে না। হারামজাদা শেষে স্ত্রীর স্কার্ট ধরে নিস্তার পেয়ে গেল।

গোলোক বিজ্ঞের মত বলল, এসব মারপিটে কি লাভ হল?

মরিসন চটে বলল, বাবু, তোমাদের ভাত-খাওয়া শরীর, মারপিটে কি লাভ হয়, সেটা ষাঁড়ের ডালনা না খেলে বুঝতে পারবে না।

চম্পা ঈষৎ হেসে বলল, দাদু, ওর কথা ছেড়ে দাও। আমাদের ছেলে চুরি গেছে, দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু এই আনন্দ হচ্ছে যে আজকে বব্ সাহেব আমাদের জন্যে লড়াই করে এসেছে।

কি জানি, নাতনি? বলল গোলোক দাস, তোদের মনের তল পাওয়াই ভার। তুই কি আজ রাত্রে অভিনয় করবি।

নিশ্চয় করব, দাদু, চম্পা বলল, জানি খুব কষ্ট হবে, কিন্তু হার মানব না। ঐ শয়তানগুলো চেয়েছে আমি শোকে ভেঙ্গে পড়ি। অভিনয় বন্ধ হোক আর ওরা প্রাণ খুলে হাসুক। কিন্তু আমি ওদের

হাসতে দেব না। আমি অভিনয় করব। এই আমার প্রতিহিংসা।

সে কি অভিনয়! সদ্য-পুত্রহারা জননী, কিন্তু কে বলবে তার অভিনয় দেখে? চলনে বলনে, হাবভাবে, হাস্যে লাস্যে মাতিয়ে দিল চম্পা সে রাত্রির অভিনয়। এই যেন প্রকৃত অভিনয়। যা আসল তা নয়। সেই ত অভিনয়। প্রথম থেকে সে সাবলীল ধরণে শুরু করল পুরুষ-বেশে, মহাশয়েরা এই ভাল ঠাকুরাণী তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া আর উনি বলেন আমা দিগকে যাইতে। সেই সাবলীল ভাবে সে চালিয়ে গেল অভিনয়। কোন্ দর্শক ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ করবে ঐ পুরুষ-বেশী নারী সদ্য-পুত্রবিচ্ছেদ-বিধুরা? কারা সেই শিশুকে গৃহ হতে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে তার স্থিরতা নেই। শিশুকে আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে কিনা সে কথাও অনিশ্চিত! চম্পা ঘনঘন মঞ্চপার্শ্ববর্তী দেওয়ালে টাঙ্গানো দুর্গাপট দেখছে আর অভিনয় করে যাচ্ছে। অভিনয়-মধ্যবর্তী ক্ষণিক বিশ্রামমুহূর্তে তার চোখে জল আসছে, সে চোখের জল মুছে ওষ্ঠে হাসি ফুটিয়ে নিচ্ছে পরের অংশ অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে। আজ অভিনব প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে চম্পা। সে হার মানেনি, সে হার মানবে না। সে দর্শকদের হাসাবে কিন্তু শিশুহরণকারীদের হাসতে দেবে না। কিছুতেই দেবে না।

রোওয়ার্থ আজ থিয়েটার দেখতে আসে নি। নিশ্চয় ম'রসনের হাতে মার খেয়ে সে গায়ের ব্যথায় শয্যাশায়ী। কিন্তু তার সহকারী সুবিজ এসেছে। চম্পার অনবদ্য অভিনয়ে যখন সারা প্রেক্ষাগার হাসির হররা তুলছে সুবিজ মুখ-গোমড়া করে বসে আছে। সারা দর্শক হাসবে চম্পার অভিনয়ে, কিন্তু শিশুহরণকারীরা হাসতে পারবে না। ক্রোধে ঈর্ষ্যায় হতাশায় তাদের বুক জ্বলে যাবে, তবু তারা কিছু বলতে পারবে না। অভিনব প্রতিহিংসা চম্পার।

তার অপরূপ অভিনয় নৈপুণ্য যেন আজ সারা দলটিকে প্রভাবিত করেছে। সবাই নিজ নিজ ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছে। সামগ্রিক উৎসাহ যেন হীরামণিকেও উৎসাহিত করেছে, সে তার মেয়েলি ঈর্ষ্যা ক্ষণিক ভুলে গিয়েছে। নীলুমবুর ব্যাণ্ডো লেবেডেফের কাছে স্বীকার করেছে, সব ন্যাকিগেল নেকি নেকি অভিনয় করে না। অন্তত চম্পা নয়। মোমের পুতুল না হোক ক্ষীরের পুতুলের সঙ্গে অভিনয় করেও আনন্দ আছে যদি সেই ক্ষীরের পুতুল এমনিতর সজীব হয়ে উঠে। নীলুমবুর ব্যাণ্ডোও আজ অভিনয়ে দক্ষ সহযোগী।

দুই ক্রিয়ার মাঝে মাঝে কষ্ঠিরামও যেন নবীন উৎসাহে তার তাজ্জব খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে।

লাগ ভেলকি লাগ।
কষ্ঠিরামের তাগ্॥
ভোজরাজার চেলা।
ভানুমতীর খেলা॥

লাগ্—লাগ্—লাগ্। কষ্ঠিরাম চিৎকার করছে আর খেলা দেখাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে সরস টিপ্পনী কাটছে আর সমস্ত দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ছে।

দ্বিতীয় ক্রিয়া শেষ হল দীর্ঘ করতালির মধ্যে। এ পরীক্ষা শুধু চম্পার নয়, লেবেডেফের ভাগ্যেরও। আজকের অভিনয় সফল হলে প্রতিষ্ঠিত হবে লেবেডেফের প্রযোজনার খ্যাতি। আর একটি মাত্র ক্রিয়া। তৃতীয় ও শেষ ক্রিয়া।

কষ্ঠিরাম তৃতীয় ক্রিয়ার আগে চিৎকার করছে, লাগ ভেলকি লাগ্ কষ্ঠিরামের তাগ্। বাবু গো, সাহেব গো আর মা মণি আর মেম-মণি আজ লতুন কাণ্ড দেখাব, লতুন ব্যাপার। এই যে আমার বৌ দেখছেন, মশায়রা আমার সাদি-বিয়া করা বউ। পরের বৌ নয়, আমার নিজের বউ।

আ মরণ, মুখ ঝামটা দিল সরস্বতী, তোর কটা গেরামে কটা বউ আছে বে মিনসে ?

দেখলেন ত সাহেব গো, কষ্টিবাম বলল, একঘর মেয়েমদ্দব মাঝে মস্করা করতে লজ্জা পেল না শালী ! বউত নয় যেন নারদ মুনি। বলি তোব কটা পেয়ারের মদ্দ আছে রে মাগি ?

কি আমায় সন্দ করছিস, মুখপোড়া ? সবস্বতী নকল মুখঝামটা দিল। তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব। আমি সতী সাবিত্রী সীতে—

তুই যদি সীতে ত আগ্নপরীক্ষে দে। কষ্টিবাম বলল।

জ্বালা না আগুন, সবস্বতী বলল, তোকে নিয়ে চিতেয় উঠি।

নকল ভয় পেয়ে কষ্টিরাম বলল, ও ববাবা, চিতের আগুনে বড জ্বালা, গায়ে চাকা চাকা ফোস্কা পড়বে। বুঝলেন কিনা বাবু গো, সাহেব গো, আমাব ত বিশপঞ্চাশ গণ্ডা বৌ আছে, অগ্নিপরীক্ষে আমার সইবে কেন ?

কি রে মুখপোড়া, সবস্বতী বলল, কি বিড়বিড় কবাছস ·

ত্যাখ্, কষ্টিরাম বলল, ও সব অগ্নিপবীক্ষে থাক, শেষে পুডে ছাই হয়ে যাবি। তার চেয়ে তোকে ঝুডি চাপা দিযে রাখি।

ম্যাগো, আমি মুবগি না কি ? নাক ঘুবিয়ে সবস্বতী বলল, আমি ঝুড়ি চাপা থাকবনি।

তুই ঝুড়ি চাপা থাকবি না কেন বে, মাগি ? কষ্টিবাম বলল, নিশ্চয় তোব মনে ভয় ঢুকেছে। নিশ্চয তোর কেলেঙ্কারী ধবা পডে যাবে।

না আমি থাকবনি।

হাঁ তুই থাকবি।

না, আমি থাকবনি।

হাঁ তুই থাকবি, থাকবি, থাকবি। কষ্টিরাম একটা সডকি নিয়ে বলল, এ্যাই দেখছিস সড়কি ঝুডি চাপা না থাকলে তোকে সড়কি দিয়ে গেঁথে দেব।

তবে থাকব, সরস্বতী নকল ভয়ে বলল, মুরগির মত ঝুড়ি চাপাই থাকব

সরস্বতী মঞ্চের উপর বসল। কণ্ঠিরাম একটা বড় বেতের ঝুড়ি তার উপরে চাপা দিল, তারপর একটা বাহারি কাপড় দিয়ে ঝুড়িটা ঢাকল। সে ঝুড়িটার উপরে নিজেই চেপে বসল আর জিগেস করল, কিরে বৌ আছিস ত।

হাঁ আছিরে মিনসে। ঝুড়ির মধ্যে থেকে সরস্বতী জবাব দিল।

আর একটু পরে কণ্ঠিরাম বলল, কিরে বৌ, কোনও বাবুর ঘরে যাস নি ত ?

নারে মিনসে না। সরস্বতী আবার জবাব দিল।

কিরে বৌ, কোনও সাহেবের ঘরে যাস নি ত।

ঝুড়ির ভিতর থেকে সরস্বতী নিরুত্তর।

কিরে, সাড়া দিচ্ছিস না কেন ?

ঝুড়ির ভিতর থেকে কোনও উত্তর এল না।

কণ্ঠিরাম ভীষণ রকম ক্রুদ্ধ হবার অভিনয় করল। তারপর নকল রাগের মাথায় ঝুড়ির ভিতর দিয়ে সড়কি চালিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করল, সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর কণ্ঠে মৃত্যু কাতর আর্তনাদ।

কণ্ঠিরাম সড়কি বার করে নিল। তার শাণিত ফলক থেকে তাজা রক্ত ঝরে পড়তে লাগল ! সমস্ত প্রেক্ষাগার বিস্ময়বিমূঢ় !

কণ্ঠিরামও যেন রক্ত দেখে হতবাক !

দুঃখভরা গলায় সে বলল, কিরে বৌ, মরে গেলি না কি ?

ঝুড়ি নিরুত্তর।

সত্যি মরে গেলি ! এ্যাঁ, কণ্ঠিরাম চিৎকার করে উঠল, সে ঝুড়িটা উলটে ফেলল।

দর্শক-মণ্ডলী বিপুল বিস্ময়ে দেখল মঞ্চ শূন্য ! সরস্বতীর চিহ্নমাত্র নেই। কণ্ঠিরাম তখন ঝুড়িটা উলটে পালটে দেখাল ঝুড়ির ভিতরও শূন্য !

কষ্টিরাম নকল কান্না জুড়ে দিল। আমার বৌ কোথা গেলিরে............। আমার অমন জোয়ান বৌ কোথা গেলিরে...... ওরে তুই ফিরে আয়রে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছিস্ ফিরে আয়রে।

হঠাৎ প্রেক্ষাগারে দর্শকদের পিছন থেকে সরস্বতীর কণ্ঠ শোনা গেল। এই যে মিনসে এখনই যাই।

দর্শকদের পিছন থেকে দরজা দিয়ে গুটি গুটি ঢুকে এল সরস্বতী। তার ক্রোড়ে শিশু। সে শিশু নিয়ে মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়াল।

বিস্মিত করতালিতে ভেঙ্গে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ

করতালির রেশ কমতে কষ্টিরাম জিজ্ঞেস করল, কাকালে কার খোকা রে?

আমার, বলল সরস্বতী।

কই, দেখি। কষ্টিরাম শিশুর জড়ানো কাপড় সরিয়ে দিল। দেখা গেল তার ধবধবে সাদা রং। ফুটফুটে শিশু, তার মাথায় রূপালী চুল পাদপ্রদীপে চকচক করতে লাগল।

কষ্টিরাম আবার প্রশ্ন করল, সত্যি বল কার খোকা রে।

সরস্বতী জবাব দিল, বলছি ত, আমার আর ঐ মরিসন সাহেবের

হাসির হুল্লোড়ে ফেটে পড়ল প্রেক্ষাগার। কেবল মিস্টার স্টুয়ার্ড ব্যস্ত হয়ে আসন ছেড়ে হন হন করে উঠে বেরিয়ে গেল। আর মরিসন বাদ্যকরদের পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে উঠল মঞ্চের উপর, ছিনিয়ে নিল নিজের শিশুকে, ছুটে গেল সাজঘরের দিকে যেখানে ছিল চম্পা।

বিপুল অট্টহাসির মধ্যে দিয়ে কষ্টিরামের ভোজবাজির উপর যবনিকা পড়ল।

কিন্তু তার ভোজ বাজির উপর যবনিকা উঠল সেইরাত্রে সাজঘরে মূল নাট্যাভিনয় শেষ হবার পরেই। অপূর্ব এই ভোজবাজি, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য।

কষ্টিরাম মঞ্চের ভোজবাজির পিছনে যে বাজি ছিল সেটা ফাঁস করে দিল।

গতকাল সাহেবী থিয়েটারের মালিক ওকে বাঙ্গালী থিয়েটারে ঢোকবার পথে ডেকে পাঠাল। গুণ্ডার মত দূত দেখে স্বামীস্ত্রী দুজনে সেই মালিকের কাছে যেতে বাধ্য হল। বাঙামুখো সাহেবী মালিক বলল, খবরদার কাল বাঙ্গালী থিয়েটারে বাজি দেখাবি না। নে পঞ্চাশ সিক্কা টাকা। এতটাকা একসঙ্গে সে চোখে দেখেনি। টাকাটা কাঁছায় বাঁধছে, এমন সময় শুনলো সাহেব সেই গুণ্ডাটাকে হিন্দুস্তানীতে বলছে, মেয়েটা বড তেজী, এমনিতে শায়েস্তা হবে না। আজই সন্ধ্যায় ওর ঘর লুটপাট কবে ওর ছেলেটাকেও সরিয়ে ফেল্। মেয়েটা আর থিয়েটাব করতে পারবে না। মদ্দ সেজে মস্করা করা ভুলে যাবে। কষ্টিরাম সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পাবল চম্পাদিদির কথাই বলছে ওরা। লুটপাটেব কথা শুনে ওর হাত নিশপিশ কবতে লাগল। সে সাহেবকে বলল, সাহেব, আমি হাত সাফাই দেখাই আর হাত সাফাই কবি। চুবি কবা আমাব নেশা, আমি যাব ওদেব সঙ্গে চুবি করতে। সাহেব বলল, সাবাস। কষ্টিরাম ওদেব সঙ্গে চুাব করতে গেল। ধর্মতলায় খালের ধাবে একটা বুড়ো বটগাছের তলায় চোবেব দল জামা কাপড় খুলল। সবস্বতীব জিম্মায় সে সব রাখল। তাবা কোপীন পরল। সাবা গায়ে তেল মাখল, যাতে কেউ ধবলে পিছলে পালিয়ে আসা যায়। চুরির ঘটনা সকলেই জানে। চুবির পর ওরা আবার বটতলায় খালের ধারে গেল। সবস্বতী চোবাই ছেলে দেখে বলল, লুটের ভাগ তোমরা নাও, এই ছেলে আমায় দাও। গুণ্ডারা খুসি মনে লুটের ভাগ নিয়ে ছেলেব বোঝা চাপিয়ে পালিয়ে গেল।

তোরা ঐ রাতেই ছেলেটিকে পৌছে দিলি না কেন? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

সাহেব, ভয় হল যদি সে গুণ্ডাগুলো চরেব মত ওৎপেতে থাকে এদিকটায়। তাই ভাবলুম কালই ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। গোরা খোকা না হয় এক রাত্তির মাসির কাছে গাছের তলায় শুল। বৌ বলল, বড় সাহেব ভাল লোক, তোর চুরি ধরেও তোকে জেলে

দিল না। তার সঙ্গে বেইমানি করিস না। কালকের খেলা আমরা নিশ্চয় দেখাব। তখন আমার মাথায় ফন্দী এল। আমি ঐ গোরা খোকাকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দেব। বেতের ঝুড়ির মধ্যে থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে আমার বৌ ছুটে গেল পিছন দিক দিয়ে সামনের রাস্তায় সেখানে আমার এক স্যাঙাৎ গোরা খোকাকে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে নিয়ে বড়ঘরে ঢুকল আমার বৌ। কেমন ভোজ বাজি ?

ওরা সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চম্পা সরস্বতীকে জড়িয়ে ধরল। চম্পার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল।

মরিসন বলল, চল থানায়, সাক্ষী দিয়ে আসবে।

কষ্টিরাম বলল, মাপ কর, সাহেব, ওরা আমাকেই চোর বলে চালান দেবে। আমি দাগী চোর, আমার কথা বিশ্বাস করবে কে ? যা বখশিস দেবার, এই বেলা দিয়ে ফেল। নইলে হয়ত এতক্ষণে সেই গুণ্ডাগুলো ওৎ পেতে আছে।

মোট বকশিশ নিয়ে সস্ত্রীক কষ্টিরাম চলে গেল খুসি মনে। যাবার সময় বলে গেল, তারা ঐ মুলুক ছেড়ে চলে যাচ্ছে, নয়ত গুণ্ডারা তাদের খতম করে দেবে।

কেমন করে মেয়েটিকে সুখী করা যায়, এই চিন্তাই তখন লেবেডেফের কৃতজ্ঞ মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। অর্থ, বস্ত্র, অলংকার অনেক কিছুই সে চম্পাকে দিল কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিন্তু তাতেও লেবেডেফের মন ভরল না, সে ব[illegible] চম্পাকে সুখী করতে চায়। তার একটি মাত্র উপায় হল, মরিসনের সঙ্গে চম্পার ধর্মবিবাহের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কি করে তা সম্ভব ? চম্পা মরিসনকে গভীর ভাবে ভালবাসে। কিন্তু তার পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা নিয়ে সে মরিসনের সহধর্মিনী হতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষার পিছনে ন্যায়ের যুক্তি আছে। নারীত্বের অবমাননা যে পুরুষ করেছে নারীর মর্যাদা স্বীকৃতি পাবে যদি সেই পুরুষ তাকে ধর্মপত্নীরূপে বরণ করে নেয়।

প্রেমাতুরা অথচ দৃঢ়চেতা এই দেশায় রমণী লেবেডেফের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু কি করে এই সামাজিক মিলন সম্ভব?

মরিসন চম্পাকে সত্যই ভালবাসে। এটা কি শুধু যৌন আকর্ষণ। তাই যদি হবে তবে চম্পার আপাত প্রত্যাখ্যানের পর মরিসন কেন গৃহত্যাগ করে মদ আর বারনারীসঙ্গে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় অথচ পারে না। জারজ শিশু পুত্রসন্তানের প্রতিই কি তার মায়া? পুত্রের অপহরণে চিন্তিত মরিসন নিঃসংকোচে থানা পুলিশ করল, রোওয়ার্থের বাড়ী চড়াও হল, আর সরস্বতীর ক্রোড় থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর কাছে পিতৃত্বের স্বীকৃতিকে উপস্থাপিত করল। পিতৃত্বের স্বীকৃতি! যে মরিসন অভিযুক্ত চম্পাকে মুক্ত করতে যায় নি, সে রঙ্গমঞ্চে সর্বসমক্ষে জারজকে সন্তান বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করল না। মরিসন কি এখনও চম্পাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করবে?

মুক্ত ক্রীতদাসী চম্পা, ধাত্রী চম্পা, দাগী আসামী চম্পা, অভিনেত্রী চম্পা, নেটিভ্ চম্পা, সে যতই সুশ্রী, সুদর্শনা যৌবনবতী হোক না কেন, তবু সে নেটিভ্, শ্বেতকায় সাহেবী সমাজের কাছে সে একটি সাধারণ ব্ল্যাক উওম্যান। তার সঙ্গে সাহেবদের সহবাস চলে, তাকে রক্ষিতা রাখা যায়। হয়ত বিবাহও করা চলে কিন্তু শ্বেতপত্নী থাকতে তা অসম্ভব। বিবাহবিচ্ছেদ অতি আয়াসসাধ্য। ওয়ারেন হেস্টিংস মাডাম ইমহোফকে বিবাহ করল পূর্ব স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে। শহর কলকাতায় বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হল না। কোন্ এক জার্মান শাসকের নির্দেশে পূর্ব বিবাহ ভেঙ্গে গেল। ম্যাডাম ইমহোফ তবেই ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিয়ে করল। এ নিয়ে সাহেবী সমাজে কত কথা উঠল, কত নিন্দা, কত কুৎসা। ফিলিপ ফ্রান্সিস মাডাম গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে লীলায় মত্ত হল। মিস্টার গ্রাণ্ড সুপ্রীম কোর্টে নালিশ ঠুকে দিল। কেলেংকারী কাণ্ড। মোটা খেসারত দিয়ে ফ্রান্সিস মুক্তি পেল। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর মাদাম গ্রাণ্ড ফ্রান্সিসের

গৃহে আশ্রয় নিল। কিন্তু পূর্ণ-বিবাহ সম্ভব হল না।

বিবাহ বিচ্ছেদ না ত টাকার খেলা! তাও আবার সাহেব মেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কে কবে শুনেছে, শ্বেতকায় পুরুষ শ্বেতরমণীকে তালাক দিয়ে একটি কৃষ্ণা নারীকে বিবাহ করেছে ধর্মমতে? শহর কলকাতার সাহেবরা ধর্ম অতখানি উদার নয়। লেবেডেফ কথাচ্ছলে এটর্নী ডন ম্যাকনারাকে বিবাহবিচ্ছেদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু ম্যাকনারা হেসেই উড়িয়ে দিল। লেবেডেফ কারুর নামোল্লেখ করে নি, শুধু সমস্যাটা জানিয়েছিল। কিন্তু ম্যাকনারা বলল যে ইংরেজদের ধর্মমতে পূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব নয়, চার্চ তা স্বীকার করে না। বড়জোর স্বামী স্ত্রীর পৃথক বসবাসের অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের কেউ পুনর্বিবাহ করতে পারে না। একমাত্র পার্লামেণ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিতে পারে। সে বহু সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু শ্বেতরমণীকে ত্যাগ করে কৃষ্ণ রমণীকে বিবাহ করা. শ্বেত সমাজে কেউ সমর্থন করবে না।

অর্থাৎ মরিসন আর তার স্ত্রী চাইলেও বিবাহবিচ্ছেদ সহজ-সাধ্য নয়, বরং অসম্ভবই বলা যায়। একমাত্র গভর্ণর জেনারেল রাজি হলে বিবাহ নাকচ হতে পারে।

চম্পার সঙ্গে মরিসনের ধর্মবিবাহের একমাত্র উপায় মিসেস মরিসনের মৃত্যু।

না—না। লেবেডেফ লুসি মরিসনের মৃত্যু কামনা করে না। সে বহাল তবিয়তে থাক। লেবেডেফের মনে পড়ল, মিসেস মরিসন এখন অনেকটা সুস্থ আছে, সহবাসী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল।

হারমোনিক ট্যাভার্ণে একটি বল নাচে লুসি মরিসনের সঙ্গে লেবেডেফের আবার সাক্ষাৎ হল। লেবেডেফ অর্কেষ্ট্রাসহ সঙ্গীতের মুজরো পেয়েছিল। নাচের ফাঁকে কখন লুসি মরিসন লেবেডেফের কাছে হাজির হল, তখন বাজনা বন্ধ ছিল। লুসি ইসারায়

লেবেডেফকে ডাকল. তাকে সঙ্গে করে পাশের জনবিরল বারান্দায় এল। লুসি মরিসনের স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল। তবু তার ফ্যাকাশে রং-এর উপর চড়া করে রুজ লিপস্টিক ভারী উৎকট লাগছিল, মাথায় খোঁপাটা যেন আকাশ ছুঁয়েছিল, তার সাজগোজের আতিশয্য সুরুচি-সম্পন্ন নয় মোটেই। স্বতই লুসি মরিসনের পাশে চম্পাকে মনে পড়ে গেল। তার ঘসা তামার মত রং হলেও যৌবনের কি স্নিগ্ধ দীপ্তি. সৌম্য কমনীয় তার মুখলালিত্য। চম্পার উপর মরিসনের আকর্ষণ মোটেই অহেতুক নয়, ভাবল লেবেডেফ।

মিসেস মরিসন অনুযোগ করল, মিস্টার লেবেডেফ, তুমিই যত নষ্টের গোড়া।

আমার অপরাধ ? জিজ্ঞাসা করল লেবেডেফ।

ঐ ব্ল্যাক ছোকরাকে ত আমি বেত খাইয়ে শায়েস্তা করেছিলুম, চোর হিসাবে শহরে ঘুরিয়েছিলুম। মরিসন আর ওর পিছুনে ছুটতে পারত না। কিন্তু তুমি মেয়েছেলেটাকে অভিনেত্রী বানিয়ে বিখ্যাত করে দিলে, তার রঙ্গব্যঙ্গের খ্যাতি রসিক সমাজে। মরিসন এখন আবার তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। জান আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে। আমার দোকানে বার হয় না, আমার বাড়ীতে আসে না। দিনরাত একটা সস্তা ট্যাভার্ণে পড়ে থাকে ? রোজগার পাতি নেই। জুয়া খেলে যা দুপয়সা পায়, তাই দিয়ে দিন গুজরাণ করে।

এটা কি আমার দোষ মিসেস মরিসন ? লেবেডেফ বলল, আপনি যদি আপনার স্বামীকে ধরে রাখতে না পারেন. আমি তার কি করতে পারি ?

ঠিক বলেছ, বলল মিসেস মরিসন, আমারই দোষ। আমি কেন ওকে আমার মনপ্রাণ দিলুম ? আমার প্রথম স্বামী আমায় ভালবাসত। সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল। য়ুরোপ জাহাজে যেদিন মেয়েদের দলের সঙ্গে শহর কলকাতায় এসে পৌছলুম, ভিড় করে গেল শ্বেত কুমারদের দল। হোম থেকে স্ত্রীলোক এসেছে, উল্লাসে তারা চিৎকার

করল। শিস দিল, গান গেয়ে উঠল। চার্চে কনের হাট বসল। বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক সাহেবের দল কনে বাছতে গেল হাটে। মরিসন যায় নি, তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। প্রৌঢ় বর্তুল বিরলকেশ এক সাহেব আমায় পছন্দ করল। তার মদের দোকান। অবস্থা ভাল, বৈঠকখানায় বাড়ী। আমিও মনোমত স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে পারলুম না। অনেক পাউণ্ড ব্যয় করে স্বামী ধরবার জন্যে শহর কলকাতায় এসেছি। যদি দেরী হলে স্বামী ফসকে যায়? রূপ না থাক রুপি ত আছে। দ্বিরুক্তি না করে বিয়েতে মত দিলুম। মরিসন আমার স্বামীর দোকানে যুবক কর্মচারী। আমার স্বামীর সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলুম ঐ যুবকের প্রেমে বিভোর হয়ে। তাই বোধ হয় গড্ আমায় এই শাস্তি দিচ্ছেন। মরিসন, আমার প্রিয়তম দ্বিতীয় স্বামী এক ব্ল্যাক হোরের মোহে মুগ্ধ হয়ে আমায় ত্যাগ করেছে। কিন্তু আমি হার মানব না। আমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবই।

কি করবে?

এখানে বলব না। কাল তোমার বাড়ীতে কল করব বিকাল বেলা। তোমার আপত্তি নেই ত?

ইউ আর ওয়েলকাম, মিসেস মরিসন।

লুসি মরিসন যেন আচ্ছন্নের মত নাচের হলে ফিরে গেল।

পরদিন অপরাহ্ণে সে লেবেডেফের গৃহে হাজির। দিনের আলোয় তাকে মোটেই ভাল লাগছিল না। কোটরগত চক্ষু, রক্তশূন্য কর্কশ গাত্র, অকালবার্ধক্যের ছাপ যেন লুসি মরিসনের সর্বাঙ্গে।

সম্ভ্রমসূচক বাণী বিনিময়ের পর লুসি সরাসরি কাজের কথায় এল। জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার লেবেডেফ, তুমি নাকি ইংলিশ থিয়েটার খুলছ?

হাঁ।

আমাকে সেই থিয়েটারে অভিনয়ের সুযোগ দাও। দেখেছ আমি

নাচতে পারি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেচেছি। আমি গাইতেও পারি। শুনবে গান—?

লুসি এক কলি গান ধরল। তার তীব্র বেসুরো কণ্ঠ কর্ণপীড়াদায়ক।

লুসি বলে চলল, আমি অভিনয়ও করতে পারি। হোমে স্কুলে ওফেলিয়া করেছিলুম। এখনও মুখস্থ আছে। শুনবে?

লুসি ওফেলিয়ার উক্তি আউড়ে গেল অভিনয়ের ভঙ্গী করে।

নীরস হাস্যজনক তার বাচন। বিশ্রী তার অঙ্গভঙ্গী। লেবেডেফের মনে হল একমাত্র পার্ট লুসি মরিসন ভাল করতে পারবে, সে হল ম্যাকবেথের ডাইনীর পার্ট!

কি পছন্দ হল না? লুসি হতাশার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

তা নয়, লেবেডেফ ভদ্রতার খাতিরে বলল। আমি এখন শখের অভিনেত্রী চাই না। চাই শিক্ষা-প্রাপ্ত পেশাদার অভিনেত্রী। ক্যালকাটা থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। তৈরী অভিনেত্রী না হলে ওদের সঙ্গে পারব কেন?

কিন্তু ঐ ব্ল্যাক হোরটা কি তৈরী অভিনেত্রী ছিল?

না, কিন্তু নেটিভদের মধ্যে অভিনেত্রী পাওয়াই যায় না। সে কথা নিশ্চয় জান। তাই চম্পাকে তৈরী করে নিতে হল। যাই হোক্ তুমি অভিনয় করতে চাও কেন?

বালিকার মত করুণ কণ্ঠে লুসি মরিসন বলল, আমার স্বামীকে সমঝে দিতে চাই, আমিও অভিনয় করতে পারি। ওই ব্ল্যাক হোরটার চেয়েও ভাল অভিনয় করতে পারি।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতা বৃথা, লেবেডেফ সৎপরামর্শ দিতে চাইল, তোমার স্বামী তাতে ভুলবে না।

কেন, কেন?

সে চম্পাকে সত্যিই ভালবাসে।

জানি, ঐ ডাইনী ওকে যাদু করেছে। রুদ্ধ আক্রোশে লুসি

মরিসন বলল, নেটিভ মেয়েছেলেরা যাদুবিদ্যায় দক্ষ। শহর কলকাতা না হয়ে যদি এটা হোম হত ত ডাইনীটাকে স্টেকে পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু এদেশে তা হবার নয়, আমায় অন্য পথ ধরতে হবে।

কি পথ?

বিষে বিষক্ষয়।

তার মানে তুমি বিষ দিয়ে চম্পাকে হত্যা করাবে? তাতে তোমার ফাঁসি হবে আর মরিসনকেও পাবে না।

আমি তা বলতে চাই নি, মিস্টার লেবেডেফ, লুসি চুপি চুপি বলল, আমিও যাদুবিদ্যা শুরু করব। আমার মশালচীর বউ গুণতুক বশীকরণ জানে। তার এক ওস্তাদ আছে। শুনলুম সেই ওস্তাদের কাছ থেকে বাঘের নখ ধারণ করলে আর গাছের শিকড় খেলে প্রেমিক না কি বশে আসে। ক্ষান্ত বশীকরণ করে ঐ মশালচীকে বশে রেখেছে। আমিও বশীকরণ করব।

তুমি এসব বিশ্বাস কর?

বলতে পার আমি কিসে বিশ্বাস করব? বলতে বলতে লুসি মরিসন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, আমি কি জানি না, আমার শরীর ভেঙে পড়েছে, আমার যৌবন চলে গেছে, আমি একটা বিশ্রী, কদাকার বুড়ি! আমি কি দিয়ে মরিসনকে ধরে রাখব?

ভগ্নগ্রস্তের মত কাঁদতে লাগল লুসি মরিসন, চোখের জলে গালের রং ধুয়ে তাকে আরও বীভৎস দেখাতে লাগল।

লেবেডেফ দুঃখের আতিশয্যে বিব্রত হল, কি করে হতভাগিনীকে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারল না।

সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। তুমি মিস্টার মরিসনকে ভালবাস?

খুব, খুব, খুব।

তুমি তার ভাল চাও?

তা চাই বই কি।

তবে তুমি ওকে ছেড়ে দাও, ধরে রাখতে চেও না। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কর। তুমি অত্যাচারিত স্ত্রী, শ্বেতরমণী, অর্থবতী, তুমি চেষ্টা করলে পার্লামেন্ট থেকেও বিবাহবিচ্ছেদের আইন পাশ করিয়ে আনতে পার।

ফোঁস করে উঠল লুসি মরিসন। তুমি কি, মিস্টার লেবেডেফ? তুমি আমার বন্ধু না শত্রু? আমি বিবাহবিচ্ছেদ করালে খুসি মনে ও বসন ব্ল্যাক হোরটাকে বিয়ে করে বসবে।

তারা দুজনে সুখী হবে, আর বাস্তবিক যদি তুমি মিস্টার মরিসনকে ভালবাস তুমিও সুখী হবে।

তোমাকে বুঝি ঐ ব্ল্যাক হোর উকিল পাকড়েছে? ঘৃণাভরা কণ্ঠে লুসি বলল, আমার প্রাণ থাকতে আমি মরিসনকে নিষ্কৃতি দেব না। আমি বশীকরণ করে মরিসনকে ভেড়া বানিয়ে আমার পায়ের কাছে লুটোপুটি খাওয়াব। তুমি দেখে নিও। এখনকার মত বিদায়।

লুসি মরিসন চলে গেল। তার জন্যে দুঃখ হল লেবেডেফের মনে। কিন্তু প্রেমের এই প্রতিযোগিতায় তার স্থান কোথায়?

চম্পা—লুসি—মরিসনের ত্রিমুখী সমস্যার কথা লেবেডেফ সহজেই ভুলে গেল যখন চিত্রকর জোসেফ ব্যাটল্ স্বয়ং অযাচিতভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। শুধু সাক্ষাৎ নয়, সে আনল অপ্রত্যাশিত শুভ প্রস্তাব।

প্রস্তাবটি এই। জোসেফ ব্যাটল্ ও কিছু মঞ্চশিল্পীর সঙ্গে টমাস রোওয়ার্থের মনোমালিন্য হয়েছিল। ব্যাটল রোওয়ার্থকে গালি-গালাজ করল। লোকটা নাকি ধূর্ত, প্রবঞ্চক। ক্যালকাটা থিয়েটারে সে সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছিল। এমন কি জোসেফ ব্যাটলের মত চিত্রশিল্পীকে ছেড়ে কথা কইত না। যেখানে সেখানে অপমান। রোওয়ার্থ কঞ্জুস। টাকা পয়সা মেরে দেয়। এই রকম আরও কত অভিযোগ। তাই ব্যাটল ও আর কয়েকজন ক্যালকাটা থিয়েটার

ছেড়ে দিয়েছে। তারা নিজেরাই একটা থিয়েটার গড়তে চায়, কিন্তু স্থানাভাব। সরকারি অনুমতি পেতেও সময় লাগবে। লেবেডেফ যদি তার প্রস্তাবিত ইংলিশ থিয়েটারে ওদের গ্রহণ করে ওরা সানন্দে যোগ দিতে পারে। ব্যাটল্ লেবেডেফের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। যেমন তার সঙ্গীতে পারদর্শিতা তেমনি তার প্রয়োগনৈপুণ্য! কতক-গুলি নেটিভ্ ছোঁড়াছুড়ি নিয়ে সে এমন একটা রসাল শিল্প হাজির করেছিল, যা সত্যই অনবদ্য। তাই চারিদিকে লেবেডেফের ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। লেবেডেফ যদি ব্যাটল্ ও দলবলকে তার প্রস্তাবিত ইংলিশ থিয়েটারে গ্রহণ করে তবে তারা ধড়িবাজ টমাস রোওয়ার্থকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়।

প্রতিশোধের সম্ভাবনায় আর আত্মপ্রসাদের আতিশয্যে লেবেডেফ ব্যাটলকে শুধু গ্রহণ করতে সম্মত হল না। একেবারে থিয়েটারী ব্যবসায়ের অন্যতম অংশীদাররূপে স্বীকার করে নিল।

বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে এটর্নীর বাড়ী থেকে পাকা দলিল বানিয়ে উভয় পক্ষ সইসাবুদের পর অংশীদারী ব্যবসাকে কবুল করে নিল। নতুন উদ্যমে লেবেডেফ শুরু করল ইংলিশ থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থা।

খুসি হল নীলুম্বুর ব্যাণ্ডো। আর নেকি নেকি ব্ল্যাকিগেলে'র সঙ্গে তাকে অভিনয় করতে হবে না। গডেস লাইক মেমের আশে পাশে খানসামা হিসাবে ঘোরাফেরা করতে পারলে সে বর্তে যাবে।

খুসি হল না গোলোকনাথ দাস। সে সরাসরি লেবেডেফকে প্রশ্ন করল, সাহেব, তুমি কি শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালী থিয়েটার গুটিয়ে ফেলবে?

একটু সংকোচের সঙ্গে লেবেডেফ বলল, তা কেন? বাংলা থিয়েটারও চলবে মাঝে মাঝে কিন্তু ইংলিশ থিয়েটার দিতে হইবে নিয়মিত। বাবু, আমি ব্যবসা করিতে নেমেছি। অনেক টাকা ঢেলেছি, অনেক ধারদেনা করেছি। বেঙ্গালী থিয়েটার দিয়ে তা শোধ করিতে পারিব না। কটা নাটক আছে তোমাদের বেঙ্গালী ভাষায়? আমি

নিজে কটাই বা অনুবাদ করব ইংলিশ নাটক থেকে। দুদিন বাদে যখন বেঙ্গালী থিয়েটারের নতুনত্বের আকর্ষণ ঘুচো যাইবে, তখন থিয়েটারের দরজা বন্ধ করিতে হইবে আমাকে। তার চেয়ে ক্যালকাটা থিয়েটারকে হার মানিয়ে যদি আমার ইংলিশ অভিনয় জম্যে উঠে, তার লাভের টাকায় শুধু যে আমার থিয়েটার চলিবে তাহা নহে, কখন কখন বেঙ্গালী থিয়েটারও দেখাতে পারিব।

খুসি হল না গোলোকনাথ দাস, বলল, সাহেব, তোমার থিয়েটার। তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। কিন্তু জমে উঠেছিল বাংলা থিয়েটার। চম্পা, কুসুম, হীরামণি, নীলাম্বর—এরা সবাই প্রাণ দিয়ে তোমার থিয়েটারকে জমিয়ে রাখত। তুমি ত আরও একটা নাটক অনুবাদ করেছ। আমি সংশোধন করেছি। সেই পালাটাও হত। এখন বেশ কিছু দিন চলে যেত। তাতে তোমার নাম হত। ইংলিশ থিয়েটার কত ভাল ভাল হয়েছে। ইংলিশ থিয়েটারে তুমি পয়সা পাবে, কিন্তু অত সুনাম পাবে কি ?

জোসেফ ব্যাটলের মত চিত্রশিল্পী পেয়েছি, তাকে দিয়ে সুন্দর সুন্দর সিন আঁকাব। অভিনয় জম্যে উঠবে আমার ইংলিশ নাটকে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে গোলোক বলল, কিন্তু ঐ ব্যাটল সাহেব চতুর রোওয়ার্থ সাহেবের ডান হাত ছিল না ? ব্যাটল সাহেবের সম্মানে ক্যালকাটা থিয়েটারে বিশেষ অভিনয় হয়ে মোটা টাকার তোড়া শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয় নি ? আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না।

তোমরা বড় ভীরুর জাত বাবু, লেবেডেফ বলল, আমি সুদূর রাশিয়া থেকে এসেছি শুধু সাহসে ভর করে। ঝক্কি ঘাড়ে নিতে আমি জানি।

গোলোক ক্ষোভের সঙ্গে বলল, যা ভাল বোঝ কর। আমি শিক্ষক মানুষ অত শত বুঝি না। কেবল ভয় হয় আবার চতুর রোওয়ার্থের ফাঁদে না পড়।

কুছ পরোয়া নেই। ডরো মৎ। লেবেডেফ তখন জোর গলায় বলল বটে এই কথা, কিন্তু তার মনে একটা খোঁচা লেগে রইল। এমন আকস্মিকভাবে জোসেফ ব্যাটল্ ও দলবল লেবেডেফের সঙ্গে যোগ দিল, সেইটাই রহস্যময়। গোলোকবাবু কি তবে ঠিক বলল এসবের পিছনে রোওয়ার্থের চাতুরী আছে ?

একটু সাবধান হয়ে চলবে লেবেডেফ।

অংশীদারী দলিল সই হবার দুচার দিন পর থেকেই জোসেফ ব্যাটলের ব্যবহারে খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কেমন একটা মাতব্বরির রূঢ়তা। নতুন ইংরেজি নাটক পছন্দ করার ব্যাপারে তার দারুণ গড়িমসি। অনেক রকম নাটক নিয়ে লেবেডেফ নাড়াচাড়া করল, কোনটাই ব্যাটলের পছন্দ হয় না। কথায় কথায় সে বলে বসে, মাইণ্ড ইউ, গেরাসিম, আমিও একজন পাটনার, আমারও একটা দাবী আছে। ব্যাটল্ সরাসরি হুকুম করল তাদের ঐ যৌথ থিয়েটারে বাংলা নাটক অভিনয় করা চলবে না। নিজের থিয়েটারে নিজের ইচ্ছামত নাটক অভিনয় করা যাবে না, একথা জেনে লেবেডেফ মনে মনে মুষড়ে পড়ল। গোলোকনাথ দাসকে ডেকে সে প্রস্তাব করল, কলকাতায় অন্যত্র শুধু হিন্দু আর মুরদের জন্যে নাটক অভিনয় করলে কেমন হয়। সেই নাটক থেকে ইংরাজি জবান একেবারে বাদ দেওয়া হবে। গোলোক খুসি মনে সম্মতি দিল। লেবেডেফ নতুন ভাবে বিজ্ঞাপন লিখল কিন্তু ব্যাটলের জিদে তৃতীয় বারের অভিনয় অগ্রসর হল না।

নতুন সীন আঁকার পরিকল্পনার কথা পাড়ল লেবেডেফ। ব্যাটল সে কথা উড়িয়ে দিয়ে থিয়েটারের সাজঘরে নিজের খুসিমত ছবি আঁকতে সুরু করল। হীরামণিকে ভিজে কাপড়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখল মডেল হিসাবে। কলসী কাঁখে বঙ্গ-ললনার দেহভঙ্গী, পুষ্ট যৌবনের উগ্র আকর্ষণ, সিক্ত বস্ত্র ভেদ করে অঙ্গের লালিমা তুলির টানে টানে ক্যানভাসের উপর ফুটে উঠল। উল্লাসে

আত্মহারা শিল্পী মডেলকে দূরে রাখতে চাইল না। প্রসন্ন হীরামণিও প্রতিদানে বিরত থাকল না। প্রকাশ্য অশালীন ব্যবহারের প্রতিবাদ করল লেবেডেফ। ব্যাট্‌ল্ তাকে হেসে উড়িয়ে দিল।

নতুন করে গোলমাল বাঁধল মরিসনকে নিয়ে।

একদিন দুপুরে টেরেটিবাজারের চত্বরে খুব ভিড় জমেছিল। বুলবুলির লড়াই। হাতে দাঁড়ের উপর দাঁড় বাঁধা লড়ুইয়ে বুলবুলি নিয়ে একদল লোক জমায়েত হয়েছিল। খোলা জায়গায় ধুলোমাটির উপরে বুলবুলি লড়াই করছিল। পায়ের ধারাল অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পাখীদের জখম করছিল। শুধু আনন্দ নয়—জুয়ার বাজিও ধরছিল অনেকে।

দূর থেকে লেবেডেফ দেখল এদের মধ্যে আছে মরিসন, ময়লা ছেঁড়া শার্ট প্যান্ট তার পরণে, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, বিস্রস্ত চুল। নেটিভদের সঙ্গে মিশে গিয়ে মরিসন জুয়ায় মেতে উঠেছিল। হঠাৎ বোধ হয় কোন্ একটা মোটা বাজি হেরে গেল সে। পকেট শূন্য, নেটিভগুলি টাকার জন্যে তাকে টানাটানি করতে লাগল। লেবেডেফকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে মরিসন ছুটে এসে পাঁচ সিক্কা টাকা ধার চাইল। টাকা না দিলে নেটিভরা তাকে অপমান করবে। লেবেডেফ বলল, দিতে পারি এক শর্তে।

কি শর্ত?

এখনই আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে।

কি করে যাই? আজ একবারও জিতি নি। না জিতলে আজ খাব কি?

আমার অতিথি তুমি। লেবেডেফ টাকা দিয়ে বলল, চলে এস।

নেটিভদের হাতে টাকা মিটিয়ে দিয়ে মরিসন লেবেডেফের অনুসরণ করল।

মিস্টার মরিসন, লেবেডেফ বলল। দিন দিন তুমি কত নীচে নেমে যাচ্ছ, খেয়াল রাখ?

কে বললে নীচে নামছি? মরিসন ভবল কণ্ঠে বলল, আমি আকাশের পাখার মত মুক্ত, স্বাধীন

বাজপাখীর তাড়া খেয়ে ঐ পাখীর মত ছটফট করছিলে যেন ঐ জুয়াড়ি পাওনাদারদের হাতে।

স্বাধীনতার সুখও আছে। দুঃখও আছে। আমি শিকল বাধা পাখী হয়ে থাকতে চাই না।

তাই বুঝি মদের দোকান ছেড়ে দিলে?

স্ত্রীর ধনে ধনী হবার ইচ্ছা নেই।

উঞ্ছবৃত্তির ইচ্ছা কেন? কাজ করে রোজগার করতে পার না।

সুবিধামত কাজ জোটে না। মূলধন নেই যে ব্যবসা করি।

করবে কাজ আমার থিয়েটারে? আমি ইংলিশ নাটক খুলছি, তোমায় সাজঘরের জিম্মা করে দেব। রাজি আছ?

আছি

লেবেডেফ মরিসনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা থিয়েটারে হাজির হল জোসেফ ব্যাটল তখন সিক্তবসনা হারামণির তৈলচিত্রে শেষ তুলি টানতে ব্যস্ত ছিল। লেবেডেফ মরিসনের নিয়োগের প্রস্তাব করল চিত্রকর্মে বাধা পেয়ে ব্যাটলের মনটা একেই বিগড়ে ছিল। ঝোড়ো কাকের মত মরিসনের চেহারা দেখে জোসেফ চিৎকার করে ফেটে পড়ল, মিস্টার লেবেডেফ, ভুলে যেওনা, আমি এই থিয়েটারের একজন অংশীদার। এই থিয়েটার ভবঘুরেদের একটা আস্তানা নয়। ঐ লোকটার প্রতি তোমার যদি কিছুমাত্র দয়া থাকে ওকে তোমার আস্তাবলের সহিস করে রাখতে পার, এই ইংলিশ থিয়েটারের সাজ ঘরে নয়।

তুমি কি বলছ, জো? লেবেডেফ বলল, মিস্টার মরিসনকে আস্তাবলের সহিস করে রাখব! ইনি না একজন ইংলিশ জেন্টেল-ম্যান!

জেন্টেলম্যান! ব্যাটল বলল, আরে ছোঃ ওর মাথা থেকে পা

পর্যন্ত এক কণাও ভদ্রতা নেই, আর ও ইংলিশ সমাজের কলংক। যে একটা ব্ল্যাক হোরের জন্যে নিজের ইংলিশ ওয়াইফকে ত্যাগ করে, এক ঘর লোকের সামনে বাস্টার্ডকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়, তোমার মাজিকের মাগির সঙ্গে বাপের ভূমিকায় ভাঁড়ামি করে, সে হারামজাদা না ইংলিশ, না জেন্টেলম্যান। এই রকম নরকের কীটকে আমাদের থিয়েটারে আশ্রয় দিলে সেটাও নরককুণ্ড হয়ে যাবে।

এতক্ষণে রবিসন মুখ খুলল, মিস্টার ব্যাটল্, তোমার ঐ মুখের সব দাঁত কটা ঘুসি মেরে উপড়ে-ফেলবার শক্তি আমার কব্জিতে আছে। কিন্তু মিস্টার লেবেডেফের অংশীদার তুমি, শুধু তার খাতিরে তোমায় ছেড়ে দিলুম। আমি ইংলিশ। আমার ধমনীতে ইংলিশ রক্ত প্রবাহিত। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি ব্যবহার করি, আমার রক্ষিতার সঙ্গে কি সম্পর্ক রাখি, নিজের পুত্রসন্তানকে কি স্বীকৃতি দিই, সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি সে ব্যাপারে কারুর কাছে কৈফিয়ৎ দেব না, বিশেষ করে তোমার মত এমন একটি লোকের কাছে যে আমারই উচ্ছিষ্ট ঐ স্ত্রীলোককে উপভোগ করে।

ব্যাটল্ বলে উঠল, হোয়াট্ ডু ইউ মীন্?

এই হীরামণি, যাকে ভিজে কাপড় পরিয়ে ছবি আঁকছ, যার সঙ্গলাভের জন্যে তুমি লালায়িত, সে আমার উপভুক্ত—উচ্ছিষ্ট, পরিত্যক্ত। তুমি এসেছ আমায় সুচরিত্রের উপদেশ দিতে?

হীরামণি নিজের নাম শুনে সচকিত হল। ঝংকার দিয়ে উঠল, কি সব বলা হচ্ছে সাহেব-মিনসে আমার নামে?

রবিসন বলল, তোমায় আমি ত্যাগ করেছি, তুমি মিস্টার ব্যাটলের সঙ্গিনী হও।

আলবৎ, হীরামণি বলল, আমার ব্যাটলে সাহেবই ভাল।

হীরামণি সকলের সামনে এগিয়ে গিয়ে জোসেফ ব্যাটলের গলা জড়িয়ে ধরল। ব্যাটল সজোরে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, রবিসনের দিকে আস্ফালন করে বলল, কুত্তার বাচ্ছা, আই উইল টীচ্ ইউ এ লেসন্।

ব্যাটল তেড়ে গেল মরিসনের দিকে। সে একটু সরে যেতেই, টাল সামলাতে না পেরে ব্যাটল্ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। মরিসন হেসে উঠল, উপহাস করে বলল, আবার দেখা হবে। আমি এখন অনেক নীচে পড়ে গেছি, আবার ভাগ্য ফিরিয়ে নেব। তখন তোমায় আমার পোট্রেট আঁকার মজুরি দেব, বাই বাই।

মরিসন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লেবেডেফ বলল, মিস্টার মরিসন তুমি কি চলে যাচ্ছ? আমার থিয়েটারে কাজ করবে না?

মরিসন বলল, না, মিস্টার লেবেডেফ, আমি দুঃখিত তোমার সদয় প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলুম না। এরপর যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, দেখবে আমি জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি, নিজের চেষ্টায়, নিজের জোরে। তুমি বিদেশী রুশ, কিন্তু তুমি আমার স্বজাতি ইংলিশম্যানের চেয়েও হাজার গুণে ভাল। তোমার মঙ্গল হোক্।

মরিসন চলে গেল।

দিনের পর দিন চলে গেল। তবু ইংরেজি নাটকের ব্যাপারটি বিশেষ অগ্রসর হল না। অনেক নাটক নিয়ে লেবেডেফ আলোচনা করল। কিন্তু অংশীদার জোসেফ ব্যাটল্ কোনটিতে সম্মতি দিল না। সীন স্টেজ নিয়ে সে অনেক বিদ্রূপ করল, কিন্তু উন্নতর কোনও প্রস্তাব দিল না। অথচ থিয়েটারের দলবলকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে লাগল লেবেডেফ। আয় নেই, প্রচুর ব্যয়। সামান্য সঞ্চিত অর্থ উপে গেল। ধার করে। ব্যাটলের কাছে টাকা চাইলে সে বলল, টাকা দেবার কথা নেই। আমি শিল্পী। আমার তুলির আঁচড়ে যে সীন ফুটে উঠবে, তাই আমার মূলধন। আমি তার বেশি এক পয়সা দেব না।

তবে সীন আঁক তাড়াতাড়ি।

আমি আর্টিস্ট, ব্যাটল বলল, আঁকা না আঁকা আমার মুডের উপর নির্ভর করছে।

তবে কি বসিয়ে বসিয়ে লোকদের মাইনে দেব ?

না দিতে পার ওরা চলে যাবে। ব্যাটল বলল, ওরা মাইনে না পেলে তোমার ভাল্লুকে মুখ দেখে বেগার খাটবে না।

তোমার মতলবটা কি ? হতাশ হয়ে লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

অতি সোজা, বলল ব্যাটল। এমন একটা প্রোডাকশান করব, যাতে শহর কলকাতা চার্মড হবে। সুপার্ব প্রোডাক্শান্' বোওয়ার্থ চোখ কপালে তুলবে। ভাববে কি ভুলটাই না করেছিলুম ঐ জোসেফ ব্যাটলকে তাড়িয়ে দিয়ে।

কিন্তু প্রোডাকশনের ত চেষ্টা নেই।

হবে কোথা থেকে ? ব্যাটল বলল। টাকা ছাড়, টাকা ছেড়ে স্টেজটাকে নতুন করে গড়ে তোল। হোম থেকে মাল মশলা আনাও। তবেই না সবাইকে তাক লাগান যাবে ? নয়ত ক তোমার ঐ পচা সীন দিয়ে ইংলিশ থিয়েটার হবে। আজ পাঁচশ সিক্কা টাকা দাও সীনের কাপড় কিনে আনতে হবে।

টাকা নেই, লেবেডেফ বলল, যা কাপড় আছে তাতেই চালাও।

তবে গোল্লায় যাও, ব্যাটল বলল, টাকা জোগাড় কর তবে কাজে হাত দেব। এখন মিস্টার স্মিজের আখড়ায় যাচ্ছি ফেনসিং প্র্যাকটিশ করতে, ফিরে এসে দেখি যেন সীন আঁকার কাপড় মজুত আছে।

ব্যাটল ফরমাস করে ত বেরিয়ে গেল। কিন্তু কাজ চাই। লেবেডেফ ভাবল, খেয়ালী শিল্পী। তাকে হাতে রাখা দরকার। লেবেডেফ ক্যাশ বাক্স উলটে পালটে দেখল, শ দুয়েক সিক্কা টাকা আছে। তাই দিয়ে টেরেটিবাজারে সরকারকে পাঠিয়ে দিল কিছু সীন আঁকার কাপড় কিনে আনতে।

থিয়েটারের স্টেজের উপর দাঁড়া লেবেডেফ। জনশূন্য মঞ্চ। মনে হল যেন কত বিরাট। নিজেকে ভারী একা লাগল। মনে হল যেন সে শূন্য মঞ্চে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন-

ভাবে সীনগুলি দাঁড়িয়ে আছে   পাদপ্রদীপে অ লো নেই। পিট ও বক্সের চেয়ারগুলি খালি। কবে আবার আলো জ্বলবে, দর্শক আসবে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা উঠবে, অভিনেতা অভিনেত্রীর কলকাকলি ধ্বনিত হবে, করতালি প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করবে, কে জানে? একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল লেবেডেফের বক্ষ মথিত করে।

প্রেক্ষাগৃহের আলো-আঁধারীর মধ্যে তা যেন হারিয়ে গেল। ইংলিশ থিয়েটারের মরীচিকা, তৃষ্ণার্ত আশা তার সন্ধানে ছুটোছুটি করে পরিশ্রান্ত।

মঞ্চে অস্ফুট একটা শব্দ। কে ওখানে?

আমি চম্পা।

তুমি হঠাৎ এখানে?

অনেক দিন ডাক নি। তাই নিজেই দেখা করতে এলুম।

সত্যি অনেক দিন ওদের ডাকা হয়নি।

চম্পা বলল, কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে এই বন্ধুদের উপর।

আর মঞ্চের মালিকের ওপর ঘৃণা!

কি যে বল তোমাকে শ্রদ্ধা করি, চম্পা বলল, মুক্ত ক্রীতদাসী, ধাত্রী, অতি সাধারণ স্ত্রীলোক চোর বদনামে যে পরিচিত, তুমি তাকে স্থান দিলে রঙ্গমঞ্চে, পাখীপড়া করে শেখালে অভিনয়। দিলে মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস—আর আমি তোমাকে ঘৃণা করব? করি শ্রদ্ধা ভক্তি।

আমি শ্রদ্ধা চাই না, ভক্তি চাই না, চাই একটুকু সহানুভূতি, একটুকু ভালবাসা। লেবেডেফ কাতর কণ্ঠে বলল, আমি বড় একা—বড় একা।

আমিও।

সে কি! তোমার সন্তান আছে। আছে প্রেমাস্পদ।

মরিসন নেই।

তার মানে?

সে কোথায় চলে গেছে, তার কোন পাত্তা নেই।

কোথায় গেছে? কিছু বলেনি।

না। সে বলল, চম্পা ডার্লিং ভাগ্য ফেরাতে যাচ্ছি। যদি ভাগ্য ফেরাতে পারি তবে আবার দেখা হবে। দিস্ ইজ এ ম্যাড ব্যাড ওয়ার্ল্ড। এখানে টাকা দিয়ে মানুষের মূল্য বিচার হয়। আমার যদি টাকা থাকে তবেই সমাজে প্রতিষ্ঠা, নতুবা ঘৃণা।

আমি বললুম, টাকা চাই? আমার কিছু টাকা সঞ্চিত রয়েছে তুমি নাও।

সে টাকা চাই না সে বলল, বাবু নিমাই চরণ মল্লিকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছি। বাবু চালাক লোক কিন্তু উদার। ওর বাড়ী পূজাপার্বণে, বাইনাচে ভাল ভাল মদ দিয়েছি। আমায় বিশ্বাস করে। তাই এক কথায় হুণ্ডিতে কিছু ধার দিল। ঐ টাকা দিয়ে ভাগ্য ফেরাব। তবে শহর কলকাতায় ফিরব।

তুমি যেও না আমি বললুম।

সে শুনল না।

আমি কেঁদে উঠলুম, কাতর কণ্ঠে বললুম, তুমি আমায় বিয়ে না কর ক্ষতি নেই, কিন্তু আমায় ছেড়ে যেও না। ছোট মুখে বড় কথা বলেছি। দাসী হয়ে রাজরাণী হবার স্বপ্ন দেখেছি। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তুমি যেও না। আমার দরজা খুলে রেখেছি। তুমি এস, তুমি এস, আগের মতই থাক আমার কাছে।

সে শুনল না।

আমি তার পা জড়িয়ে ধরলুম, কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম।

সে শুনল না, বলল, চম্পা, মাই হার্ট, আমি ইংরেজের বাচ্চা। সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি ভাগ্যান্বেষণে। এতদিন শুধু আহার-বিহার করেছি, ভাগ্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিনি। এবার করব। বিদায় ডিয়ারেস্ট।

আমি শিশু সন্তানকে তার হাতে তুলে দিলুম, যদি ছেলের

মাযায সে যেতে না পাবে। সে আদর করল ছেলেকে। তারপব হেসে বলল, এর জন্যেও আমায় যেতে হবে। একে মানুষ করে তুলতে হ'লে আম র ভাগ্য ফেরাতেই হবে।

যাবাব সময সে বলল, চম্পা ডিয়াবেস, তুমি কি আমাব জন্যে অপেক্ষা কবে থাকবে না।

যুগ যুগ ধবে অপেক্ষা কবে থাকব, আমি বললুম।

সে চলে গেল। কোথায গেল, ক'দিনের জন্যে গেল কিছু জানি না। তার জন্যে ভেবে ভেবে সাবা হচ্ছি ভয় হয সে কি আব ফিরে আসবে।

ম'রিসনকে মনে মনে ঈর্ষ্যা কবল লেবেডেফ। ভাগ্যবান ম'রিসন। ও র জন্যে ভাবছে দুই নাবী। একজন তাব ধর্ম্মপত্নী, আব একজন তাব প্রেয়সী। একজন তাকে আইনেব দাবীব জোবে পেতে চায, আবেক জনেব সম্বল শুধু প্রেম। একজন তাব স্বজাতি, অন্যজন বিদেশিনী। কিন্তু এক জাযগায দুজনেব মিল। দুজনেই ভাবছে ম'রিসনেব জন্যে। কিন্তু লেবেডেফেব জন্যে ভাববাব কেউ নেই বিদেশ-বিভুঁইতে খ্যাতি প্রতিপত্তি সে পেযেছে, আশা-নিরাশার দোলায দুলেছে। কিন্তু তাব জন্যে ভাবনা কববাব কাউকে পাযনি। ভাগ্যবান ম'রিসন!

লেবেডেফ চম্পাকে আশ্বাস দিল, ম'রিসন আসবে, নিশ্চয ফিবে আসবে। আমি জানি সে তোমাকে ভালবাসে অন্ধভাবে ভালবাসে। তোমাব জন্যে সে আত্মসুখ বিসর্জন দিযেছে। সামাজিক কুৎসাকে উপেক্ষা করেছে। সে নিশ্চয় ফিবে আসবে, চম্পা।

সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছি। চম্পা বলল, তাব ফিবে আসাব জন্যে আমি যুগ যুগ ধবে অপেক্ষা কবব।

কিন্তু যার আসাব জন্যে মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হল না, সে হল জোসেফ ব্যাটল। সঙ্গে তাব জনা দুই সহচব কে জানত ঐ চম্পাকে উপলক্ষ্য কবে ব্যাটল থিযেটারেব লংকাকাণ্ড বাধিযে দেবে।

মিস্টার সুবিজের তলোয়ার খেলার আখড়া থেকে ব্যাটল সরাসরি থিয়েটারে ফিরে এল। কোমরে তখনও তরবারি ঝুলছিল। সে বেশ কিঞ্চিৎ সুরাপান করেছিল। চোখ দুটি লাল, কথাও স্খলিত। তার সঙ্গীদের পা টলছিল। তাদের হাতে মদের বোতল। ব্যাটল স্খলিত কণ্ঠে বলতে বলতে ঢুকল, কাম্ অন্, বয়েজ, উই'ল মেক মেরি এট দিস হেল অব এ প্লেস্।

মঞ্চে প্রবেশ করেই ওর চোখ পড়ল লেবেডেফ ও চম্পার উপর।

বাই জোভ, গেরাসিম, একগাল হেসে ব্যাটল বলল, তুমি এই সুন্দরী কালো মেয়েছেলের সঙ্গে প্রেম করছ।

লেবেডেফ লজ্জিত হয়ে বলল, কি বাজে বকছ, জো! তুমি একে চেন না? এই চম্পা। গুরাযে গোলাপ। আমার বেঙ্গালী থিয়েটারের হিরোইন্।

তাই ত বটে। জোসেফ উৎফুল্ল হয়ে বলল। মেক-আপ ছাড়া একে চিনতে পারি নি। স্টেজের অভিনেত্রীর চেয়েও ওকে আরও সুন্দর লাগছে, অপূর্ব। কি ফিগার, যেন ব্রোঞ্জের একটি জীবন্ত পরী। গেরাসিম কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে এই সুন্দরীকে এত দিন?

লেবেডেফ বলল, বেঙ্গালী থিয়েটারের রিহার্সাল হচ্ছে না, তাই এর আসবাব প্রয়োজন হয় নি।

প্রয়োজন আছে, জানু চাপড়ে ব্যাটল বলল, আলবাৎ প্রয়োজন আছে। আমি এর একটি ছবি আঁকব। ও আমার মডেল। ঐ হীরামোন একটা বিশ্রী মেয়েছেলে। এই স্ত্রীলোক একটি রত্ন। কি বল্ বিলি।

বিলি নামক অনুচরটি বলল, আলবাৎ এ মাগি একটা রত্ন। শী উইল মেক এ গুড ম্যাড্। কি পুরুষ্ট গঠন। জাষ্ট হ্যাভ এ লুক এট হার ব্রেস্টস!

ঠিক বলেছিস বিলি, ব্যাটল বলল, তোরও দেখি আর্টিস্টের চোখ। সত্যি মাগির নগ্ন চিত্র বুড়োদেরও চাঙ্গা করে তুলবে। কাম

অন, ডার্লিং, আমি আজই তোমার একটা ন্যুড স্কেচ করব। কাম ইন্ টু দি গ্রীন-রুম।

ব্যাটল চম্পার হাত ধরে টানাটানি করল। চম্পা সজোরে নিজের হাত ছিনিয়ে নিল।

লেবেডেফ বিরক্ত হয়ে বলল, জো. মেয়েটিকে জ্বালাতন কর না।

হোয়াই, পার্টনার, ব্যাটল বলল, আমি কি তোমার থিয়েটারের অর্ধাংশের মালিক নই? তবে তোমার থিয়েটারের অভিনেত্রীর উপর অর্ধেক ভাগ বসাতে গেলে তোমার আপত্তি কেন? তুমি ত এতদিন একে ভোগ করলে, এবার আমার পালা।

লেবেডেফ বলল, শোন, জো চম্পা সে রকম স্ত্রীলোক নয়।

একেবারে হিন্দু সতীসাধ্বী, ব্যঙ্গ করে বলল, ব্যাটল। তুমি কি বিশ্বাস করতে বল?

চম্পা মরিসনকে ভালবাসে। সে একমাত্র মরিসনেরই প্রতি অনুরক্ত। লেবেডেফ বলল।

ঘৃণাভরে ব্যাটল বলল, সেই নরকের কীট! সেই গর্ভস্রাব! তবে আমি ত আগেই মাগিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব ঐ কুকুরটার কাছ থেকে। কাম অন ডার্লিং। কাম ইন টু দি গ্রীন রুম।

ব্যাটল আবার চম্পার হাত ধরে টানতে গেল। চম্পা হাত সরিয়ে নিয়ে যথাশক্তি চপেটাঘাত করল ব্যাটলের গালে। তার গাল লাল হয়ে উঠল। ক্রোধে ফেটে পড়ল ব্যাটল। সে গর্জন করল। ইউ ডার্টি ব্ল্যাক্ বিচ। তোর সাহস ত কম নয়. তুই একজন জেন্টল ম্যানের গায়ে হাত তুলিস? তোকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। এইখানে সবার সামনে তোকে বিবস্ত্র করে তোর সর্বনাশ করব।

হিংস্র আক্রোশে ব্যাটল ছুটে গেল চম্পাকে ধরতে কিন্তু লেবেডেফ দ্রুতপদে তার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিল।

সরে যাও, পার্টনার, ব্যাটল গর্জে উঠল, সরে যাও। আমি ওকে এখানেই উপভোগ করব।

লেবেডেফ চেঁচিয়ে উঠল, এই দারোয়ান, বন্ধ কর এই সব কাণ্ড-কারখানা।

কিন্তু দেশীয় ভৃত্যেরা সাহেব-মনিবদের রকম দেখে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার উপর সামনে তরবারি-ধারী মদমত্ত সাহেব। ভৃত্যেরা এক পাও অগ্রসর হল না। ব্যাটলের একজন সঙ্গী জ্বলন্ত বাতি দিয়ে সীনের এক অংশে আগুন লাগিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

লেবেডেফ নিজেই ছুটে গেল ব্যাটলের দলবলকে বাধা দিতে। কিন্তু ব্যাটলের আর এক সঙ্গী একটি মদের বোতল দিয়ে মারল লেবেডেফের মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে ভাঙ্গা রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়ল লেবেডেফ।

যখন জ্ঞান হল লেবেডেফ চেয়ে দেখল সে শুয়ে রয়েছে সাজঘরে একটি টেবিলের উপর। অনেক লোকের ভিড়। সামনে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রয়েছে চম্পা। কুসুমও ছিল। একটি ঝালর-দেওয়া পাখা দিয়ে সে লেবেডেফের মাথায় বাতাস করছিল। লেবেডেফের মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। পটি দিয়ে মাথা বাঁধা। গোলোকনাথ দাস বিজ্ঞের মত লেবেডেফের নাড়ি দেখছিল। সে আশ্বাস দিয়ে বলল, কোনও ভয় নেই সাহেব, মাথায় জোরে লেগেছিল। একটু আধটু কেটে গেছে, অল্পেই সেরে যাবে। আঘাতের তাড়সে জ্বরজাড়ি আসেনি যখন, তখন কোন ভয় নেই।

লেবেডেফের মনে পড়ল ব্যাটল আর দলবলের নির্মম ধ্বংস কাণ্ডের কথা। অবাক হল লেবেডেফ। কেন এই কাণ্ড? লেবেডেফ ত শুধু চম্পার সম্মান রাখতে গিয়েছিল। তার জন্যে ব্যাটল সমস্ত মঞ্চ, দৃশ্যপটগুলি তচনচ করে দেবে, কেন? কেন?

গোলোক বলল, ডাকাতগুলোকে বিদেয় করা হয়েছে। তুমি আঘাত খেয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চম্পার চিৎকারে হতভাগা দারোয়ান-চাকরদের হুঁস হল। আসল মনিব মার খাচ্ছে দেখে তারা ক্ষেপে

উঠল। হাতের কাছে যে যা পেল তাই দিয়ে ব্যাটল আর দলবলকে মার দিল। ব্যাটলের তরোয়ালের খোঁচায় মশালচীর কাঁধটায় কেটে গেছে, ভয় নেই। দারোয়ানেরা দলে ভারী ছিল। তারা তরোয়াল কেড়ে নিল, শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়াতে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ব্যাটল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। তারাও কম মার খায়নি চাকরদের হাতে। চাকরগুলো অতিকষ্টে আগুন নেভাল।

স্টেজের কি অবস্থা? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

সে কথা না জিজ্ঞাসা করাই ভাল, জগন্নাথ বলল, সব আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

চম্পা দুঃখ করে বলল, আমি অপয়া হতভাগিনী। আমার জন্যেই ত এই সব কাণ্ডকারখানা হল।

কুসুম বলল, তুই মিথ্যে দুঃখু করছিস চম্পা। তোর কোনও দোষ নেই। দোষ ষোল আনা আমার।

চম্পা বলল, তোমার দোষ কি করে, কুসুমদি?

আমি ত আজ সকালেই শুনলুম আমার বাবুর কাছে, কুসুম বলল, আজই বেঙ্গালী থিয়েটারের একটা কাণ্ড হবে।

জগন্নাথবাবু কি করে আগে থেকে জানল? চম্পা জিজ্ঞাসা করল।

ঐ ক্যালকাটা থিয়েটারের লালমুখোদের সঙ্গে বাবুর আজকাল খুব দহরম মহরম। সেখানেই বাবু শুনে এল যে বেঙ্গালী থিয়েটারকে চুরমার করে দেওয়া হবে। আমি একথা জানতে পেরে যদি তখনই ছুটে এসে আমাদের সাহেবকে সাবধান করে দিতুম তবে এই কাণ্ড ঘটত না। আমি কি জানি যে এত তাড়াতাড়ি একটা লংকাকাণ্ড ঘটে যাবে?

লেবেডেফ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ক্যালকাটা থিয়েটারে চক্রান্ত হয়েছিল বেঙ্গালী থিয়েটার চুরমার হবে?

তাই ত শুনলুম সাহেব, কুসুম বলল, ঐ যে তোমার অংশীদার।

লেবেডেফের মন তরঙ্গিত হল। চোখের সামনে তিলে তিলে গড়া একটা মায়ারাজ্য আজ যেন শ্মশানভূমি। হাজার হাজার সিক্কা টাকা বরবাদ। বহু জিনিষ মেরামতের সম্পূর্ণ অযোগ্য। নতুন করে গড়তে হলে হাজার হাজার সিক্কা টাকা চাই। কোথায় টাকা! চোখের সামনে যে তাণ্ডব হয়ে গেল, তার জন্যে কোনও দৈবদুর্বিপাক দায়ী নয়। দায়ী জঘন্য মানুষের কুটিল চক্রান্ত। কি দারুণ কপটতা, কি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা!

লেবেডেফ গর্জন করে উঠল, শহর কলকাতায় কি আইন আদালত নেই? আমি ওদের উচিত শিক্ষা দেব।

কিন্তু বৃথাই তার সংকল্প। পরদিন আহত লেবেডেফ সোজা এটর্নী উইল ম্যাকনারের অফিসে পরামর্শের জন্যে হাজির হল। ম্যাকনার অত্যন্ত নিরুৎসাহে তাকে বসতে বলল। লেবেডেফ ঘটনা সংক্ষেপে জানাল। কিন্তু ম্যাকনার তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিল না। সে বলল, মিঃ লেবেডেফ, জো ব্যাটল আগেই আমাকে সব খবর জানিয়েছে, দোষটা তোমার। ব্যাটল তোমার অংশীদার, তার কাজে বাধা দেওয়া উচিত হয় নি।

কি কাজ? লেবেডেফ বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, থিয়েটারের সাজ-ঘরে এক অভিনেত্রীর সর্বনাশ সাধন করা?

ব্যাটল শুধু নগ্নচিত্র আঁকতে চেয়েছিল। ম্যাকনার বলল, মেয়েটিও সতী-সাধ্বী নয়। তোমার গায়ের জ্বালা ধরল কেন?

আমি—আমি মেয়েটিকে পছন্দ করি।

সে আমি জানি, ম্যাকনার বলল, ঐ চোর মেয়েটির জন্যে তুমি আমায় লালবাজারের লকআপে নিয়ে গিয়েছিলে। সেই তোমার বেঙ্গালী থিয়েটারের নায়িকা। ও রকম দেশী মেয়েছেলে পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। তাকে নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে কলহ করা সাজে না।

লক্ষ টাকা দিলেও চম্পার মত মেয়েকে কেনা যায় না। লেবেডেফ বলল।

হো হো করে হেসে উঠল ম্যাকনাব। বলল, মনে হচ্ছে তুমি ঐ কালো মেয়েটির প্রেমে পড়েছ।

সে কথা যাক। লেবেডেফ বলল, জোসেফ ব্যাটল আমার জিনিষ-পত্র তচনচ করল। তার প্রতিকার কি?

তোমার জিনিষ নয়, ম্যাকনাব বলল, দুজনের জিনিষ। যৌথ সম্পত্তি। ব্যাটল তোমার অংশীদার।

ব্যবসায়ে অংশীদার, লেবেডেফ বলল, থিয়েটারের বাড়ী আর জিনিষ পত্রে নয়। তোমারই তৈরী পার্টনার শিপ ডীডের শর্তগুলি ভুলে গেছ?

সম্পত্তির অধিকার সাপেক্ষ, ম্যাকনাব বলল, কিন্তু তুমি ব্যাটলকে সীন আঁকতে বলেছ, রঙ্গমঞ্চের উন্নতি করতে বলনি

সে সব ধ্বংস করেছে।

সে বলে পচা মাল নষ্ট না করলে নতুন তৈরী করা যায় না।

আমি ওসব বাজে ওজর শুনতে চাই না। আমি নালিশ করব।

লম্বা মামলা চলবে। কত পয়সা আছে তোমার কাছে? লড়তে পারবে ব্যাটলের সঙ্গে, ওর পিছনে রয়েছে লে ভয়ার্থ।

কত খরচা হবে?

ঠিক বলা যায় না। মামলা চললে অনেক টাকা লাগবে। কয়েক হাজার সিক্কা টাকা। অংশীদারের বিরুদ্ধে যৌথ সম্পত্তি নষ্ট করবার অভিযোগ টিঁকবে কি না সন্দেহ। পারবে কয়েক হাজার সিক্কা টাকা বার করতে?

কয়েক হাজার? লেবেডেফ বলল, তোমাদের আদালতে দরিদ্র কি সুবিচার পায় না?

আমাদের বিচার পদ্ধতির ত্রুটি ধর না, ম্যাকনাব বিরক্ত হয়ে বলল। তুমি বিদেশী বাশিয়ান, আমাদের দয়ায় শহর কলকাতায় করে খাচ্ছ। তোমার স্থান ভুলে যেও না। নালিশ করতে চাও ত অন্তত পাঁচশ সিক্কা টাকা অগ্রীম জমা দিয়ে যাও আমার অফিসে

তারপর তোমার কাগজপত্র তৈরী করব।

পাঁচশ সিক্কা টাকা! লেবেডেফ বলল, মিস্টার ম্যাকনাব, কিছু কম হয় না।

এটা আমার অফিস। ম্যাকনাব বলল, এটা মেছোহাটা নয়, মামলা নিয়ে মাছের দর করা যায় না।

অত টাকা আমার হাতে নেই। আর ধার করে জোগাড় করা সম্ভব নয়।

তবে মামলার আশা ছেড়ে দাও।

পরামর্শ দেবার জন্যে কিছু ফি নিতে ছাড়ল না ম্যাকনাব। লেবেডেফ হতাশ হয়ে ম্যাকনাবের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। আদালতের দ্বারদেশে ব্যারিস্টার জন শ'র সঙ্গে দেখা। শ সহানুভূতি জানাল কিন্তু মামলা না করার পরামর্শ দিল। জিদ চেপে গিয়েছিল লেবেডেফের। কোথায় টাকা পাওয়া যায়? কর্নেল কিডের বাংলোয় হাজির হল সে। কিড কয়েক হাজার টাকা ধার করেছে তার কাছ থেকে। কিছুতেই উপুড় হস্ত করছে না। এবারও করল না। শুধু তার পিঠ চাপড়ে বলল, ভয় পেও না। গ্যাম রোওয়ার্থ আর ব্যাটলকে ধমক দিয়ে দেব যাতে ওরা তোমাকে আর বিরক্ত না করে। কেন মিছে মামলা করবে? মামলায় হার জিতের কথা বলা যায় না। আমি বরং চেষ্টা করব ব্যাটলের কাছ থেকে কিছু টাকা আপোষে তোমায় পাইয়ে দিতে।

কিন্তু লেবেডেফ কৃপাপ্রার্থী নয়। সে ভিক্ষা করে কিছু সিক্কা টাকা পকেটে পুরতে চায় না। সে তার নিজের অধিকারের জোরে খেসারত দাবী করতে চায়। নিরুপায় হয়ে লেবেডেফ প্রধান বিচার-পতি সার রবার্ট চেম্বার্সের বাড়াতে দেখা করতে গেল। লেডি চেম্বার্স একজন সংগীতজ্ঞা মহিলা। তিনি লেবেডেফের গুণগ্রাহিণী। বিচারপতি পার্টিতে গিয়েছিলেন। লেডি চেম্বার্স সদয় মনে সব কথা শুনলেন। কিন্তু বললেন, তাঁর নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

লেবেডেফ যেন পত্রযোগে বিচারপতিকে জানায়।

পত্র লেখার সংকল্প নিয়ে লেবেডেফ যখন গৃহে ফিরে এল, দেখল তার প্রতীক্ষায় অনেকেই অপেক্ষা করছিল। এরা সব পাওনাদার।

ওরা কোথায় খবর পেয়েছিল, সাহেবের থিয়েটার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তাই তারা ছুটে এসেছিল টাকার তাগাদায়। লেবেডেফ নিজের দেনদারদের কাছ থেকে এক পয়সা আদায় করতে পারল না। অথচ নিজের পাওনাদারদের মধ্যে [illegible] কে এক উইলিয়াম হথ লেবেডেফের কাজ করে দেবার পারিশ্রমিক স্বরূপ কয়েক শ টাকা দাবী করেছে। সে লোকটাকে চেনে না পর্যন্ত, কাজ দেওয়া ত দূরের কথা। মিথ্যা দাবি। নিশ্চয় এর পিছনেও বোওয়ার্থের চক্রান্ত আছে। কর্মচারী সেলবিকে এ চিঠির উপযুক্ত জবাব লিখে দিতে বলল লেবেডেফ। অন্য প্রত্যেক পাওনাদারদের আশ্বাস দিল, বলল, আমার শেষ কপর্দক পর্যন্ত দিয়ে তোমাদের পাওনা গণ্ডা যথাসাধ্য মিটিয়ে দেব।

হরিরাম অতি নাছোড় পাওনাদার। সে বলল, যথাসাধ্য কি সাহেব? আমার পুরো টাকা না মিটালে আমি ছেড়ে কথা কইব না। দেনার দায়ে জেলে পাঠাবার আইন আছে একথা নিশ্চয় জানা আছে আপনার।

তর্ক করবার মত শরীর ও মনের অবস্থা নয়। লেবেডেফ বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার যা খুসি কর। আমি এক কানাকড়িও তোমায় দেব না।

হরিরাম বলল, তবে আদালতে দেখা হবে। লালবাজারের পুলিসের ফাঁড়ি নিশ্চয় শ্বশুর বাড়ী নয়।

অন্যেরা চিৎকার করল। সাহেব আমাদের টাকার কি হবে?

পাবে, পাবে, নিশ্চয় পাবে।

একজন বলল, মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজে না সাহেব। পাবে পাবে অনেক দিন ত করলে। কদিনের মধ্যে দেবে বলে ফেল।

সাত দিন, ঝোঁকের মাথায় লেবেডেফ বলল সাত দিনের মধ্যে তোমাদের টাকা মিটিয়ে দেব।

জন কয়েক অবিশ্বাসের হাসি হাসল। একজন টিপ্পনী কাটল, সাহেবের থিয়েটারে লাল বাতি জ্বলছে, আইন আদালত না করলে এক কানা কড়িও পাবে না।

বিরক্ত হয়ে লেবেডেফ বলে বসল, ঐ থিয়েটারের ইট কাঠ জানালা দরজা বিক্রী করেও তোমাদের দেনা শোধ দেব। আমি রুশ, আমি প্রতারক নই।

পরদিন গোলোকনাথ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে করে এল। সবাই মিলে ধরে পড়ল, সাহেব, এস আবার আমরা বাংলা থিয়েটার করি। চম্পা বলল, আমি এক পয়সাও নেব না। কুসুমও বিনা পয়সায় কাজ করতে রাজি। সে জগন্নাথ গাঙ্গুলিকে ছেড়ে দিয়েছিল। লোকটা বেজায় কঞ্জুস। তা ছাড়া লেবেডেফের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দরুণ তার সঙ্গে প্রায়ই কুসুমের খিটিমিটি হত। কুসুম জগন্নাথের চেয়ে উঁচু স্তরের বনেদী ধনীর অংকশায়িনী হয়েছিল। তার নতুন বাবু হৃষীকেশ মল্লিক খুসী মনে কুসুমকে থিয়েটারে গাইতে অনুমতি দিয়েছিল। এতে বাবুর সামাজিক পদমর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। নীলুমবুব ব্যাগোব ইংলিশ থিয়েটারের স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে বলল, আপনি আমার রিলিজিয়ান-ফাদার, সাহেব। আমাদের নেকি নেকি ব্র্যাকি গেল ই ভাল। ঐ মোমের মত মেমের দল গলে উবে গেছে। যাক, ভাল ই হয়েছে। আসুন আমরা আর একবার লড়ে যাই। রাঙামুলোদের দেখিয়ে আমাদের হিম্মৎ।

কিন্তু মন ভেঙ্গে গিয়েছিল লেবেডেফের। সে রাজি হল না। থিয়েটার করব বললেই হয় না। সে যে উচ্চ প্রয়োগশিল্পের পরিচয় দিয়েছিল, তার যোগ্য অভিনয়-অনুষ্ঠান যদি উপস্থিত করা না যায় তবে দুর্ণাম রটে যাবে। খ্যাতির শিখরে অবসর গ্রহণ করাই বিধেয়। নতুবা যারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা নিন্দায় শতমুখী নিয়ে তাড়া করবে। তাছাড়া অর্থের সম্বল যৎসামান্য। মারমুখী পাওনাদারদের তাগিদ। নতুন করে ধার পাওয়া সম্ভব নয়। নতুন করে সীন আঁকা,

নতুন করে মঞ্চ বাঁধা কি করে হবে? থিয়েটার শুধু একার কাজ নয়। মঞ্চ, দৃশ্যপট, আলো, বাদ্য, অভিনয়, নাটক, প্রযোজনা—সব কিছু মিলিয়ে থিয়েটার। কোন একটি নীরেস হলে রসবিচ্যুতি ঘটবে। না—আর থিয়েটার নয়।

একটি মাত্র আশা, প্রধান বিচারপতি সার রবার্ট চেম্বার্সকে চিঠি লেখা। সব কথা সংক্ষেপে লিখল লেবেডেফ। লিখল কর্নেল কীড আর মিস্টার গ্লাডউইনের কাছে মোটা টাকা পাওনার কথা। সেই টাকা আদায় হলে সব দেনা শোধ হয়ে যায়।

চিঠির উত্তর এল। দাবীদাওয়ার ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির কিছু করণীয় নেই। প্রধান বিচারপতি আইন দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বে-আইনী কাজ করছেন, সে কথা সাহেবী মহলে কি আর অজানা আছে? কোন একটি বাজারে বেনামীতে তিনি অংশ নিয়েছেন। সেই বাজার-সম্পর্কিত মামলা তিনি নিজেই বিচার করেছেন। রোগশয্যা থেকে বিচারপতি হাইড-কে টেনে নিয়ে এসে বসিয়েছেন বেঞ্চে বাজারের মামলার বিচারের জন্যে। বিচার না প্রহসন! সবাই ছি ছি করছে। তিনিই আবার লেবেডেফকে আইনের সাহায্য নিতে বলেছেন।

না, আইন আদালত সে করবে না। (খৃষ্ট বলেন কেউ যদি মামলা করে তোমার কোটের জন্যে, তাকে ক্লোকটিও দিয়ে দাও। নইলে আইনজীবীরা এসে তোমার শার্টও কেড়ে নেবে

লেবেডেফ কথা দিয়েছে সাত দিনের মধ্যে দেনা শোধ করবে। কোথায় টাকা? ঐ থিয়েটারের ইট কাঠ জানলা দরজা বিক্রী করে সে ঐ টাকা তুলবে।

লেবেডেফের বেঙ্গালী থিয়েটারে নতুন করে ভিড় জমে গেল। প্রচুর জন সমাগম। এবার কিন্তু দর্শকের ভিড় নয়। ভিড় নয় রসগ্রাহী শ্রোতার। ভিড় ইট-কাঠ-পাথরের নীরস ক্রেতার। ভাঙ্গাই-

ওয়ালার মজুরদের সাবলের ·ঘায়ে খসে পড়তে লাগল চূণ সুরকি। এক এক খানা করে ইট বেরিয়ে আসতে লাগল। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভাল ভাল ইট। ঝাড় লণ্ঠন মাটিতে লুটিয়েছিল ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার অপেক্ষায়। সীনের ফ্রেম, মঞ্চের কাঠ, দেয়াল থেকে খুলে ফেলা জানলা দরজা, অভিনেতৃগণের পোষাক-আশাক, বাক্স-তোরঙ্গ, কুসি-কেদারা, নানা বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। যে থিয়েটার দিনের পর দিন লেবেডেফ নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিল। সেই থিয়েটারই আজ সে নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভেঙ্গে ফেলছিল।

দালাল পাঠিয়ে টমাস রৌওয়ার্থ থিয়েটারটি কিনে নেবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু লেবেডেফ ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। প্রবঞ্চক স্বার্থপর হীন কুচক্রীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক সে রাখবে না। তার নিজের হাতে গড়া ঐ সাধের থিয়েটারে ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিকেরা নতুন করে থিয়েটার বসাবে নৃত্যগীত, অভিনয় বাদ্য করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হবে এ অপমান লেবেডেফ সইতে পারবে না। যুদ্ধে সে পরাজিত, কিন্তু শত্রুকে স্বীয় রাজ্যে যুদ্ধ জয়ের ফল ভোগ করতে দেবে না। পুড়িয়ে খাক করে দেবে মাটি। শত্রু জয়ের আনন্দ পেলেও ভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। রণশাস্ত্রে এই নীতি সর্বজন-বিদিত। লেবেডেফ ঐ পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করবে। তাই অযথা কালক্ষেপ না করে সে নিজের গড়া থিয়েটার বাড়ী থেকে প্রতিটি ইট খুলে ফেলে জলের দরে বিক্রী করিয়ে দিচ্ছিল। হাঁ, জলের দরেই। তার বিপদের দিনে দাঁও মারবার তালে চতুর ব্যবসায়ীরা ভিড় করেছিল মূল্যবান সব সামগ্রী জলের দরে কিনে নেবে।

মাত্র সাতদিন সময়। পাওনাদারদের টাকা শোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে। মাত্র সাত দিনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে সে নিজেকে ঋণ মুক্ত করবে। যদিও কর্নেল কীড্, গ্লাডউইন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকেরা তার কাছে অনেক টাকা ধারে, অনেক

দাবীদাওয়া সত্ত্বেও তারা এক কপর্দকও শোধ দিল না। কিন্তু লেবেডেফ নিজের পাওনাদারদের বিমুখ করবে না। আর করতে চাইলেই বা তারা ছাড়বে কেন? লেবেডেফের জন্যে লাল বাজারের গারদের দ্বার ত খোলা আছে। একখণ্ড দরখাস্ত আর দেনদারের জেল।

গোলোকনাথ দাস পরামর্শ দিল, কীড্ গ্লাড্উইনের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দাও। কিন্তু সে অসম্ভব। মোটা টাকার জন্যে নালিশে মোটা ফি দিতে হবে। লেবেডেফ প্রায় কপর্দকশূন্য।

ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, হাত চালাও। থিয়েটার বাড়ী ভেঙ্গে টুকরো টুকরো কর, ইট-কাঠ-পাথর, জানলা-দরজা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে জলের দরে বেচে দাও। ঝপ ঝপ করে শাবলের আওয়াজ হচ্ছিল, হুড়মুড় করে বালি সুরকি খসে পড়ছিল। লাল ধুলো আকাশ রাঙিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু লেবেডেফের মনে রংএর লেশমাত্র ছিল না। কঠিন হৃদয়ে ইট-কাঠের কাঠিন্য নিয়ে কারবার করছিল। স্রেফ লোকসানের কারবার। নিজের মানসম্ভ্রম ইজ্জত বাঁচাবার এই একমাত্র পথ। ডুবন্ত জাহাজ থেকে যাত্রী প্রিয়বস্তু সমুদ্রে ফেলে হালকা হয়ে প্রাণ বাঁচাতে চায়। লেবেডেফ সেই রকম নিজের মান বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল

মাত্র সাতদিন সময়। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল যেমন যেমন টাকার আমদানি হয় লেবেডেফ তেমন তেমন পাওনাদারদের শোধ করে। থিয়েটার বাড়ী মাঠ হয়ে গেল। শুধু মাটি আর ভাঙা ইটের স্তূপ আর কি সম্বল? কিছুই না। কিন্তু ঋণের শেষ হল না।

মাত্র দুশো সাতাশ টাকার দায়ে হরিরাম পরোয়ানা বার করাল। লেবেডেফ লালবাজারের ফাটকে আটক রইল।

অফুরন্ত সময় জেল খানায়। সময় যেন নিশ্চল পাহাড়। মনের মধ্যে গুরুভার হয়ে চেপে বসে সময়। সাধারণ দাগী আসামীদের সঙ্গে

মিস্টার গেরাসিম লেবেডেফ, রাশিয়ার নাগরিক, খ্যাতনামা বাদ্যকর, প্রথম বেঙ্গালী থিয়েটারের প্রযোজক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতির ধারক। সেই সব সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে লালবাজারে লেবেডেফ। কয়েক মাস আগে এই জেলে সে একবার এসেছিল। তখন শহরের নামজাদা বাদ্যকর হিসাবে খাতিরও পেয়েছিল। এসেছিল একটি দেশী রমণীর মুক্তির সন্ধান করতে। খাঁচারথে করে সে মেয়েটি শহর প্রদক্ষিণ করে এসেছিল। তাকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল লেবেডেফের মনে। কিন্তু এখন সে নিজেই ফাটকে আটক। মেয়েটি চোর নয়। তবু চোর অপবাদে শাস্তি পেল। লেবেডেফ নিঃস্ব নয়, তবু নিঃস্বের মত সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে জেলে আটক রইল। কীড গ্লাডউইন যদি কিছু টাকাও শোধ করত, লেবেডেফ সমস্ত দেনা উশুল করে নতুন জীবন শুরু করতে পারত। কিন্তু পরহস্ত গতং ধনম্! ওয়ার্ডারকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে কাগজ কলম আনিয়ে লেবেডেফ ব্যারিস্টার জন শ'কে চিঠি লিখল। সামান্য মাত্র টাকার দাবী, সে দাবীও ভিত্তিহীন, অবিলম্বে জামিনের ব্যবস্থা কর।

ব্যারিস্টার জন শ লোকটা মন্দ নয়, দেশী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসবাস করে, ডাচদের এলাকায় মশলার ব্যবসা নিয়ে ফাটকা খেলে, হাতে টাকা থাকলে দিলদরিয়ার মত খরচা করে। সে হয়ত লেবেডেফের জামিন দাঁড়াতে পারে।

লেবেডেফ মুক্তি পেল দুদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করবার পর। তাহলে জন শর কাছে চিঠি লেখায় সুফল হয়েছিল। জেলার বলল, আপনি এখন মুক্ত। যে দেনার দায়ে আপনার ফাটক বাস, সে দেনা শোধ হয়ে গেছে।

তা হলে জামিন নয়?

না ঋণ শোধ।

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল লেবেডেফের মন। জন শ সত্যিই মহৎ বন্ধুর কাজ করেছে। শুধু জামিনের ব্যবস্থা করে নি, একেবারে ঋণ

শোধ করে দিয়েছে।

জেলের ফটকের কাছে অপেক্ষা করছিল সেল্‌বি আর গোলোক-নাথ দাস। এই দুঃখের দিনে ওরা ছেড়ে যায়নি। ওরা ভাড়াটে গাড়ী নিয়ে এসেছিল লেবেডেফকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে।

গাড়ীর মধ্যে অপেক্ষা করছিল চম্পা।

খুব কষ্ট হল তোমার? চম্পা জিজ্ঞাসা করল।

না এমন আর কি? লেবেডেফ বলল।

আমি ভুক্তভোগী, চম্পা বলল, আমি জানি ফাটকবাসের কি যন্ত্রণা!

মিস্টার জন শ'র দয়ায় মুক্তি পেলুম, লেবেডেফ বলল, তাকে চিঠি লিখেছিলুম, সেই ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে মুক্তি দিল।

সেলবি বলল, না, মিস্টার শ কিছুই করেননি। আপনার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। দুঃখ করে বললেন ডাচ এলাকায় ব্যবসায়ে তাঁর ভারী লোকসান হয়েছে, তিনি জামিনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারবেন না। আমাদেরই ব্যবস্থা করতে বললেন।

কি ব্যবস্থা করলে? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল, কে আবার ধার দিল?

সেলবি একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, আমার বলা বারণ ছিল কিন্তু আপনার কাছে গোপন করা অন্যায় হবে। মিস্ চম্পা এই এই টাকা দিয়েছেন।

চম্পা! তুমি একসঙ্গে এত টাকা দিলে? লেবেডেফ বলল।

এ আর কি করেছি, চম্পা আরক্ত আননে বলল, আমি জানি ফাটক বাসের যন্ত্রণা।

ছি ছি, তুমি এই টাকা দিতে গেলে কেন?

তোমারই টাকা, সাহেব, চম্পা বলল। তুমি যে সোনার তুলসী-দানা আমায় উপহার দিয়েছিলে সেইটা বেচেই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করালুম।

লেবেডেফের চক্ষু তৎক্ষণে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে॥

শিক্ষক গোলোকনাথ দাস গীতা পাঠ করছিল আব লেবেডেফ নিবিষ্ট মনে শুনছিল। দুঃখে যাব মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যার স্পৃহা নেই, যার অনুবাগ ভয় ক্রোধ নেই, সেই স্থিরমনা লোককেই ত মুনি বলে। গোলোক অনুবাদ করল। লেবেডেফ অভিনিবেশ সহকারে তা লিখে নিল।

না, লেবেডেফ হিন্দুদেব মুনিপদবাচ্য কখনই হতে পারবে না। দুঃখে তাব মন উদ্বিগ্ন। শহব কলকাতাব খ্যাতনামা বাদ্যকর, প্রথম বেঙ্গালী থিয়েটারেব প্রতিষ্ঠাতা-প্রযোজক স্বার্থপর কুচক্রী ইংরেজদের চক্রান্তে আজ একেবারে নিঃস্ব। ভবিষ্যৎ ত দূরের কথা বর্ত্তমান চলে কি করে ঠিক নেই। থিয়েটাব নষ্ট হয়ে গেল। বাজনার দল ভেঙ্গে গেল, এখন শুধু সাহেব সুবো দেশী ধনীদের পার্টি আর উৎসবাদিতে অনিশ্চিত ডাকেব উপব নির্ভর করতে হয়। ভগ্নহৃদয় লেবেডেফের বেহালায পুবাতন সুরের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয় না। সুখ সে চায়, প্রাণ ভবে সুখ চায়, ইংবেজ সমাজে এই বিদেশী আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না একথা নিশ্চিত। লেবেডেফ তাই শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সাহিত্যে নিজেকে নিবিষ্ট করল। ভারত চন্দ্র রাযেব বচনা বিদ্যাসুন্দর বাস্তবিক সুন্দব! কি তার শব্দের অনুরণন! লেবেডেফ রুশ ভাষায় তার অনুবাদ করল। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পব দিন বস-সাগরে ডুব দিয়ে বেড়াল। সংস্কৃত আর রুশভাষায মধ্যে কত সৌসাদৃশ্য। সাম্রাজ্য লোভী বণিক ইংরেজ সংস্কৃত ভাষার বসমাধুর্য কি বুঝবে? তাদের লক্ষ্য শাসন আর শোষণ! এরই প্রয়োজনে যেটুকু দেশীয় ভাষা শেখা, শুধু ততটুকু এরা শিখবে! সাব উইলিয়াম জোনস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত-লিপি

সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন লেবেডেফ তা মেনে নিতে পারে না। অথচ লেবেডেফের মতামত ইংরেজ বিদ্বৎসমাজে অস্বীকার করে। বিদেশী বলেই কি তার মতামতকে ওরা উড়িয়ে দিচ্ছে? প্রাচ্য ভাষার নতুন এক ব্যাকরণ রচনা করেছে লেবেডেফ। সেটাকে প্রকাশ করাতে হবে। কয়েক বৎসর পূর্বে একখণ্ড রচনা পুস্তকাকারে রুশভাষায় মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যাকরণটি ইংরেজিতে প্রকাশ করতে হবে যাতে তার পাণ্ডিত্য ইংরেজ সমাজেও প্রতিষ্ঠিত হয়, লোকে জানুক লেবেডেফ শুধু বাদ্যকর নয়, পণ্ডিতও।

কিন্তু ভাষা-সাহিত্যের রসসাগরে ডুব দিয়েও লেবেডেফের সুখ কই? যে লোক শহর কলকাতায় বছরে প্রায় পাঁচ হাজার রুবলের মত আয় করত, সে আজ প্রায় কপর্দকহীন। সমাজে বাস করতে গেলে অর্থ চাই। ঐশ্বর্য চাই। ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীরা প্রাচ্যদেশ থেকে ছলে বলে কৌশলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অর্জন করছে। দেশে ফিরে গিয়ে নবাবের মত ভোগবিলাসে শেষ জীবন অতিবাহিত করছে। শুধু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নয় সাধারণ ইংরেজ পর্যন্ত অর্থসঞ্চয়ে তৎপর আর লেবেডেফ রঙ্গালয়ের মাদক আকর্ষণে তার উপার্জিত অর্থ দুহাতে বিলিয়ে আজ রিক্ত-সর্বস্ব। ঐ রঙ্গালয় থেকেই সে ধনী হতে পারত যদি কুটিল ইংরেজের কপটতা তার সর্বনাশ না ঘটাত। জোসেফ ব্যাট্ল্ আর তার দলবল স্বার্থসিদ্ধি করে আবার রোওয়ার্থের সঙ্গে ভিড়েছে, ক্যালকাটা থিয়েটার আবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবে চালু হয়েছে। না, লেবেডেফ ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাবেই। মরিসনের কথা মনে পড়ল। ছোকরার কোনও খোঁজখবর নেই। নারী-সঙ্গ লোভী মদ্যপ ইংরেজ যুবক ভাগ্যান্বেষণে সব কিছু ত্যাগ করে উধাও হল। কোথায় গেল তার তারল্য? কোথায় গেল তার চটুলতা? লেবেডেফও ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাবে। ঐ ত সংস্কৃত শ্লোকে বলে, লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই বরণ করে, সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না! লেবেডেফ লণ্ডনস্থ রুশ রাজদূত মহামহিমান্বিত কাউন্ট ভোরন্‌সভের

নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে একখানি পত্র রাইনেল-সারক্‌ট নামে জাহাজের এক নাবিকের মারফৎ পাঠিয়ে দিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল। বিলাতে পত্রালাপ করতে কয়েক মাস লাগে।

কদিন হাত প্রায় খালি ছিল। বেহালা বাজাবার আহ্বান এল মিসেস লুসি মরিসনের কাছ থেকে। মিসেস মরিসন লিখেছে, তার বিবাহ-বার্ষিকীতে মিস্টার লেবেডেফ যদি বেহালা বাজান তবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। বিবাহ-বার্ষিকী! যার এক বিবাহ মৃত্যু চুরমার করল, আর এক বিবাহ শুধু নামমাত্র, তার বিবাহ-বার্ষিকীতে বেহালা বাজানর আমন্ত্রণ! পারিশ্রমিক নেবে না ভাবল লেবেডেফ কিন্তু অতটা হৃদ্যতার উপযুক্ত আর্থিক অবস্থা নয়। লেবেডেফ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিল।

বৈঠকখানায় মিসেস মরিসনের বাড়ী লেবেডেফের পরিচিত। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সে বেহালা হাতে ওখানে হাজির হল। বিবাহ-বার্ষিকীর পার্টি। কিন্তু লোকজন কই? বাইরেও গাড়ী ঘোড়া দাঁড়িয়ে নেই। ভিতর থেকেও অভ্যাগতদের কলতান শোনা যাচ্ছে না। তবে কি দিনক্ষণ ভুল হল? কোটের পকেট থেকে আমন্ত্রণ লিপিটা অল্প আলোয় চোখের কাছে নিয়ে এসে সে পড়ে দেখল. কোন ভুল হয় নি। বাড়ীটা অন্ধকারের মধ্যে ভুল করে নি সে। ঠিক জায়গায় সে এসেছিল। তবে?

ফটক ভেজান ছিল। কড়া নাড়তেও কেউ সাড়া দিল না তখন লেবেডেফ নিজেই দ্বার ঠেলে ভিতরে ঢুকল। অন্যদিন ভৃত্য আগন্তুকের সঙ্গে প্রথমে দেখা করে, কিন্তু বাড়াটি যেন জনমানব-শূন্য। কেবল একটি ঘরের জানলা দিয়ে মৃদু আলো চোখে পড়ল।

কোই হ্যায়? লেবেডেফ ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। একি বিবাহ-বার্ষিকীর পার্টি? অতিথি সমাগম নেই। নাচের আয়োজন নেই, ভোজের ব্যবস্থা নেই, আলোর ঔজ্জ্বল্য নেই। সন্দিগ্ধ মনে সে

মূল বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করল।

বেয়ারা!

সাড়া নেই।

কোই হ্যায়?

সাড়া নেই।

মিসেস মরিসন। লেবেডেফ এবার ডাকল।

কাম ইন্, মিস্টার লেবেডেফ, মিসেস লুসি মরিসনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল পাশের আলোকিত ঘর থেকে।

লেবেডেফ শব্দ অনুসরণ করে পাশের ঘরের দরজায় টোকা মারল।

লুসি আবার বলল, কাম ইন।

লেবেডেফ ঘরে ঢুকল। ঘরের মৃদু আলোয় অস্পষ্ট রহস্য। সুসজ্জিত কক্ষ, পুরু গালিচা সোফা কর্সি কেদারা মেজে ঠাসা, সোনালি ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় আয়না, দেওয়ালে ছোট বড় মাঝারি অয়েলপেন্টিং যার বিষয়বস্তু আবছায়ায় দুর্জ্ঞেয়, কড়িকাঠ থেকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছিল যাতে আলোর লেশ মাত্র নেই। দরজা জানালায় ভারি পর্দা। একটি টেবিলের উপরে বড় ঘড়ি, সোনার জলে রং করা দুই নগ্ন নারীমূর্তি হাতে করে তুলে ধরেছিল। সমস্ত ঘরের রহস্যময় অস্পষ্টতা শুধু একটি মাত্র মোমবাতির আলোয় তরল হয়েছিল।

কিন্তু কোথায় লুসি মরিসন?

লেবেডেফ বিস্মিত হয়ে ডাকল, মিসেস মরিসন? কোথায় তুমি?

দরজার পর্দা দুলে উঠল। একটু খসখস শব্দ, পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করল লুসি মরিসন। তার পরণে বিবাহের শুভ্রবেশ। মাথায় সাদা ওড়না, বুকের উপর শ্বেত লেস, কোমর থেকে ফোলা শুভ্র গাউন ভূমি স্পর্শ করেছিল। যেন বাতাসে ভাসা সাদা মেঘের মত লুসি মরিসন ঘরে ঢুকল। মোমবাতির আলোয় তাকে অবাস্তব লাগছিল। সে ঈষৎ জানু মুড়ে কার্টসি জানাল।

কি ব্যাপার, মিসেস মরিসন? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল, আজ

তোমার বিবাহ-বার্ষিকী ! কোথায় আলো, কোথায় লোকজন, কোথায় উৎসব ?

আলো আমার মনে, লুসি বলল, লোকের মধ্যে তুমি, আর তোমার বেহালার সুরে উৎসব।

না, না, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। লেবেডেফ বলল।

সমস্ত নোকর লোকদের সরিয়ে দিয়েছি। আজ তোমায় ডেকেছি এমন এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার প্রিয়তমের সঙ্গে হবে মিলন। সে মুহূর্ত তোমার সুরের আগুনে রাঙা হয়ে উঠবে।

একটু সন্দিগ্ধ হয়ে লেবেডেফ প্রশ্ন করল, তুমি কি অন্য কারুর প্রতীক্ষা করছ ?

নিশ্চয়।

কার ?

আমার প্রিয়তমের। বিবাহ-বার্ষিকী প্রিয়তম-বিহনে পূর্ণ হয় কি ?

তবে কি মিস্টার মরিসন আজ আসছে ?

নিশ্চয়। তাকে আজ আসতেই হবে। তাই ত আমার এই কনের বেশ।

হাতের বেহালা নামিয়ে রাখল লেবেডেফ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোধহয় আবার মিল হল ? ভাল, ভাল। কিন্তু। কিন্তু মনে পড়ল চম্পার কথা। সে হতভাগিনীর কি হবে ? বিষিয়ে গেল লেবেডেফের মন। সবাই শঠ। সবাই প্রবঞ্চক। মরিসন না কি যাবার আগে চম্পাকে বলেছিল, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ? চম্পা না কি বলেছিল যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করব। আর আজ ভাগ্যোন্নতির পরে শ্বেত যুবক তার শ্বেত পত্নীর কাছে ফিরে আসবে কালো প্রেমিকাকে ভাসিয়ে দিয়ে। এরা সবাই শঠ, সবাই প্রবঞ্চক, ভাবল লেবেডেফ।

কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? লুসি বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না যে বব্, আমার স্বামী, আমার কাছে ফিরে আসবে ? আমি সেই

ব্লাক হোরটাকে তার কাঁধ থেকে নামাতে পারলুম না। তুমিও পারলে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত নামল ত? বল, তুমি ত সব খোঁজ রাখ, বল আমার স্বামী আর সেই কেলে মাগিটার বাড়ী যায়?

না।

হেসে উঠল লুসি মরিসন। একটু অস্বাভাবিক হাসি।

আমার স্বামী সেই কেলে মাগিটাব বাড়ী যায় না। লুসি গর্ব ভরে বলল। কেন? কেন? আমি তোমার দ্বারে ধর্ণা দিলুম, অভিনেত্রী হয়ে প্রতিযোগিতায় সেই মাগিটাকে হারিয়ে দেব। তুমি রাজি হলে না। কিন্তু আমি হার মানিনি। সেই ব্লাক হোরটাকে আমার স্বামীর ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছি।

কি করে?

আবার হাসি। খন খনে হাসি বন্ধ ঘবের মধ্যে লুটোপুটি খেল

কি করে আবার? লুসি বলল, বশীকরণ করে।

বশীকরণ করে?

হাঁ, মিস্টার লেবেডেফ, হাঁ, লুসি বিশ্বাসবশে বলল। বৈঠকখানায় অশথ তলায় এক জাগ্রত যোগী থাকে। কত লোক তার কাছে যায়। কারুর বিয়ে হয় নি। কারুর ছেলে হয় নি। কারুর প্রেমিক গলছে না। আমার কামনা সে অর্ধেক পূরণ করেছে, সেই ব্লাক হোরটাকে আমার প্রিয়তমের কাঁধের উপর থেকে নামিয়েছে বাকিটা আজ পূর্ণ হবে। এই শুভ বিবাহ-বার্ষিকীতে আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে আসবে।

তুমি এসব বিশ্বাস কর?

নিশ্চয়, লুসি ঈষৎ উত্তেজিত হল। বিশ্বাস করব না? সর্বজ্ঞ যোগী, সব ক্ষমতা তার, আমার খিদমদগারের বউ ত আমায় তার সন্ধান দিলে। পালকি করে গেলুম তার কাছে। কত লোক যায়। হিন্দু-মুর, হাঁ ক্রীশ্চান। কেউ বিফল হয়ে ফেরে না। আমিও ফিরব না। এই দেখ, আমায় কি পরতে দিয়েছে যোগী?

একটা বিরাট তামার মাদুলী লুসি বুকের মধ্যে থেকে বার করল। কালো সুতোয় বাঁধা সেই মাদুলি গলা থেকে ঝুলছিল। সেটা হাতে নিয়ে লুসি বলল, কি আছে জান এতে ?

কি ?

কুমারের দাঁত। সুন্দর বনের কুমীর, তার কামড়ে একবার পড়লে কারুর নিস্কৃতি নেই। সেই কামড় লেগেছে আমার স্বামীকে। সে আজ সুড় সুড় করে আসবে।

লুসি মরিসনের মাথার ঠিক আছে ত ? সন্দেহ হল লেবেডেফের। এদেশে তাবিজ-মাদুলি, কবচ-মাদুলি, ঝাড় ফুঁক খুবই চলে। লোকে বিশ্বাস করে। তা বলে এই শ্বেত রমণীও বিশ্বাস করবে ? ভাবতে পাগল লেবেডেফ।

এখনও অবিশ্বাস ? লুসি বলল, তাই বুঝি চুপ করে আছ ? সাতটা বাজবে, ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামী আসবে। আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেহালায় সুর দেবে মধুর সুর, উত্তেজক সুর, মাতাল-করা সুর, পারবে না ?

নিশ্চয় পারব। কিন্তু বাজল ক'টা ?

ঘড়ি দেখল লুসি, উত্তেজিত হয়ে বলল, না, আর মিনিট দশেক বাকি আছে। মিস্টার লেবেডেফ আর সময় নেই। তৈরী হও। তোমার বেহালা বার কর, সুর দাও, শুভ মুহূর্ত যেন বিফল না হয়।

লুসি চঞ্চল হয়ে ছটপট করতে লাগল। একবার সে দরজার কাছে গেল। একবার জানলার কাছে, একবার সোফায় বসল, আবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াল। পাউডার ঘসে দিল মুখে নাকে চুলে। কেমন যেন তার অস্বাভাবিক উদ্ভ্রান্ত ভাব।

লেবেডেফ বেহালা বার করে টুং টাং বাজাল। ছড় দিয়ে সুর ধরল। বহু জায়গায় বহু অবস্থায় সে বাজনা বাজিয়েছে কিন্তু এরকম রহস্যময় পরিবেশ তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। ঝাড়ফুঁক তাবিজ কবচে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই শ্বেত রমণীর বিশ্বাসের অন্ত নেই।

পতিসঙ্গাভিলাষিনীর হয় ত এটা নিছক পাগলামি।

ঘরের আবহাওয়ায় গুমোট। ভারি ভারি আসবাব পত্র, দরজা-জানলা জোড়া পর্দা, অন্ধকারে যেন দম বন্ধ করে দেয়।

আলো বাড়িয়ে দিলে হয় না? লেবেডেফ বলল।

না, দৃঢ় কণ্ঠে লুসি মরিসনের। না, সে আসবে ঘর আলো করে। মোমবাতির আলো আরো না।

লুসি মরিসন ঘড়ির সামনে দাঁড়াল। নিস্তব্ধ, বদ্ধ ঘরে ঘড়িব দোলকের আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে কানে আসে। কাঁটা সাতটাব দিকে এগিয়ে চলেছে। লুসি মরিসন স্তব্ধ হয়ে পড়ল। সে যেন উৎকর্ণ হয়ে কি শুনতে গেল।

লেবেডেফ বেহালার তারে একবাব ছড টানল।

তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল লুসি, বন্ধ কর বেহালাব আওযাজ। সে আসছে, তার আসার পদধ্বনি শুনতে দাও।

অন্য সময় এরূপ কডা কথায় লেবেডেফ নিশ্চয় বিবক্ত হত। 'কন্তু আজ হল না। ঐ হিস্টরিযা-গ্রস্তা প্রৌঢ়া রমণীব প্রতিবাদ কবা বৃথা।

ঘবেব স্তব্ধতা যেন গাঢ হযে উঠল। ঘড়িব টক টক আওযাজ আবো জোব হল। লুসি কান খাড়া করে বইল, কৌতূহলী লেবেডেফও।

ঘড়ির কাঁটা দেখা যাচ্ছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

কি আশ্চর্য, ভাবি বুটেব শব্দ।

লুসি উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল।

লেবেডেফ তাজ্জব।

লুসি অস্ফুট কণ্ঠে বলল, সে আসছে, সে আসছে!

লুসি তামার মাদুলিটা নিযে বাব বাব চুমু খেতে লাগল।

লেবেডেফ পূর্ব কথা মত বেহালা কাঁধেব উপব চডিযে বাজনাব জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

লুসি দ্বারপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

বুটের শব্দ দ্বারের কাছে এল। আরও কাছে। দরজার পর্দা নেড়ে উঠল।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল, মরিসন নয়, এক শ্বেতকায় প্রৌঢ়, মুখটা টকটকে লাল। বর্তুল চেহারা! লেবেডেফ বেহালা বাজাল না।

সঙ্গে সঙ্গে লুসি আর্তকণ্ঠে তীব্র চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

আগন্তুক দ্রুত পদে ছুটে এসে বলিষ্ঠ হস্তে লুসিকে তুলে নিল, সোফায় শোয়াল।

মিস্টার লেবেডেফ, আগন্তুক বলল, দয়া করে কতকগুলি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবেন?

হুকুম মত কাজ। ঘরে অনেকগুলি মোমবাতি জ্বলে উঠতেই লেবেডেফ আগন্তুককে চিনতে পারল। লোকটি সেই ডাক্তার জন হুইটনি। লুসি মরিসনই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এই বাড়ীতে। ক্ষণিকের পরিচয়, তাই ঘরের অল্প আলোয় প্রথমটা তাকে চেনা যায় নি।

ডাক্তার হুইটনি মূর্ছিতার নাকের কাছে স্মেলিং সল্টের সবুজ শিশি খুলে ধরেছিল। ডাক্তার লজ্জিত হয়ে বলল, আমি ভারি দুঃখিত, মিস্টার লেবেডেফ, তোমায় এমন একটা রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে?

না, না, তাতে কি হয়েছে? লেবেডেফ বলল, মিসেস মরিসন ভাল আছে?

হাঁ, উত্তেজনায় আশাভঙ্গে অজ্ঞান হয়েছে। এখনই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। কিছু যদি মনে না কর ত পর্দা সরিয়ে সব জানলা খুলে দাও টাটকা বাতাসে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে তাড়াতাড়ি।

লেবেডেফ তৎপর হল হুকুম তামিল করতে।

সমস্ত ব্যাপারটা জানতে নিশ্চয় তোমার কৌতূহল হচ্ছে? ডাক্তার প্রশ্ন করল।

বলা বাহুল্য।

ব্যাপারটা খুব সরল। ডাক্তার বলল, লুসি মিস্টার মরিসনকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তুমি জান মরিসন সেই কালো মেয়েছেলেকে ছাড়তে পারছে না। লুসি স্বামীবশ করবার জন্যে নানা রকম দেশী তুকতাক সুরু করল। শিকড় বাকড় খেতে লাগল। আমি ইদানীং ওর স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করতুম। আমার বারণ শুনত না। আমায় লুকিয়ে সব খেত। আমি বিপদ গণলুম। কবে বিষাক্ত কিছু খেয়ে মেয়েটা মরবে না কি? আমি খিদমদগারের বৌকে দিয়ে ওকে সেই যোগীর কাছে পাঠালুম। যোগীকে মোটা বখশিস দিতে সে আমারই কথা মত নির্দেশ দিল। শুধু মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। ঠিক সাতটা বাজতে মরিসনের বদলে আমি এলুম। এই রহস্য না করলে লুসির মনে কিছুতেই দাগ কাটতে পারতুম না।

তুমি বলতে চাও সমস্ত ব্যাপারটা তোমার সাজান?

হাঁ। আমি ওকে একটা মিথ্যা মায়া থেকে মুক্ত করতে চাই। যাকে সে পাবে না, কেন তার পিছে ছুটে মরা। আমি ওকে ভালবাসি।

আবার ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। লুসি মরিসনের ফ্যাকাশে মুখে অল্প অল্প রক্ত সঞ্চার হচ্ছিল। তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছিল। অক্ষিপল্লব নড়ে উঠল। ডাক্তার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আদর করে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, লুসি লুসি ডার্লিং।

লুসি চোখ খুলল, ঘরের আশ পাশ দেখল। ধীরে ধীরে উঠে বসল। লেবেডেফকে সে লক্ষ্য করল না তার দৃষ্টি পড়ল ডাক্তারের উপর।

লুসি ডার্লিং, ডাক্তার বলল। মাই পেট্, মাই ডাভ্, মাই ডিয়ারেস্ট হার্ট।

জন ডিয়ার, লুসি বলল, তুমি আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। তুমি ঘরে ঢুকলে, আর আমি ভাবলুম বুঝি বব্ এল।

যা যত সব বাজে চিন্তা, ডাক্তার বলল, টম, তোমার প্রথম স্বামী, ত অনেক দিন গত হয়েছে। কবরে নিয়মিত ফুল দেওয়া হয়। সে কোথা থেকে আসবে ?

কিন্তু বব্ত বেঁচে আছে, লুসি এবার ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। সে কেন এল না ?

ডিয়ার, ডিয়ার, ডাক্তার বলল, মিথ্যে কেঁদ না। তোমার রুজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বব্ ছোঁড়া হতভাগা। সে আসবে না ত বয়ে গেল, আমি ত এসেছি।

কিন্তু যোগী বলল সে আসবে।

কে আসবে ?

আমার স্বামী।

আমিই তোমার স্বামী। অর্থাৎ আমি তোমার স্বামী হতে চাই। তুমি আমায় বিয়ে করবে ?

তুমি ? কিন্তু যোগী বলল—

যোগী আমায় পাঠিয়ে দিল, যোগী বলল, তুমি যাও। লুসি মেমসাব স্বামীর প্রতীক্ষায় আছে। তুমি ওকে সাদি কর, সে সুখী হবে, তুমিও সুখী হবে।

সত্যি যোগী তোমায় পাঠিয়ে দিল ?

নিশ্চয়, বিশ্বাস হচ্ছে না ? ডাক্তার বলল, তবে শোন যোগীর সঙ্গে তোমার কি কি কথা হয়েছিল।

ডাক্তার বিবাহ-বার্ষিকার সমস্ত ঘটনার পশ্চাদ-বিবরণী সংক্ষেপে, পেশ করল।

সিধে হয়ে বসল লুসি মরিসন, বলল, লা, তুমি এত সব কি করে জানলে ? তাজ্জব কথা।

কিছুই তাজ্জব নেই। ডাক্তার বলল, যোগী আমায় সব বলেছে। আর বলেছে তোমায় বিয়ে করতে। তোমায় নিয়ে হোমে ফিরে যেতে। যোগী বলেছে তুমি সুখী হবে।

বলেছে, আমি সুখী হব ?

হাঁ, আমি তোমায় সুখী করব। লুসি, আমি তোমায় ভালবাসি।

তবে তাই হোক। পরক্ষণে লুসি সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, কিন্তু আমার দ্বিতীয় স্বামী থাকতে কি করে বিয়ে হবে ?

ডাক্তার বলল, সে ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। গভর্নর জেনারেলের কাছে বিশেষ দরখাস্ত পেশ করিয়ে এই বিবাহ নাকচ করা হবে। তারপর আমরা বিয়ে করব, হোমে ফিরে যাব। ডিভনশায়ারে আমার গ্রামে ছোট কটেজ বানিয়ে দুজনে সুখে থাকব। বল, লুসি রাজি আছ ?

আছি। লুসি মরিসন যেন নতুন আশার আলো দেখল, বলল, জন, তোমার ওপর আমি অবিচার করেছি, তোমার নীরব ভালবাসা আমি লক্ষ্য করিনি। তুমি তাই আমার প্রথম স্বামীর বেশে যেন হাজির হলে। তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলুম ঐ হতভাগা যুবক বরের প্রেমে পড়ে। আজ যোগীর দয়ায় আমার চোখ খুলে গেছে। আজ তোমার মধ্যে শুধু তোমায় পাচ্ছি না, পাচ্ছি আমার প্রথম স্বামীকেও। বব্ মরিসন দূর হোক্। বিদেয় হোক্। আমি তোমায় ভালবাসব, তোমায় ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমি প্রথম স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করব। জন, আমায় চুমু দাও, চুমু দিয়ে আমাদের মিলনকে সার্থক কর।

ডাক্তার লুসিকে কোমর বেষ্টন করে তুলে দাঁড় করাল, লুসির ওষ্ঠে চুম্বন দিল। লুসি চকিতে জন হুইটনির কণ্ঠ বেষ্টন করে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করল।

প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার এই অপ্রত্যাশিত মিলনে হট চক্রে লেবেডেফ বেহালায় সুর ধরল। প্রৌঢ় প্রেমিকযুগলের সলজ্জ সহাস্য দৃষ্টি যেন বাদ্যকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করল।

বৈঠকখানার অশ্বত্থতলার অজ্ঞাত যোগীর বশীকরণের মন্ত্র অন্তত একজনের পক্ষে কার্যকরী হল। সে হল ডাক্তার জন হুইটনি।

লুসি মরিসন অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী তৃতীয় স্বামীর প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল। তার মধ্যে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত আশ্রয় পেয়ে সে আশ্বস্ত হল। তাদের বিবাহের আইনগত বাধা দূর হতে কিছুদিন সময় লাগল। রবার্ট মরিসন নিখোঁজ। কেউ তার হদিশ দিতে পারল না। বিবাহ নাকচ করার দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত নোটিশ সরকারী পত্রিকায় বার হল। অন্য তরফ থেকে কোনও ওজর আপত্তি এল না। আর আসবেই বা কোথা হতে। রবার্ট মরিসনের লাম্পট্য ও স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার সর্বজন-বিদিত। গভর্ণর জেনারেল বিবাহ নাকচ করে দিলেন।

সেন্টজনের গির্জায় লুসি মরিসনের তৃতীয় বার বিবাহ নিষ্পন্ন হল। খুব বেশি ঘটা করে নয়। ডাক্তার হুইটান বুঝদার লোক। বাজে পয়সা উৎসবে ব্যয় করতে দিতে রাজি হল না। দুজনের দেশযাত্রার ব্যয় বেশি পড়বে। জাহাজ ভাড়াই প্রায় হাজার দশেক। তবু কার্পণ্যের মধ্যেও ওরা লেবেডেফকে নিমন্ত্রণ করতে ভোলে নি। ওরা ডাচদের এলাকা চুঁচুড়ায় মধুযামিনী যাপন করতে গেল। হুইটনির এক বন্ধুর বাড়ী চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে। সেখানেই ওরা নতুন সুখের সন্ধানে চলে গেল। বিলাতে ফিরে যেতে কিছুদিন সময় লাগবে। মিসেস হুইটনির বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে টাকা তুলতে হবে। এ কাজের ভার পড়ল সেই টমাস রোওয়ার্থের উপর, যার অন্যতম ব্যবসা ছিল নিলামদারী।

লেবেডেফের নতুন কাজ হল মামলা লড়া। সে নিজে নালিশ করে দেনদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারল না। কিন্তু পাওনাদারদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য লড়তে হল। শেষ পর্যন্ত জগন্নাথ গাঙ্গুলি নালিশ ঠুকে দিল। অনেক চেষ্টা করেও সে বেশি দাবা করতে পারল না। মাত্র কয়েক শত টাকার নালিশ। তবু এই দুর্দিনের বাজারে সে বোঝাও কম নয়। লেবেডেফ খুচরা

যা উপার্জন করত তার অধিকাংশই বেরিয়ে যেতে লাগল আদালতের খরচায়।

মহিমান্বিত কাউন্ট ভরোসনভের কাছ থেকে পত্রের কোনও জবাব এল না। লেবেডেফ আবার একটি পত্র পাঠাল তাঁর ঠিকানায়। তিনি যদি একখানি দুই বা তিন মাস্তুলওয়ালা জাহাজ পাঠিয়ে দেন তবে লেবেডেফ প্রাচ্যের পণ্য সম্ভার নিয়ে পাড়ি দেবে গঙ্গা থেকে নেভা পর্যন্ত।

আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ রাখে না। এদেশের প্রবাদে বলে। কিন্তু লেবেডেফ তাকে অসার প্রতিপন্ন করে দিতে চায়। গঙ্গা থেকে নেভা—শহর কলকাতা থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ। লেবেডেফ কল্পনায় পাল উড়িয়ে ভেসে চলল সমুদ্র থেকে সমুদ্র পারে।

অনেক দিন বাদে মলঙ্গায় চম্পার বাড়ীকে সে হাজির হল। দারিদ্র্যের মধ্যেও সৌন্দর্য ফোটাতে পারে চম্পা। বারান্দার মরশুমী ফুলের গাছ আগের মতই হাসছিল। পোষা কাকাতুয়া আগের মতই 'ওয়েল কাম' 'ওয়েল কাম' ডাকছিল। চম্পার হল বিপদ। থিয়েটারের অভিনয়ের পর এখন আর সে ধাত্রীর কাজ করতে পারে না। অথচ অন্য রাস্তাও সুগম নয়। সামান্য পুঁজিও দিন দিন শেষ হয়ে আসছিল। তবু চম্পার মুখে হাসি মিলায় নি। সে ঘরে বসে মোমবাতি তৈরী করত আর প্রতিপালক দাদু গোলোকনাথ দাসের সাহায্যে তা বাজারে বিক্রী করে যৎসামান্য উপার্জন করত।

সে দিন কুসুম এসেছিল চম্পার ঘরে। লেবেডেফের সঙ্গেও দেখা হল। কুসুম অনুযোগ করে বলল, সাহেব, তুমি চম্পাকে বোঝাও। সে একদম অবুঝ।

কি ব্যাপার, মিস কুসুম ?

কুসুম বলল, এত করে বলছি, চম্পা কিছুতেই কথা কানে তুলছে না। অথচ দিন দিন তার কি হাল হচ্ছে !

চম্পা বাধা দিয়ে বলল, আঃ কুসুমদি থাক ওসব কথা।

থাকবে কেন, লা ? কুসুম ঝংকার দিয়ে বলল, কোথাকার বাউণ্ডুলে ঐ ছোঁড়া সাহেবের ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে ছুঁড়ি। কিন্তু ওদিকে যে রাজা মহারাজা পায়ে ধর্ণা দিচ্ছে তার হুঁস নেই।

কি হয়েছে ? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

ম'রসন সাহেবের ত পাত্তা নেই, কুসুম বলল, অথচ কুমার চন্দ্রনাথ রায় আমাকে সাধাসাধি করছে চম্পাকে রাখবে। বাড়ী দেবে, গাড়ী দেবে, গয়না গাঁটি দেবে। কুমার ওর থিয়েটার দেখে মজে গেছে। এমন একটা মেয়েমানুষ রাখতে পারলে সমাজে তার খাতির বাড়বে। তবু ছুঁড়ি মত দিচ্ছে না। বোন্, তোকে আবার বলি রাজি হ। কুমার তোকে বাড়ী দেবে, গাড়ী দেবে, গয়নাগাঁটি দেবে।

চম্পা ঈষৎ হেসে বলল, আমায় তার নামপরিচয় দেবে ?

তার মানে ?

মানে আমায় বিয়ে করে বউ বলে পরিচয় দেবে ?

তা কখনও হয়। সমাজ বলে ত একটা কথা আছে। হিঁদুয়ানী আছে। তিন বৌ তার ঘরে। তোকে সবার উপরে রাখবে, চম্পা।

তবু রক্ষিতা করে রাখবে। বিয়েত করবে না।

তোর ঐ এক কথা। বিয়ে আর বিয়ে। বিয়ে না করলে কি জন্ম বৃথা হবে ? কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে বিয়ে না করে সুখে নাগরের ঘরকন্না করছে। তুই পারবি না ?

না, কুসুমদি, রক্ষিতা থেকে দেখছি। ওতে আর মন ভরে না।

তবে মর্ তুই। কুসুম বিরক্ত হয়ে বলল।

সেই ভাল। চম্পা জবাব দিল।

কুসুম চলে গেল, যাবার সময় বলে গেল। কুমার চন্দ্রনাথ একেবারে মুখিয়ে আছে। একবার চম্পা রাজি হলেই পালকি পাঠিয়ে দেয়।

কুমার চন্দ্রনাথ রায় জোড়াসাঁকোর নামজাদা ধনী। তার বাড়ী

লাট-প্রাসাদের মত। দুর্গোৎসবে লেবেডেফ সেখানে বাজনা বাজিয়েছিল।

তুমি রাজি হইলে না কেন? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

জানইত কারণ। চম্পা বলল, ওরা কেউ বিয়ে করতে চায় না। শুধু রাখতে চায়। মজার কথা বলি। সে দিন তোমার সেই মিস্টার স্কিনার এসেছিল। সেও দেখি প্রেম নিবেদন করে। শুধু প্রেম নয়, সে বিয়ে পর্যন্ত করতে রাজি। আমি বললুম, জানইত আমার অদৃষ্ট মন্দ। আমার ছেলে আছে, যার জন্ম বিয়ের বাইরে। স্কিনার বলে, ঐ ছেলেকে আমি নিজের ছেলের মত মানুষ করব। কিন্তু আমি রাজি হলুম না। সে দুঃখ করে বলল, তুমিও আমায় চাচা বলে ঘৃণা কর। শোন কথা, আমি সামান্য মেয়েছেলে। আমি মানুষকে ঘৃণা করব! অবুঝের মত সে কান্নাকাটি করে চলে গেল।

আমি বলি তুমি স্কিনারকেই বিয়ে কর। তবু শান্তি পাবে, যেমন শান্তি পেল লুইস। বরার্ট মারিসন পোষ মানার মানুষ নয়। তুমি কি ওর ভাগ্য পরিবর্তনের লোভে বসে আছ?

না, কুসুম বলল, ওর ভালোবাসার লোভে, ওর নামের লোভে। যে দিন আমি আর আমার ঐ খোকা মারিসন নাম পাব সে দিন আমার জীবন সার্থক হবে।

কিন্তু সে কোথায়?

জানি না।

কিন্তু একদিন জানা গেল।

চম্পা একটা ছোট্ট চিঠি নিয়ে লেবেডেফের বাসায় হাজির হল। মারিসন চিঠিতে লিখেছিল, সে শ্রীরামপুরে ডাচেদের এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় সে সফল হয় নি। আফিমের ব্যবসায় সে রাতারাতি বড়লোক হতে চেয়েছিল। বহু টাকাও

কামিয়েছিল কিন্তু তার অংশীদার টমাস পিয়ার্সন তাকে ফাঁকি দিয়েছে। পিয়ার্সন শ্রীরামপুর থেকে ডাচ জাহাজে করে ইষ্ট-ইণ্ডিজে পালিয়েছে। এদিকে পাওনাদারেরা প্রবঞ্চনার অপরাধে ইংরেজ আদালতে মরিসনের বিরুদ্ধে হুলিয়া বার করেছে। মরিসংও পালিয়ে যেত কিন্তু শুধু চম্পার আর শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে পারে নি। শহর কলকাতায় তার যাবার উপায় নেই। গেলেই কারাবাস। চম্পা যেন শিশুপুত্রসহ অতি অবশ্য শ্রীরামপুরের ঠিকানায় চলে আসে।

গোলোকবাবুও চিঠির কথা জানল।

চম্পা দেখা করতে যাবে। কিন্তু শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে নয়। সে গোলোকবাবুকে সঙ্গে নিতে চাইল। অচেনা জায়গা। বিদেশীদের রাজ্য। গোলোকবাবুর সঙ্গে থাকলে চম্পা ভরসা পাবে। গোলোকবাবু বলল, জানি যে বড়ই উতলা হয়েছ, আমিও যাব। কলকাতা থেকে বেশি দূর নয় শ্রীরামপুর। ডাচেদের রাজ্য। সেখানে ইংরেজদের শাসন চলে না। অনেক অপরাধী ইংরেজ কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়। নৌপথে যেতে সময় বেশী লাগে। তার চেয়ে গোলোকের গাড়িতে ব্যারাকপুর গিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে সাত ঘড়ি পৌঁছান যায়। চম্পা সময় নষ্ট করতে চায় না।

শ্রীরামপুরের ঘটনা পরে গোলোকবাবুর কাছে শুনল রোবেডেক। শ্রীরামপুরে পৌঁছতে ওদের চারেক ঘণ্টা লাগল। ঠিকানায় মরিসংকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না।

গোলোকদাস বলে চলল, অক্টার মরিসনকে চেনাই যায় না। সে শীর্ণকায়, কোটরাগতচক্ষু, রক্তশূন্য। মুখজোড়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবে আরও মন্দের দিকে। একটি দেশীয় হোটেলের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে তার আশ্রয়। ডাক্তার দেখানর পয়সা নেই। কবিরাজি ঔষধ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

মরিসন চম্পাকে দেখে শিশুর মত কেঁদে ফেলল। কাতরকণ্ঠে বলল আমি শুধু বেঁচে আছি তোমায় দেখবার জন্য, চম্পা ডার্লিং। আমার প্রিয় পুত্র কোথায়?

সে শহর কলকাতায়, চম্পা বলল।

তাকে আনলে না কেন? মরার আগে একবার তাকে দেখে যেতে পারতুম।

তুমি মরবে কেন? চম্পা বলল, বালাই, অমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই। আমার সেবায় তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

হলও তাই। গোলোকবাবু কলকাতায় ফিরে এল। চম্পা শ্রীরামপুরে রয়ে গেল। এমন কি শিশু সন্তানকে পর্যন্ত নিজের কাছে নিয়ে এল না যদি সেবার ব্যাঘাত হয়। চম্পার দাসী বুড়িমা শিশুর দেখাশোনা করত। গোলোক স্বয়ং মধ্যে মধ্যে শ্রীরামপুরে যেত, ওদের খবর-তালাস করত। গোলোক মারফৎ জানা গেল, চম্পার একাগ্র সেবায় মরিসন কিছু দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল। এবার স্বয়ং মরিসন চম্পাকে বিয়ে করতে চাইল। বিয়ে হবে শ্রীরামপুরেই। ডাচদের বড় গির্জায়। কিন্তু চম্পা বলল, এখন নয়।

কেন চম্পা ডার্লিং? মরিসন বলল, এখন আমাদের বিবাহের বাধা কোথায়? সু সব সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমরা শ্রীরামপুরেই ঘর বাঁধব। এখানে একটা ট্যাভার্ণ খুলব। তুমি আমি দুজনে মিলে সেটাকে সেরা ট্যাভার্ণ তৈরী করব। এস চম্পা, মাই সুইট লাভ, আমরা গির্জায় গিয়ে বিয়ে করি।

চম্পা বলল, নব সাহেব, বিবাহ এখন নয়। তোমার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু তোমার পালিয়ে বেড়ান হবে না। তুমি মামলা লড়। বিয়ের কথা তারপর।

কিন্তু মামলায় আমার হার হবেই। মরিসন কাতর কণ্ঠে বলল, যদিও আমি বিশেষ দোষী নই, তবু শাস্তিটা আমাকেই ভোগ করতে

হবে। হতভাগা পিয়ার্সন পালিয়ে বাঁচল, আমি শেষে জেলে যাব?

শান্ত গভীর কণ্ঠে চম্পা বলল, পালিয়ে পালিয়ে তুমি সুখ পাবে না। বব সাহেব, কতদিন পালিয়ে বেড়াবে? যদি সুখ পেতে চাও তোমাকে ধরা দিতেই হবে। জীবনভোর প্রবঞ্চনা, প্রতারণা তুমি অনেক করেছ। এখন সময় এসেছে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার! শাস্তির মধ্যে দিয়ে তুমি নতুন মানুষ হয়ে উঠবে। চল, শহর কলকাতায় ফিরে চল। আদালতে ধরা দাও। শাস্তি নাও।

ওদের দুজনকে শহর কলকাতায় দেখে লেবেডেফ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। সে মরিসনের কাছ থেকে চম্পার ঐ অদ্ভুত আচরণের কথা সব শুনল। মরিসন বলল, আমার প্রিয়তমা ঠিকই বলেছে, আমি হণ্যে কুকুরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব না। আমি লড়ব। আমি শাস্তি নেব।

বিচারে মরিসনের ছয়মাসের জেল হল। সুপ্রীম কোর্টের জজ সাহেব পিয়ার্সনের উপর বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু পিয়ার্সন সাগর পারে। মরিসন স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল। তাই তার শাস্তি অল্প হল। মরিসন আদালত থেকে জেলে গেল হাসি মুখে। দয়িতকে জেলে পাঠাবার উপলক্ষ্য হয়েও চম্পার আননে অপূর্ব প্রশান্তি। সে একদিন মরিসনের সঙ্গে জেলে দেখা করতে গিয়েছিল গোলোককে সঙ্গী করে। মরিসন বলে, ডিয়ারেস্ট্ তুমি আমার জন্য ক'টি মাস অপেক্ষা কর। ক'টি মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর দ্বিতীয় মিসেস মরিসনকে তোমার মধ্যে পাব। কিন্তু তুমি অদ্বিতীয়া। ক'টি মাস আমার জন্য অপেক্ষা করবে না, মাই হার্ট?

চম্পা বলেছিল, যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করব, বব সাহেব।

গোলোক দাসের মন খুসিতে উপচে পড়েছিল।

মহামহিমান্বিত কাউণ্ট ভোরনসভ এবারও পত্রের কোনও জবাব

দিলেন না, জাহাজ পাঠান দূরের কথা! জন হুইটনি আর লুসি শহর কলকাতার ব্যাপার গুটিয়ে জাহাজে করে দেশের পথে পাড়ি দিল। দেশে ফিরে যাবার জন্য লেবেডেফও ব্যাকুল হয়ে উঠল। হতাশ হয়ে সে গভর্ণর জেনারেল সার জন শোরের কাছে আবেদন করল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে ইংলণ্ড পর্যন্ত যাবার অনুমতি লাভ করার জন্যে।

অনেক আশা-নিরাশার পর একদিন লেবেডেফ সত্যি সত্যি ইউরোপগামী জাহাজে উঠল। চাঁদপাল ঘাটে অনেকেই শেষ দেখার জন্য এসেছিল। বাবু গোলোকনাথ দাস এসেছিল যার সঙ্গে তার পরিচয় এই চাঁদপাল ঘাটেই হয়, যার কাছে তার দেশীয় ভাষা-শিক্ষা সুগম হয়, যার সাহায্যে প্রথম বাংলা থিয়েটারের অভিনয় হয়। লেবেডেফ তার কথা ভুলবে না। কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে স্মরণ করবে তার গ্রন্থে। এসেছিল নীলুসুব ব্যাণ্ডো, সেলবি, স্কিনার, কুসুম, আরও অনেকে।

আসেনি চম্পা। সে লেবেডেফের বাসায় দেখা করে আগেই বিদায় নিয়ে গিয়েছিল।

তুমি চাঁদপাল ঘাটে যাবে না আমায় জাহাজে তুলে দিতে? লেবেডেফ জিজ্ঞাসা করল।

না। বলল চম্পা।

কেন?

একঘাট লোকের সামনে আমি কচি খুকির মত কাঁদতে পারব না।

তুমি আমার জন্যে কাঁদবে?

নিশ্চয়, তোমার সঙ্গে ত আর দেখা হবে না।

শুধু সেই জন্যেই কাঁদবে?

না, তা কেন? কাঁদব তোমার স্নেহের কথা মনে করে। আমি তোমায় প্রতিদান না দিলেও এই সামান্য রমণীকে তুমি তোমার স্নেহ

থেকে বঞ্চিত করনি।

চম্পার চোখ ছল ছল করতে লাগল। সে কাপড় মোড়া একটি উপহার এনেছিল, খুলে দিল লেবেডেফে হাতে। দুর্গাপট!

চম্পা বলল, সাহেব, তুমি হয়ত মানবে না, কিন্তু দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় করবেন।

স্নেহের দান লেবেডেফ সাগ্রহে গ্রহণ করল।

লেবেডেফ বলল, তোমার বিবাহের উৎসবে আমার বেহালা বাজানর ইচ্ছা ছিল। সে আর হল না।

কে বললে হবে না? চম্পা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল। আর কেউ শুনুক না শুনুক, তোমার বেহালার সুর আমার কানে বাজবেই বাজবে, যখন আসবে বব্ সাহেবের সঙ্গে আমার বিবাহের শুভক্ষণ।

চম্পা লেবেডেফের পদধূলি নিল। লেবেডেফ তার কপালে বিদায়চুম্বন এঁকে দিল।

চম্পা সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল, বোধ হয় কান্না গোপন করার জন্য।

———